আইজ্যাক আজিমভের

সায়েন্স ফিকশন গল্প-৯

সঙ্কলন সম্পাদনা হাসান খুরশীদ রুমী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

আইজ্যাক আজিমভের অবিশ্বাস্য কল্পনার জগতে প্রবেশ করুন।

ওল্ড ফ্যাসনড : 'আমরাই প্রথম কৃষ্ণ গহ্বরের মুখোমুখি হইনি। কিন্তু আমরাই প্রথম কৃষ্ণগহ্বররকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমরাই প্রথম ভবিষ্যতের সেই সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছি যার মাধ্যমে যেকোনো সংকেত নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে প্রেরণ করা যাবে এটা হলো সর্বাধুনিক শক্তির উৎস।

দ্য রেড কুইনস রেস : কেসটা যে ফিনিস হয়েছে একথা বলা যায় না। আর যেহেতু বোল্ডার পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে যেহেতু তাকেও ক্রিমিনাল বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত কেসটা সলভড কিংবা ক্লোজড আউট কোনোটাই হয়নি। শুধুমাত্র কেসটার ডেজিগনেশনের আন্ডারে একটা ফাইল তৈরি করা হয় এবং এটাকে নিক্ষেপ করা হয় ওয়াশিংটনের ডিপেস্ট ভল্টে।

দ্য সি-চ্যুট : মুলেন কিছুটা বিস্মিত এবং গর্বিত বোধ করছিল। ক্লোরোদের অবশ্যই কোনো না কোনো উপায় আছে যাতে করে তারা ক্লোরিনের বিজারণ ক্ষমতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এমনকি দেয়ালে পৃথিবীর যে মানচিত্র দেখা যাচ্ছিল, চকচকে প্লাস্টিক মোড়া, সেটাও অক্ষত ছিল।

মোট দশটি গল্প আপনাকে অবিশ্বাস্য জগতে নিয়ে যাবে। প্রতিটি গল্প পড়ে আপনি রোমাঞ্চিত হবেন। আশা করি আপনাকে হতাশ করবে না।

০১/০১/০৯
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সূচি

ওল্ড ফ্যাসনড /০৯
লেটস গেট টুগেদার /১৯
এভিটেবল কনফ্লিক্ট /২৯
দ্য মেসেজ /৩৮
দ্য রেড কুইনস রেস /৪১
লিভিং স্পেস /৭৫
ব্লাইন্ড অ্যালি /৯৪
মার্চিং ইন /১২৩
ব্রিডস দেয়ার আ ম্যান... ... ? /১৩৩
দ্য স্কি-স্যুট /১৮৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ওল্ড ফ্যাসনড

বেন ইস্টস জানত যে সে মারা যাবে এবং এটা জেনে তার একটুও ভালো লাগেনি যে অনেক দিন বেঁচে থাকার এটাই ছিল তার একমাত্র সুযোগ।

একজন নভো শ্রমিকের জীবন, মোটেও মধুর ছিল না যেখানে তাকে গ্রহাণুপুঞ্জের বিশালত্বের মধ্য দিয়ে ছুটে চলতে হতো, কিন্তু তার জীবন ছিল সম্ভবত ছোট।

অবশ্যই, সেখানে বিস্ময়কর কিছু পাওয়ার সুযোগ ছিল যা তাকে সারা জীবনের জন্য ধনী করতে পারত এবং এটাই ছিল সেই বিস্ময়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিস্ময়, কিন্তু এটা ইস্টসকে ধনী করবে না বরং তাকে মেরে ফেলবে।

হার্ভে ফিউনারেলি তার বিছানায় মৃদুভাবে গোঙাল এবং ইস্টস খুব রুষ্ট করে ফিরল যেহেতু তার মাংসপেশি কুচকে গেছে। সে অতটা জোরাল আঘাত পায়নি যতটা ফিউনারেলি পেয়েছে কারণ ফিউনারেলি ছিল আকারে বড় এবং সংঘর্ষের খুব কাছাকাছি।

ইস্টস মলিনমুখে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল এবং বলল, 'কেমন লাগছে, হার্ভ ?'

ফিউনারেলি আবার গোঙাল, 'মনে হচ্ছে আমার সব অস্থিসন্ধি ভেঙে গেছে। কী হয়েছিল ? কিসে আঘাত লাগল ?'

ইস্টস ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'দাঁড়াবার চেষ্টা কোরো না।'

'আমি দাঁড়াতে পারব, যদি তুমি একটু সাহায্য করো' ফিউনারেলি বলল, 'আমি অবাক হব না যদি একটি ভাঙা পাঁজর খুঁজে পাই, ঠিক কী হয়েছিল, বেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইস্টস মেইন পোর্টভিউ-এর দিকে নির্দেশ করল বড় নয় তারপরেও দুজন মানুষের জন্য অ্যাস্ট্রো-মাইনিং যানে যেমনটা হয়। ফিউনারেলি ইস্টস-এর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সেদিকে এগোল এবং বাইরে তাকাল।

সেখানে নক্ষত্র ছিল অবশ্যই কিন্তু সুদক্ষ নভোচারীর মন সেদিকে লক্ষ করল না কারণ নক্ষত্র মহাকাশে থাকবেই। কাছাকাছি বিভিন্ন আকৃতির অগণিত পাথর ছিল যেগুলো এক ঝাঁক অলস মৌমাছির মতো ধীরে ধীরে চলছিল।

ফিউনারেলি বলল, 'আমি আগে কখনো এরকম দেখিনি। এগুলো এখানে কী করছে ?'

ইস্টস বলল, 'মনে হচ্ছে এই পাথরগুলো কোনো গ্রহাণুর অংশ এবং এগুলো এখনো চক্রাকারে ঘুরছে। পাথরগুলো আর আমাদের কী বিক্ষিপ্ত করল ?'

'কী ?' ফিউনারেলি নিস্ফলভাবে অন্ধকারে তাকাল।

ইস্টস একটি বিবর্ণ আলোর ঝলকের দিকে নির্দেশ করল।

'আমি কিছুই দেখছি না।'

'তোমার দেখার কথাও না। ওটা একটা কৃষ্ণগহ্বর।'

ফিউনারেলির ছোট ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়িয়ে গেল আর তার চোখগুলো ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। সে বলল, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'না, কৃষ্ণগহ্বর যেকোনো আকৃতির হতে পারে। নভোচারীরা তাই বলেন। মনে হয় কোনো বৃহৎ গ্রহাণুপুঞ্জের সমষ্টি এবং আমরা ওটার চারদিকে ঘুরছি। আমরা একটাকে দেখছি না কিন্তু আমাদের নিজের কক্ষপথে আটকে রেখেছে।'

'এর ব্যাপারে কোনো তথ্য–'

'আমি জানি। কীভাবে থাকবে ? ওটা দেখা যায় না। এর আকার–ইসস, সূর্য উঠে গেছে।' যাই হোক। মহাবিশ্বের প্রথম কৃষ্ণগহ্বরটি আমরা আবিষ্কার করেছি। এর কৃতিত্ব যখন আমরা পাব তখন একমাত্র আমরাই জীবিত থাকব না।'

'কী হয়েছে ?' ফিউনারেলি জিজ্ঞেস করল।

www.BanglaBook.org

'আমরা কৃষ্ণগহ্বরটির টাইডাল ইফেক্টের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।'

'টাইডাল ইফেক্ট কী ?'

ইস্টস বলল, 'আমি নভোচারী নই, কিন্তু আমি যতদূর বুঝি যখন কোনো বস্তুর মোট মহাকর্ষ বলের টান বেশি হয় না যেমন কৃষ্ণগহ্বর, তখন তুমি যত এর নিকটবর্তী হবে এর টান তত তীব্র হবে। বস্তু যত বড় এবং নিকটবর্তী হতে থাকবে টানের প্রভাবে তীব্রতর হবে। তোমার মাংসপেশি ছিঁড়ে যাবে। তুমি ভাগ্যবান যে তোমার হাড় ভেঙে যায়নি।'

ফিউনারেলি মুখ বিকৃত করে বলল, 'আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। আর কী ঘটেছে ?'

'আমাদের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা কক্ষপথে আটকে গেছি। তাও ভাগ্য ভালো টাইডাল ইফেক্টকে এড়ানোর মতো দূরত্বে আমরা আছি। যদি আরো নিকটে যাই তাহলে...'

'আমরা কি কোনো খবর পাঠাতে পারি না ?'

'না, যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে।' ইস্টস বলল।

'তুমি ঠিক করতে পারবে না ?'

'ঠিক করা সম্ভব না।'

'কিছুই কি করা সম্ভব না।'

ইস্টস মাথা নেড়ে বলল, 'এখন শুধুই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কিন্তু এ নিয়ে আমি চিন্তিত নই।'

'কিন্তু আমি চিন্তিত', ফিউনারেলি বলল।

ইস্টস বলল, 'ওষুধ খেয়ে মরাটাই আমাদের জন্য সুখকর হবে।'

পোর্টভিউর দিকে নির্দেশ করে সে বলল, 'সূর্য থেকে আমরা আবার দূরে সরে গেছি। এর মানে কৃষ্ণগহ্বরটি সূর্যের কক্ষপথে আছে। কে জানে কক্ষপথটি স্থিতিশীল, কি না।' আর কৃষ্ণগহ্বরটি আকারে বড় হবে কি না।'

'মনে হয় এটি সবকিছু গিলে ফেলবে।'

'অবশ্যই। এখানে মহাজাগতিক ধুলো আছে যা একে শক্তি সরবরাহ করছে। এগুলোই সেই ক্ষুদ্র আলোর ঝলক তৈরি করছে। যখনই ওটা কোনো বৃহৎ বস্তু গিলে ফেলবে তখনই এটা থেকে রশ্মি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নির্গত হবে। তা যতই বড় হবে ততই দূর থেকে দূরের বস্তু এটি টেনে নেবে।'

কিছুক্ষণ তারা দুজনেই পোর্টভিউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ইস্টস বলল, 'এই সমস্যার সমাধান সম্ভব যদি নাসা কৌশলে একটি মোটামুটি বড় গ্রহাণু এই গহ্বরে চালান করতে পারে, তাহলে গ্রহাণু আর গহ্বরের পারস্পরিক মহাকর্ষিক আকর্ষণের প্রভাবে এটি কক্ষপথচ্যুত হবে। এবং এটাকে সৌরমণ্ডল থেকে বের করে দেয়া সম্ভব হবে।'

ফিউনারেলি বলল, 'তোমার কি মনে হয় ওটা খুব ছোট ছিল।'

'সম্ভবত অতি ক্ষুদ্র গহ্বর ছিল যা, বিগ ব্যাঙ থেকে যখন মহাবিশ্ব হয় তখন সৃষ্টি হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকারে বাড়ছে আর এভাবে বাড়তে থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন এখানেই সৌরজগতের সমাধি।'

'তারা কেন খুঁজে পায়নি।'

'গ্রহাণুপুঞ্জের ভেতরে কৃষ্ণগহ্বর আছে তা কে জানত ? আর এটা বেশি বড় না, লক্ষ করার মতো রশ্মিও বিকিরণ করে না।'

'বেন, তুমি কি নিশ্চিত যে কোনোক্রমেই যোগাযোগ করা সম্ভব না। আমরা ভেসটা থেকে কত দূরে ? তারা ভেসটা থেকে খুব তাড়াতাড়ি হয়ত পৌঁছাতে পারবে। গ্রহাণুপুঞ্জে এটাই সবচেয়ে বড় বেস।'

ইস্টস মাথা নাড়ল, 'জানি না এখন ঠিক কোথায় ভেসটা আছে। কারণ কম্পিউটারও নষ্ট হয়ে গেছে।'

'হায় ঈশ্বর ! কোনটা ঠিক আছে ?'

'বায়ু প্রবাহ ব্যবস্থা ঠিক আছে, পানি পরিশোধক চালু আছে। আমাদের প্রচুর শক্তি আর খাদ্য সরবরাহ আছে। আমরা দুই সপ্তাহ কিংবা তারও বেশি সময় টিকে থাকতে পারব।' কিছুক্ষণের নীরবতার পর ফিউনারেলি বলল, 'যদিও আমরা জানি না ঠিক কোথায় ভেসটা আছে, কিন্তু আমরা জানি যে কয়েক লক্ষ কিলোমিটারের বেশি দূরে নেই। যদি আমরা তাদের কোনো সংকেত পাঠাতে পারি, তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো চালকবিহীন জাহাজ পাঠাতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইস্টস বলল, 'চালকবিহীন জাহাজ, হ্যাঁ এটা সহজেই হতে পারে। একটি মানুষবিহীন জাহাজ এত দ্রুতগতিতে গতিশীল করা যাবে যে মাংসপেশি কোনো কষ্ট অনুভবই করবে না।'

ফিউনারেলি চোখ বন্ধ করল যেন কষ্টটাকে কল্পনা করার চেষ্টা করছে। তারপর বলল, 'চালকবিহীন জাহাজকে অবজ্ঞা কোরো না। ওটা আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারে যা দিয়ে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করতে পারি।'

নিজের বিছানায় বসে ইস্টস বলল, 'আমি চালকবিহীন জাহাজকে মোটেও অবজ্ঞা করছি না। আমি শুধু চিন্তা করছি যে কোনো রকম সংকেত পাঠানো সম্ভব না। আমরা তারস্বরে চিৎকার করলেও কোনো লাভ নেই। শূন্য মাধ্যমে কোনো শব্দ সঞ্চালিত হয় না।'

ফিউনারেলি জেদের সাথে বলল, 'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে তুমি কোনো উপায় বের করছ না। আমাদের জীবন এর উপর নির্ভর করছে।'

'হয়ত মানুষ জাতির জীবনই এর উপর নির্ভর করছে। কিন্তু আমি কোনো উপায়ই বের করতে পারছি না। তুমি কেন এ ব্যাপারে ভাবছ না।'

ফিউনারেলি কিছুটা বিরক্ত হলো। সে দেয়ালে হাত রেখে কোনোক্রমে নিজেকে দাঁড় করাল। তারপর বলল, 'আমি কেবল একটা ব্যাপারই চিন্তা করছি। কেন তুমি গ্রাভিটি মোটর বন্ধ করছ না যাতে শক্তিও কিছু বাঁচে আর আমাদের মাংসপেশির খিচুনিও একটু কমে।'

ইস্টস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় গিয়ে গ্রাভিটি মোটর বন্ধ করল।

ফিউনারেলি ভাসতে ভাসতে বলল, 'নির্বোধগুলো কেন এই কৃষ্ণগহ্বরটি খুঁজে পেল না?'

'তুমি বলছ যেভাবে আমরা খুঁজে পেয়েছি, এছাড়া এটাকে খুঁজে পাবার আর কোনো পথ নেই।'

ফিউনারেলি বলল, 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকা সত্ত্বেও আমার কষ্ট হচ্ছে... আচ্ছা ঠিক আছে যদি এভাবে কষ্ট পেয়েই মরতে হয় তাহলে ওষুধ খেয়ে মরতে আমার কোনো আপত্তি নেই...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কৃষ্ণগহ্বরটিকে নিয়ন্ত্রণের কি কোনো রাস্তা নেই ?'

ইস্টস বলল, 'যদি কোনো পাথর ওটার মধ্যে পাঠানো যায় তাহলে এক্সরশ্মি নির্গত হবে।'

'ভেসটা থেকে তারা কি শনাক্ত করতে পারবে ?'

'সন্দেহ হচ্ছে। মহাকাশে তারা এরকম কিছু আশা করে না। তবে মনে হয় পৃথিবী থেকে হলেও হতে পারে। যদিও কিছু মহাকাশ স্টেশন মহাকাশে তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনের প্রতিও নজর রাখে,' ইস্টস মাথা নাড়ল।

'ঠিক আছে বেন, পৃথিবীতেই না হয় পৌছল। সেখান থেকে তারা ভেসটায় সংকেত পাঠাতে পারে। এখান থেকে এক্সরে পৃথিবীতে পৌছতে লাগবে ১৫ মিনিটের মতো আর তারপর পৃথিবী থেকে ভেসটাতে সংকেত পাঠাতে লাগবে ১৫ মিনিট।'

'কিন্তু মাঝখানের সময়টা ? তারা এক্সরশ্মি বিস্ফোরণের তথ্য পেল এমন এক দূরত্ব থেকে যে কেউই শনাক্ত করতে পারবে না জায়গাটা কোথায় ? কাছাকাছি কোনো ছায়াপথ থেকে হতে পারে। টেকনিশিয়ানরা প্রথম বিস্ফোরণের পর আরো কিছু বিস্ফোরণ প্রত্যাশা করবে কিন্তু আর তো বিস্ফোরণ ঘটবে না ফলে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। তারপরেও হার্ভ, কোনোই আশা নেই কারণ কৃষ্ণগহ্বরটি হয়ত অনেক আগেই গ্রহাণুগুলোকে টুকরো করে ফেলেছে। এখন এগুলো সব স্থির কক্ষপথে আছে।'

'যদি আমাদের আতশবাজি থাকত–'

'দাঁড়াও ! আমরা আমাদের জাহাজকে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর চালিয়ে দেই। আমাদের মৃত্যুকে সংকেত পাঠাতে ব্যবহার করি।'

ফিউনারেলি ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করছি না। আমার বীর সাজার কোনো ইচ্ছা নেই। আমাদের তিনটা ইঞ্জিন আছে। যদি ইঞ্জিনগুলোর মাধ্যমে তিনটা বড় আকারের পাথর গহ্বরে পাঠানো যায় তাহলে তিনটা বড় বিস্ফোরণ হবে আর আমরা যদি এই কাজটা একদিন পর পর করি তাহলে টেকনিশিয়ানরা অবশ্যই এটাকে গুরুত্ব দেবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হয়ত বা, তারপরেও আমাদের কোনো আতশবাজি নেই এবং আমরা তা দিয়ে পাথরও ছুড়তে পারব না।' ইস্টস নীরব হয়ে গেল পরমুহূর্তেই বলল, 'চিন্তা করছি আমাদের স্পেস স্যুটগুলো ঠিকঠাক আছে কি না।'

ফিউনারেলি উত্তেজিতভাবে বলল, 'স্যুটে রেডিও আছে না ?'

'রেডিও সংকেত কয়েক কিলোমিটারের বেশি যাবে না।' ইস্টস বলল, 'আমি চিন্তা করছি জাহাজের বাইরে যাবার।'

'তুমি বাইরে যেতে কেন চাচ্ছ ?'

'আমাদের আতশবাজি নেই কিন্তু এখনো পেশিশক্তি আছে। অন্তত পক্ষে আমার আছে। আমার মনে হয় আমরা নিজেরাই পাথর ছুড়তে পারব ?'

ফিউনারেলি কোনো কিছু ছোড়ার ভঙ্গি করল। তারপর বলল, 'আমি কি সূর্যের উপর লাফ দিতে পারব ?'

'আমি বাইরে যাব এবং কিছু পাথর গহ্বরে ফেলব। আশা করি এয়ার লক কাজ করবে।'

'বাতাস অপচয় করা কি ঠিক হবে ?' ফিউনারেলি বলল, 'দুই সপ্তাহ পর্যন্ত তো টিকতে পারব ?' ইস্টস বলল।

প্রত্যেক নভো শ্রমিককেই জাহাজের বাইরে মাঝে মাঝে মেরামতের জন্য যেতে হয়। এটা একটা উত্তেজনাকর ঘটনা। অন্য ক্ষেত্রে বলা যায় এটা এক ধরনের হাওয়া পরিবর্তন।

ইস্টস উত্তেজিত ছিল কিন্তু উদ্বিগ্নই বেশি ছিল। তার বাইরে যেয়ে হবার অভিজ্ঞতা খুব বেশি ছিল না তাই নিজেকেই তার খুব বোকা লাগছিল।

সে কাল মহাকাশে অসংখ্য তারার মাঝে হারিয়ে গেল। সূর্যের আভায় অসংখ্য পাথর দেখা যাচ্ছিল যা কোনো এক সময় গ্রহাণুপুঞ্জের অংশ ছিল। এখন এগুলো চক্রাকারে কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে থিতু হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এগুলোর কোনো গতি নেই।

ইস্টস লক্ষ করল জাহাজ আর পাথরগুলো তারাগুলোর গতিপথের বিপরীতে ঘুরছে। যদি সে কোনো পাথরকে তারার দিকে গতিশীল করতে পারে তাহলে সে পাথরটিকে কক্ষপথচ্যুত করতে পারবে। আর

www.BanglaBook.org

যদি তা ঠিকভাবে কৃষ্ণগহ্বরের টাইডাল ইফেক্টের কাছাকাছি পাঠানো যায় তাহলে এটি সর্পিলাকারে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে প্রবেশ করবে আর এক্স রশ্মি বিস্ফোরিত হবে।

ইস্টস পাথর জড়ো করার জন্য ট্যানটালাম স্টিলের তৈরি জাল ব্যবহার করল। আধুনিক স্পেস স্যুটের জন্য সে খুব সহজেই চলাফেরা করতে পারছিল।

যখন সে বেশি পরিমাণ জড়ো করতে পারে তখনই যে নিক্ষেপ করে। সে অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু কিছুই হলো না। সে জানে না যে কৃষ্ণগহ্বরে পাথরগুলো পড়তে কতক্ষণ লাগবে। সে ছয়শত পর্যন্ত গুনে আবার নিক্ষেপ করল।

অমানুষিক ধৈর্য সহকারে সে বারবার চেষ্টা করে গেল এবং অবশেষে হঠাৎ করে কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটল। আলো দেখেই সে বুঝল যে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রশ্মি অবশেষে নির্গত হয়েছে।

সে বারবার পাথর ছুড়তে লাগল এবং এমনভাবে এই কাজটা করতে থাকল যেন মৃদু আলোক শিখা খুব ভালোভাবে জাহাজ থেকে দেখা যায়।

কৃষ্ণগহ্বরটি তারা যত বড় মনে করেছিল তার চেয়েও বড় ছিল। এটি অনেকদূর থেকে তার শিকারকে টেনে নিতে পারবে মনে হচ্ছিল। এটা বিপজ্জনক হলেও তাদের উদ্ধার পাবার আশা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

এয়ার লকের সরবরাহ অনুযায়ী সে কাজ করে গেল এবং জাহাজে ফিরে এল। তার ডান কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা করছিল।'

ফিউনারেলি তার স্যুট খুলতে সাহায্য করল। 'কী ভয়ংকর কাজ ! তুমি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে পাথর ছুড়ছিলে !'

ইস্টস বিড়বিড় করে বলল, 'আমার স্যুটের কারণে এক্সরশ্মি থেকে বেঁচে গেছি না হলে তেজস্ক্রিয়তায় মরেই যেতাম।'

'তারা পৃথিবী থেকে এটা শনাক্ত করতে পারবে, তাই না ?'

ইস্টস বলল, 'আমি নিশ্চিত কিন্তু ওরা কি এ ব্যাপারে মনোযোগ দেবে ? ওরা ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করবে, বেশি হলে একটু আশ্চর্য হবে। কিন্তু কী কারণে ওরা এই পর্যন্ত এসে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করতে আসবে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই আমাকে এমন কিছু করতে হবে যেন এই পর্যন্ত অবশ্যই আসে।

এক ঘণ্টা পর সে বাকি স্পেস স্যুটটি পরে নিল। অন্য স্পেস স্যুটের ব্যাটারি রিচার্জ হবার জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। বলল, 'আশা করি এখনো কৃষ্ণগহ্বরের সীমার ভেতরেই আছি।'

সে আবার বাইরে গেল। এটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে মোটামুটি গতিতে পাথরগুলোকে ঠিক দিকে ছুড়তে পারলে কৃষ্ণগহ্বর সেগুলোকে দ্রুত টেনে নেবে।

ইস্টস যতগুলো সম্ভব পাথর সংগ্রহ করে সেগুলোকে জাহাজের হালের উপর রাখল। পাথরগুলো সেখানে স্থির হলো না বরং আস্তে আস্তে গতিশীল হলো। ইস্টস আরো পাথর সংগ্রহ করে সেগুলোকে জাহাজের হালের উপর এমনভাবে ছড়িয়ে দিল যেন পুল টেবিলে বিলিয়ার্ড বল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তারপর সে পাথরগুলো ছুড়তে লাগল এবং কৃষ্ণগহ্বর বিস্ফোরিত হতে থাকল।

তার মনে হচ্ছিল যেন কৃষ্ণগহ্বরটিকে আঘাত করা আরো সহজ হয়ে গেছে এবং প্রতিটি সংঘর্ষের সাথে সাথে কৃষ্ণগহ্বরটি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিল আর অচিরেই এটি তাকে এবং জাহাজকে গিলে ফেলবে।

এটা ছিল শুধুই তার কল্পনা। অবশেষে সব পাথর নিক্ষেপ করে তার মনে হলো সে আর পাথরও ছুড়তে পারবে না। চার ঘণ্টা পর সে জাহাজে ফিরে গেল।

জাহাজে ঢুকতেই ফিউনারেলি তার হেলমেট খুলতে সাহায্য করল। ইস্টস বলল, 'এই শেষ, এর বেশি আর কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব না।'

'অনেকগুলো বিস্ফোরণ হয়েছে।' ফিউনারেলি বলল।

'অনেকগুলো এবং ওরা নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষণ করেছে। আমাদের এখন তাদের আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

ফিউনারেলি তাকে তার বাকি পোশাক খুলতে সাহায্য করল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বেন, তোমার সত্যিই মনে হয় যে ওরা আসবে।'

'ওদের আসতেই হবে,' ইস্টস এমনভাবে বলল যেন সে তার ইচ্ছাশক্তির বলে ওদের আসতে বাধ্য করবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার কেন মনে হচ্ছে ওদের আসতেই হবে ?' ফিউনারেলি বলল।

'কারণ আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করেছি।'

ইস্টস বলল, 'আমরাই প্রথম কৃষ্ণগহ্বরের মুখোমুখি হইনি। কিন্তু আমরাই প্রথম কৃষ্ণগহ্বরকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমরাই প্রথম ভবিষ্যতের সেই সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছি যার মাধ্যমে যেকোনো সংকেত নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে প্রেরণ করা যাবে এবং এটা হলো সর্বাধুনিক শক্তির উৎস।'

'তুমি কী বলছ ?' ফিউনারেলি জিজ্ঞেস করল।

'আমি পাথরগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে ছুড়েছি, হার্ভ। আর এক্সরশ্মির বিস্ফোরণগুলো নির্দিষ্ট সময় পরপর হয়েছে।'

'তাই নাকি ?'

'এটা আসলে "পুরনো পন্থা" কিন্তু একটা ব্যাপার সবারই মনে আছে যখন মানুষ ইলেকট্রিক কারেন্টের মাধ্যমে যোগাযোগ করত যা তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ ফোটোগ্রাফ–ফোনোগ্রাফ–'

'টেলিগ্রাফ, হার্ভ। বিস্ফোরণগুলো অবশ্যই রেকর্ড করা হবে এবং যেই রেকর্ডগুলো দেখবে সেই বিস্মিত হবে। এমন না যে তারা কোনো এক্সরশ্মির উৎস দেখবে ; এমন না যে তারা দেখবে এক্সরশ্মির উৎস ধীরে ধীরে নক্ষত্রের বিপরীতে যাচ্ছে। তাহলে এটা কী ? তারা দেখবে যে এক্সরশ্মির উৎস একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্গত হয়ে তৈরি করছে একটি সংকেত–SOS–SOS– এবং যখন কোনো এক্সরশ্মির উৎস সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে তখন আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে, ওরা আসবে–যত দ্রুত সম্ভব শুধু এটুকু দেখার জন্য–কী আছে এখানে–কী ?'

সে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

–এবং পাঁচদিন পর একটি চালকবিহীন জাহাজ সেখানে পৌঁছল।

অনুবাদ : মো. মাসুম হোসাইন আরিফ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গত এক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে বিরাজ করছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। মানুষ ভুলেই গেছে যুদ্ধ কী জিনিস। যুদ্ধের কথা শুনলে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে তারা হয়ত তাও জানে না।

ব্যুরো অব রোবোটিক্স-এর চিফ এলিয়াস লিনও বুঝতে পারছেন না কীভাবে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। বর্তমান বিকেন্দ্রিকরণের পৃথিবীতে ব্যুরো অব রোবোটিক্সের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে চেইগ্রেতে। লিন এ মুহূর্তে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে ওয়াশিংটন থেকে আসা তরুণ সিকিউরিটি অফিসারের দিকে।

এলিয়াস লিন লম্বা-চওড়া মানুষ, মৃদু স্ফীত হালকা নীল চোখ, আমুদে স্বভাবের। তাঁর চোখের দৃষ্টি এমন–লোকে অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে সামনে এলে। কিন্তু সিকিউরিটি অফিসারকে অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা যাচ্ছে না। সে শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। লিন তার কাছ থেকে যে খবরটা এই মাত্র শুনলেন সেটা বিশ্বাস করতে সায় দিচ্ছে না মন।

তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রাপ্ত তথ্যর সত্যতা কতটুকু ?'

সিকিউরিটি অফিসারের নাম র‍্যালফ জি. ব্রেকেনরিজ। নির্ভেজাল ভালোমানুষি চেহারা। গভীর কালো চোখে ছলচাতুরির কোনো লক্ষণ নেই। দামি স্যুট পরে আছে সে।

ব্রেকেনরিজ বলল, 'তথ্যে কোনো ভুল নেই।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

'ওদের খবর তোমরা নিশ্চয়ই রাখো,' গলার স্বরে ব্যঙ্গের আভাসটা ইচ্ছে করেই লুকোলেন না লিন। বর্তমানে 'পূর্ব' 'রেড আর্মি' 'সোভিয়েত' বা 'রোশান' বলে না কেউ। তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ প্রচুর। কারণ তাদের কেউ কেউ পূর্বের নয় বা সোভিয়েত নয়। রাশান তো নয়ই। বরং আমরা এবং তারা বলা অনেক যুক্তিগ্রাহ্য।

লিন হঠাৎ বলে দিলেন, 'ওরা পরিবেশটাকে অশান্ত করে তুলতে চাইবে।'

উঠে দাঁড়ালেন, তাকালেন দেয়াল জোড়া বিশ্ব মানচিত্রের দিকে। রং দিয়ে দুটি এলাকাকে ভাগ করা হয়েছে। ম্যাপের বাঁ অংশ হালকা সবুজ রঙে রাঙানো। ডান দিকেরটা অপেক্ষাকৃত ছোট, গোলাপি রং তাতে। আমরা এবং তারা।

গত একশো বছরে এ মানচিত্রে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। এখন আর জাতিতে জাতিতে হানাহানি নেই। ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিন শেষ বলেই সবাই জানে। কিন্তু হঠাৎ বিঘ্নিত হতে চলেছে শান্তি।

'ওরা এ কাজ করতে পারে না,' বললেন লিন।

'কিন্তু ওরা তা করছে,' বলল ব্রেকেনরিজ। 'আর তথ্যটা হজম করতে হবে আপনাকে। অবশ্যই, স্যার, ব্যাপারটা ভাবলেই অস্বস্তি লাগে যে রোবোটিক্স ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে।'

লিন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'তোমার কথা সত্য হলেও বলব আমরা বরং ওদের থেকে এগিয়ে আছি। আমরা হিউম্যানয়েড রোবট তৈরি করতে পারি।'

'পারি নাকি, স্যার ?'

'অবশ্যই পারি। আর সত্যি বলতে কী এক্সপেরিমেন্টের খাতিরে আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটি রোবট তৈরি করেও ফেলেছি।'

লিন বললেন, 'ওদের এবং আমাদের মাঝের প্রতিযোগিতায় আমরা এবং তারা সবসময়ই কোনো না কোনো বিষয়ে একপক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে এগিয়ে আছি। তারা যদি রোবোটিক্স গবেষণায় আমাদের চেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমৃদ্ধশালী হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে এ বিষয়ে গবেষণায় আমাদের চেয়ে তাদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। তবে আমরা ফোর্স-ফিল্ড রিসার্চ বা হাইপেরাটোমিক্সে ওদের চেয়ে এগিয়ে আছি।'

কিন্তু লিন বুঝতে পারলেন তুলনাটা করে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করলেও 'তাদের' 'আমাদের' মাঝে প্রতিযোগিতা থেমে নেই। কোনো ওভার ব্যালান্সড হয়ে পড়লে সমূহ বিপদ–

লিন বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার এক লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তার মতামত জানা দরকার।'

'তাকে কি বিশ্বাস করা চলে ?'

বিরক্ত হলেন লিন। 'গ্রড লর্ড, রোবোটিক্সে কোন মানুষটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা না করে ঢোকানো হয়েছে ? হ্যাঁ, তার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। হামপ্র কার্ল লাসজলোর মতো লোককে বিশ্বাস করতে না পারলে অন্য কাউকে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।'

'শুনেছি আমি লাসজলোর নাম', বলল ব্রেকেনরিজ।

'বলবে ওকে দিয়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওর সাথে কথা বলব আমি রোবটরা আমেরিকা আক্রমণ করতে পারে, এর সম্ভাবনা কতটুকু সে বিষয়ে লাসজলো কী ভাবছে জানা দরকার।'

'আপনি আসলে পুরো সত্যটা এখনো মেনে নিতে পারছেন না,' নরম গলায় বলল ব্রেকেনরিজ। 'জিজ্ঞেস করুন রোবটরা যে ইতিমধ্যে আমেরিকায় হামলা চালিয়ে বসেছে সে ব্যাপারে লাসজলো কী ভাবছে।'

লাসজলো এক হাঙ্গেরিয়ানের নাতি। যিনি লৌহ যবনিকার আমলের লোক ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে মৃদুভাষী লাসজলো। লিনের ধারণা আধুনিক রোবোটিক্স সম্পর্কে লাসজলোর মতো অগাধ পাণ্ডিত্য আর কারো নেই। লোকটি কাছে থাকলে এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ এবং স্বস্তি ঘিরে থাকে লিনকে।

www.BanglaBook.org

লিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবছ ?'

লাসজলোর কপালে ভাঁজ পড়ল। 'ভাবছি ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। এ অবিশ্বাস্য। এর মানে হলো ওরা হিউম্যানয়েড তৈরি করে ফেলেছে।'

ব্রেকেনরিজ জানতে চাইল, 'আপনি ওদের দিকে কখনো গেছেন ?'

'না, যাইনি,' সংক্ষিপ্ত জবাব লাসজলোর।

'আপনি, ড. লিন ?'

লিন জবাব দিলেন, 'আমিও যাইনি।'

ব্রেকেনরিজ বলল, 'গত পঁচিশ বছরে কোনো রোবোটিক্স মেন ও ধারে যায়নি ?'

ভুরু কুঁচকে লাসজলো বলল, 'রোবোটিক্স নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তারা কোনো কনফারেন্স করেনি। এবং আমাদের কনফারেন্সেও তারা কখনো যোগ দিয়েছে বলে মনে পড়ছে না।'

'তাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ?' প্রশ্ন করল ব্রেকেনরিজ।

'অবশ্যই,' জবাব দিলেন লিন।

ব্রেকেনরিজ বলল, 'আমাদের আয়োজন করা অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক সভায় যোগদানে তারা অসম্মতি জানিয়েছে কখনো ?'

'জানি না ঠিক,' মেঝেতে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে লাসজলো।

'অমন কোনো কথা শুনিনি। আপনি শুনেছেন, চিফ ?'

'না,' বলল লিন।

ব্রেকেনরিজ বলল ," এমনকি হতে পারে না ওদেরকে ফিরতি অনুষ্ঠানের দাওয়াত দিতে হবে বলে তারা আমাদের কোনো সভায় যোগ দেয়নি ? কিংবা ওরা ভয় পেয়েছে ভেবে ওদের কোনো লোক বেশি কথা বলে ফেলতে পারে ?'

এমনটি ঘটাই স্বাভাবিক, ভাবছেন লিন। অসহায় বোধ করছেন তিনি। সিকিউরিটি অফিসারের গল্পটা সত্যি হতে পারে এই বোধ তাঁকে ভীত করে তুলছে।

ব্যাপারটা হলো ওরা দশটি হিউম্যানয়েড নাকি ঢুকিয়ে দিয়েছে আমেরিকায় দশ হিউম্যানয়েড এক এক করে এসেছে। শেষেরটির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগমন ঘটেছে হপ্তা তিনেক আগে। শিগগিরই এদের একত্রে মিলিত হবার কথা। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে ভয়ংকর টিসি বোমার অংশ। একত্র হবার পরে তারা তৈরি করে ফেলতে পারবে মহা বিধ্বংসী টিসি বোমা বা টোটাল কনভারসন। টোটাল কনভারসনের হিউম্যানয়েড, আলাদা থাকা অবস্থায় ক্ষতিকর কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু একত্রিত হতে পারলেই—ওফ, ভাবা যায় না !

লিন চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমাদের হাতে' সময় বেশি নেই। যত দ্রুত সম্ভব হিউম্যানয়েডগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ব্রেকেনরিজ। 'ঠিক বলেছেন, স্যার। আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন বলে ভরসা পাচ্ছি। আমি এসেছি আপনাকে ওয়াশিংটনের কনফারেন্সে নিয়ে যেতে।'

'ঠিক আছে, চলো।' বললেন লিন।

মিটিঙের স্থান ধার্য করা হয়েছে ওয়াশিংটনের কাছে একটি দুর্গের জল কুঠুরিতে। মিটিঙে উপস্থিত আছেন মোট পাঁচজন। লিন এবং ব্রেকেনরিজ ছাড়া অন্য তিনজন হলেন ফার্স্ট প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেক্রেটারি অব সায়েন্স এবং সেক্রেটারি অব সিকিউরিটি।

প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট জেফ্রিজ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। মাথা ভরা সাদা চুল। দেখলেই মনে হয় ঘাগু রাজনীতিবিদ। তীক্ষ্ণ গলায় তিনি শুরু করলেন, 'আমাদের সামনে তিনটি প্রশ্ন উপস্থিত। প্রথম, হিউম্যানয়েডগুলো কখন একত্রিত হচ্ছে ? দ্বিতীয়, তারা কোথায় একত্রিত হবে ? তৃতীয় একত্রিত হবার আগে তাদেরকে আমরা বাধা দেব কীভাবে ?'

সেক্রেটারি অব সায়েন্স অ্যামবারলি জেফ্রিজের কথায় সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। তিনি এ পদে যোগ দেয়ার আগে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিংঙের ডিন ছিলেন। রোগা-পাতলা, একহারা গড়ন তাঁর। তর্জনি দিয়ে টেবিলে ধীরে ধীরে বৃত্ত আঁকছেন তিনি।

'আমি শুনেছি,' বললেন অ্যামবারলি, 'সিকিউরিটি বলেছে হিউম্যানয়েডরা কমপক্ষে এক মাস আগে আমেরিকায় ঢুকে পড়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট জেফ্রিজ বললেন, 'আমাদের হাতে সময় খুবই কম। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ওরা ঘটনাটা ঘটানোর জন্যে বিশেষ একটি দিনের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওরা কোথায় আছে জানতে পারলে দ্রুত অ্যাকশনে নেমে পড়তে পারতাম আমরা। তবে আমার মনে হয় ওরা কোনো বিশেষ শহরকে টার্গেট করবে। আমাদের চারটে প্রধান মেট্রোপলিটন শহরের যে কোনো একটি ওদের টার্গেট হতে পারে। ওদের টার্গেট এরিয়ায় থাকতে পারে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ওয়াশিংটন অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে নিউইয়র্ক, আর শিল্প নগরী হিসেবে ডেট্রয়েট এবং পিটসবার্গ।'

সেক্রেটারি অব সিকিউরিটি বললেন, 'আমার মনে হয় হামলা হতে পারে নিউইয়র্কে। এ শহরের লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি।'

'ঠাণ্ডা মাথায় খুন', বিড়বিড় করলেন লিন।

'প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন, 'যেভাবেই হোক ওই দশ হিউম্যানয়েডকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রশ্ন হলো, কীভাবে ওদের খোঁজ মিলবে ?'

অ্যামবারলি কোনো মতে বললেন, 'দুশো কুড়ি মিলিয়ন মানুষের এ দেশে দশটি হিউম্যানয়েডকে খুঁজে বের করার চেয়ে খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা অনেক সহজ কাজ।

'কিন্তু আমি কোনো কথা শুনতে চাই না,' কড়া গলায় বললেন জেফ্রিজ। 'আমি চাই ওদের খুঁজে বের করে ধ্বংস করে ফেলা হোক।'

টেনশনের চোটে রাতে ঘুম হলো না লিনের। পরদিন সকালে আবার জেফ্রিজের সাথে মিটিঙে বসতে হলো তাঁকে। এবার সঙ্গে থাকল শুধু ব্রেকেনরিজ। বোঝাই যায় তরুণ এই সিকিউরিটি অফিসারের সরকারি মহলে বেশ প্রভাব আছে। সে একটা বুদ্ধি দিল—'জরুরি কনফারেন্স ডাকুন, স্যার। দেশের সমস্ত ভিভিআইপি বিজ্ঞানীদের কাছে জরুরি বার্তা পাঠান। বলুন দেশের চরম সঙ্কটকালে তাঁদের পরামর্শ একান্ত দরকার।'

পরামর্শটি মনে ধরল জেফ্রিজ এবং লিনের। বাছাই করা বিজ্ঞানীদের নামের তালিকা ব্রেকেনরিজের অনুরোধে তাকেই করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়া হলো : ব্রেকেনরিজ দৃঢ় গলায় বলল, 'আসুন একত্রিত হই : এবং ওদের খুঁজে বের করি।'

চিন্তাটা হঠাৎ করে মাথায় এল এলিয়াস লিনের। হিউম্যানয়েড সংক্রান্ত জটিলতা তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই রোবটরা অবিকল মানুষের মতো দেখতে। যে কোনো মানুষের রূপ ধরে তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। আচ্ছা, ওরা তো বিজ্ঞানীদের রূপও ধরতে পারে ? এদেশে একমাত্র বিজ্ঞানীরাই ওদের কনফারেন্সে আমন্ত্রিত হবার সুযোগ পান। তখন যদি বিশিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানীকে গুম করে হুবহু তাদের প্রতিকৃতি বা হিউম্যানয়েড আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে ?

ভাবতেই শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা জলের স্রোত নামতে লাগল লিনের। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো ব্রেকেনরিজের কথাটা মনে পড়ে গেল তাঁর। ব্রেকেনরিজ কী বলেছিল ? বলেছিল, 'আসুন, একত্রিত হই।'

মানে কী এ কথার ?

একা অফিসে বসে ছিলেন লিন, ভয়ংকর অশুভ চিন্তাটা মাথায় ঢুকতে চট করে বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে। সোজা ঢুকলেন ব্রেকেনরিজের কোয়ার্টারে। সে একা ছিল ঘরে। লিনকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ব্রেকেনরিজের।

'কোনো সমস্যা, স্যার ?'

লিন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'সব ঠিক আছে। তবে আমি বোধ হয় মার্শাল ল জারি করতে চলেছি।'

'মানে !'

'মানে সোজা। ডিভিশনের প্রধান হিসেবে প্রয়োজনে এ কাজ করার ক্ষমতা আমার রয়েছে।'

'কিন্তু ওয়াশিংটন এ কথা জানতে পারলে তো আপনি শেষ।'

'আমি এমনিতেও শেষ। আমার বিরুদ্ধে রোবোটিক্স গবেষণা কেন্দ্রের সিকিউরিটি ফাঁস হয়ে যাবার অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি পরিণত হয়েছি আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় খলনায়কে। কারণ আমিই ওদের প্রতিযোগিতায় জিতিয়ে দিয়েছি বলে অনেকের ধারণা। আমার হারাবার আর কিছু নেই। বরং পাবার কিছু সম্ভাবনা রয়েছে।'

www.BanglaBook.org

হঠাৎ উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন তিনি। 'ডিভিশন অব রোবোটিক্স টার্গেট হিসেবে কেমন, ব্রেকেনরিজ ? একটি টিসি বোমা এক মাইক্রো সেকেন্ডে তিনশো বর্গমাইল এলাকা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এর সাথে মারা পড়বেন আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ পাঁচশো বিজ্ঞানী। আমরা তখন এক অদ্ভুত অবস্থার মাঝে পড়ে যাব। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তখন আর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

'কিন্তু এ অসম্ভব। আমার কথা বুঝতে পারছেন, স্যার ? হিউম্যানয়েডরা আমাদের সিকিউরিটি ডিঙিয়ে কীভাবে ভেতরে প্রবেশ করবে ? তারা কীভাবে একত্রিত হবে ?'

'কিন্তু তারা একত্রিত হতে চলেছে। একাজে আমরাই তাদেরকে সাহায্য করছি। আমাদের বিজ্ঞানীরা ওধারে সফর করেন, ব্রেকেনরিজ। নিয়মিত ওদিকে যান। ওখানে আমাদের দশজন বিজ্ঞানী এখনো রয়ে গেছেন। আমার ধারণা, তাদের ছদ্মবেশ নিয়ে দশজন হিউম্যানয়েড চেইনে চলে আসছে।'

'ধারণাটা হাস্যকর।'

'মোটেই হাস্যকর নয়। হিউম্যানয়েডদের কথা তুমিই প্রথম উত্থাপন করেছ। কনফারেন্স করার পরামর্শও তোমার। এবং নিজে সেধে বিজ্ঞানীদের তালিকা বানিয়েছ। তুমি খুব ভালো করেই জান কজন বিজ্ঞানী আসছেন কনফারেন্সে। দশজন হিউম্যানয়েডকে ওই বিজ্ঞানীদের কাতারে ঢুকিয়ে দেয়ার বুদ্ধিটাও নিশ্চয়ই তোমার ?'

'ড. লিন !' গর্জে উঠল ব্রেকেনরিজ। ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। লিন বললেন, 'নোড়ো না। আমার হাতের যন্ত্রটার নাম ব্লাস্টার। মাইক্রো সেকেন্ডে তোমাকে উড়িয়ে দিতে পারে এ জিনিস। বিজ্ঞানীদের আসার অপেক্ষায় থাকব আমরা। প্রত্যেককে এক এক করে এক্স-রে করা হবে। তাদের রেডিও অ্যাকটিভিটির জন্যে মনিটর করা হবে। চেকিং ছাড়া দুজনকে এক সাথে কথা বলতে দেয়া যাবে না। পাঁচশো বিজ্ঞানীর সবাই পরীক্ষায় পাস করতে পারলে বুঝব আমার ধারণা ভুল। তখন ব্লাস্টার তোমার হাতে তুলে দিয়ে সারেন্ডার করব। তবে আমার বিশ্বাস, আমরা দশ হিউম্যানয়েডকে খুঁজে পাব। বসো, ব্রোকেনরিজ।'

দুজনেই আসন গ্রহণ করলেন।

www.BanglaBook.org

লিন বললেন, 'আমরা অপেক্ষা করব। আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে লাসজলো তোমাকে পাহারা দেবে। তবে আমরা অপেক্ষা করব।'

বুয়েনস আয়ার্স-এর ইনস্টিটিউট অব হায়ার স্টাডিজ-এর প্রফেসর ম্যানুয়েলো জিমিনেজ কনফারেন্সে যোগ দিতে স্ট্রাটোসফেরিক জেটে চড়ে আসছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্লেন বিস্ফোরিত হলো আমাজন ভ্যালির তিন মাইল ওপরে। বিস্ফোরণে প্লেন এবং প্রফেসর ধ্বংস হয়ে গেছেন।

এম আইটির ড. হেরম্যান লিবোউটজ বিস্ফোরিত হলেন একটি মনো রেলে। সেই সঙ্গে মারা গেল কুড়িজন মানুষ, আহত শতাধিক।

একই দশা হলো মন্ট্রিয়েলের ড. অগাস্ট মরিনসহ আরো সাতজন বিজ্ঞানীর। চেইনে আসার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা গেলেন প্রত্যেকে।

ম্লান চেহারা নিয়ে, বিড়বিড় করতে করতে ভেতরে ঢুকল লাসজলো। দুর্ঘটনার খবর জানাতে হবে লিনকে। লিন তখন ব্লাস্টার হাতে পাহারা দিচ্ছেন ব্রেকেনরিজকে। লাসজলো বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ড.। ওরা সবাই হিউম্যানয়েড ছিল।' ঘৃণা ভরে তাকাল সে ব্রেকেনরিজের দিকে। 'ও সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে। তাই হিউম্যানয়েডরা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। কাউকে আর পরীক্ষা করার উপায় রইল না।'

'কী !' বলে লিন ব্লাস্টার ফায়ার করলেন। সাথে সাথে সিকিউরিটি অফিসারের ঘাড়ের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুণ্ডু। দড়াম করে ধড়টা পড়ে গেল মেঝেয়।

'বিশ্বাসঘাতক !' বিড়বিড় করলেন লিন লাশটার দিকে তাকিয়ে।

লাসজলো হা করে তাকিয়ে রইল, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

লিন বললেন, 'কোনো সন্দেহ নেই ও-ই ওদেরকে সাবধান করে দিয়েছে। কিন্তু এখানে বসে কাজটা করল কীভাবে সে ? ব্রেকেনরিজ মস্কোতে ছিল। ব্রেকেনরিজ এখনো ওখানে রয়ে গেছে। ওহ্, মাই গড। ওরা এগারোজন !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাসজলো ঢোক গিলে বলল, 'ও বিস্ফোরিত হলো না কেন ?'

'আমার ধারণা, ও সে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ও নিশ্চিত হতে চাইছিল আর সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে নিজেকে বিস্ফোরিত করার আগেই ওকে আমি গুলি করি।'

বলার সময় গলার স্বর কেঁপে উঠল লাসজলোর। 'তবু ভালো একজনকে পাওয়া গেল পরীক্ষা করার জন্যে।'

সে মুণ্ডুহীন ধড়ে আঙুল ছোঁয়াল। ওখান থেকে তরল পদার্থ বেরুচ্ছে।

তবে রক্ত নয়, উঁচু মানের মেশিন অয়েল।

অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মধ্যযুগের মতো ফায়ার প্লেস আছে কো-অর্ডিনেটরের প্রাইভেট স্টাডিতে। যদিও মধ্যযুগের মানুষ দেখলে চিনতে পারবে না , কেননা ওটার কাজ যেমন হওয়া উচিত তেমন নয়। শহরের বাড়িঘরে যে এনার্জি বিম ব্যবহার হয়, সেই একই বিমের সাহায্যে জ্বলে ওটার ভেতরের লগ। আগুন বের হয় স্বচ্ছ কোয়ার্টজের পিছনের ইন্সুলেটেড ফোকর থেকে। ভেতরের ছাই সরিয়ে নতুন লগ বোঝাইয়ের কাজ করে একই সুইচ।

ভেতরে যখন আগুন জ্বলে , কোনো শব্দ হয় না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। স্টাডিতে দু'জন রয়েছে এ মুহূর্তে। কো-অর্ডিনেটর স্বয়ং এবং ইউ. এস রোবটসের ড. সুজান ক্যালভিন।

'তোমাকে কথাটা কী করে বলি ভেবে পাচ্ছি না,' কো-অর্ডিনেটর স্টিফেন বলল।

'কোনো সমস্যার কথা তো ?' সুজান বলল।

'হ্যাঁ। ওয়ার্ল্ড স্টিল রিপোর্ট করেছে, বিশ হাজার লং টন অতিরিক্ত উৎপাদন করেছে ওরা। অথচ আলমাডেন মার্কারি মাইনে উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। টিয়েনস্টিনের হাইড্রোপোনিক প্ল্যান্টেও লোকজন বসে আছে। ওদিকে মেক্সিকান ক্যানাল সিডিউলের দু'মাস পিছনে পড়ে গেছে।'

'ব্যাপারগুলো কি খুব গুরুত্বপূর্ণ ?'

মাথা নাড়ল কো-অর্ডিনেটর। 'না। সমস্যা হচ্ছে মেশিনগুলো নিয়ে। এ ব্যাপারে আমি তোমাদের রিসার্চ ডিরেক্টরের সাথে কথা বলেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভিনসেন্ট সিলভার ?' সুজান বলল, 'কই, সে তো কিছু বলেনি !'

'আমিই কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলাম। সে যাক, মেশিনের কথা বলি আগে। কারণ পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখ রোবট সম্পর্কে।'

'কী সমস্যা ওগুলোর ?'

'ঠিক মতো কাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না। সাপ্লাই ও ডিম্যান্ড পুরো করতে পারছি না আমরা। এটা খুব সম্ভব চূড়ান্ত যুদ্ধের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হয়ে উঠতে যাচ্ছে।'

'হুঁম ! বলে যাও।'

নড়েচড়ে বসল স্টিফেন বেয়ারলি। চশমার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকাল রোবসাইকোলজিস্টের দিকে। 'মানব সভ্যতার প্রতিটা পর্যায়ের কথা ভেবে দেখ, নিজেদের সৃষ্টি অনেক সমস্যার সাথে লড়াই করে আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে মানুষ। তাই বলে লড়াই কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি। সময়ের ব্যবধানে আপনা থেকে দূর হয়ে গেছে তা। তারপর এসেছে নতুন নতুন সমস্যা। মানুষ সে সবও অতিক্রম করে এসেছে। তবে এক সমস্যা মৃত্যুর আগে অন্য সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বব্যাপী রোবট ইকোনমিও সমস্যা ডেকে আনতে পারে বলে মেশিন তৈরি করেছি আমরা। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি স্থিতিশীল আছে, এবং থাকবেও। কেননা ক্যালকুলেটিং মেশিনের হিসেব এবং রোবটিক্সের প্রথম বিধানের কর্মশক্তি বলে চলছি আমরা। এর ফলে নতুন করে আর কোনো যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা নেই। যদি না...'

'যদি না ?' বলল সুজান।

'যদি না মেশিন নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে। ক্যালকুলেটিং মেশিন হিসেবে বড় ধরনের ভুল করে না বসে।'

'এই জন্যেই তখন বাড়তি উৎপাদন আর ঘাটতি উৎপাদনের প্রসঙ্গ তুলেছিলে তুমি ?' বলল সুজান ক্যালভিন।

হাসল কো-অর্ডিনেটর। 'ঠিক ধরেছ। এরকম ভুল হওয়া উচিত নয়। ড. সিলভারের মতে 'হতে পারে না'।

www.BanglaBook.org

'তাকে বলেছিলে লোক পাঠিয়ে সমস্যা কোথায়, চেক করে দেখতে ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে বলেছে তার পক্ষে ও কাজ সম্ভব নয়। কোনো মানুষের পক্ষেই নাকি সম্ভব নয়। কারণ ওগুলোর পজিট্রনিক ব্রেন তৈরি করতে ম্যাথমেটিশিয়ানদের একেকটি টিমের বহু বছর লেগেছে। অবিশ্বাস্য রকম জটিল ব্রেন ওগুলো। তাছাড়া দিনে দিনে অনেক উন্নতও হয়েছে সে সব।'

'তা বটে। ভাগ্য ভালো আমি ম্যাথমেটিশিয়ান নই।'

'এর সমাধান জানতে একটা মেশিনকেই প্রশ্ন করেছিলাম আমি,' স্টিফেন বলল। 'উৎপাদন কম-বেশি হচ্ছে কেন, তার ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম।'

'তারপর ? কী উত্তর দিল ওটা ?'

'বলেছে, 'এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।'

'ভিনসেন্ট কীভাবে দেখছে ব্যাপারটাকে ?'

'দুটো বিষয় বিবেচনায় এনেছে সে,' বলল কো-অর্ডিনেটর। 'প্রথমটা হলো, হয় সে আসল উত্তর দেয়ার মতো পর্যাপ্ত ডাটা মেশিনকে দেয়নি। সে ভুলেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক। অথবা, সঠিক উত্তর দিলে কোনো মানুষের ক্ষতি হতে পারে বলে মেশিন সত্যি জবাবটা ইচ্ছে করেই দেয়নি। রোবটিক্সের প্রথম বিধানের আওতায় পড়ে এটা। ভিনসেন্টের বিশ্বাস, প্রথমটা নয়, পরেরটাই সত্যি। তাই আমাকে তোমার সাথে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছে সে।'

ক্লান্ত দেখাল সুজানকে। 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, স্টিফেন। এ ব্যাপারে তোমাকে কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না।'

'এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা থিওরি আছে,' স্টিফেন বলল। 'সেটা শুনলে তুমি হয়ত বুঝতে পারবে রোবসাইকোলজির আলোকে তা সত্যি হতে পারে কি না।'

'অবশ্যই, বলে যাও।'

'মেশিন যেহেতু বারবার একই রকম ভুল জবাব দিচ্ছে, সেহেতু আমি ধরে নিচ্ছি ওরা সত্যিই বলছে, ভুল নয়। আসলে ওদেরকে ভুল ডাটা দেয়া হচ্ছে, ভুল বলানোর জন্যে। মানুষ এ সমস্যার সৃষ্টি করছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোবট নয়। এই জন্যে কদিন আগে প্ল্যানেটারি ইন্সপেকশন ট্যুরে গিয়েছিলাম আমি। এর দরকার ছিল। ওখানে চারটা মেশিন আছে, চার প্ল্যানেটারি রিজিয়নের দায়িত্বে। সেগুলোও ভুল উত্তর দিচ্ছে দেখে এলাম।'

'ওই চারটার আলাদা আলাদা ইন্টারভিউ নিয়েছি আমি, এখানে তার রেকর্ড আছে। ওগুলো দেখবে একবার ? আমি সাহায্য করব তোমাকে। ভালো কথা, 'সোসাইটি ফর হিউম্যানিটি' নামে কোনো সংগঠনের নাম শুনেছ কখনো ?'

মাথা দোলাল সুজান ক্যালভিন। 'হ্যাঁ। অ্যান্টি-মেশিন সংগঠন।'

'হ্যাঁ। এবার শুরু করা যাক, কী বল ?'

'বেশ।'

'স্টিফেনের পড়া শেষ হতে নীরবতা নেমে এল ঘরে। কোয়ার্টজের পিছনে স্তিমিত হয়ে এসেছে আগুন। নিভে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।

'এরা সবাই একই কথা বলছে,' স্টিফেন বলে উঠল। 'ভিনসেন্ট বলেছে, মেশিন নিজে থেকে কিছু করতে পারে না। কথাটা বিশ্বাস করি আমি। হিরাম ম্যাকেনজি বলেছে, মেশিনে ভুয়া ডাটা ফিড করানো সম্ভব নয়, এটাও আমি বিশ্বাস করি। অথচ তবু মেশিন ভুল করছে, যে কারণেই হোক। একে শোধরানোর একটাই উপায় আছে এখন।'

'কী ?' সুজান ক্যালভিন বলল।

'সত্যি ডাটাই ফিড করা হয় মেশিনে, ওগুলোও সঠিক উত্তর দেয়। কিন্তু সে সম্পর্কে পাত্তা দেয়া হয় না, অবহেলা করা হয়। সমস্যা হচ্ছে মেশিনকে হুকুম পালনে বাধ্য করার উপায় নেই।'

'মেশিনকে অবাধ্য করে কার কী লাভ ?' প্রশ্ন করল সুজান।

'এটা অনেকটা ইচ্ছেকৃতভাবে নৌকায় দোল দেয়ার মতো ব্যাপার,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল কো-অর্ডিনেটর। 'তাতে নৌকার যেমন কোনো ক্ষতি হয় না, মানবজাতিরও ক্ষতি হয় না কোনো। অবশ্য যতক্ষণ মেশিন গোটা বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করবে, ততক্ষণ। কিন্তু একবার যদি মেশিনের ওপর থেকে মানুষের আস্থা টলিয়ে দেয়া যায়, তাহলে

www.BanglaBook.org

পৃথিবীতে আবার জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হবে। চার রিজিয়নের কোনোটাকেই এই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না।

'পুব রিজিয়নে থাকে পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক। ট্রপিকে আছে সম্পদের অর্ধেক। এদের যে কোনো একটা নিজেকে বিশ্বের শাসক ভেবে বসতে পারে। দুটোরই উত্তরের কাছে অপদস্থ হওয়ার ইতিহাস আছে। এর জন্যে মানুষ প্রতিশোধ নিতে উৎসাহী হয়ে উঠতেও পারে। অন্যদিকে সব ক্ষেত্রে উন্নত বলে ইয়োরোপের আলাদা অহংকার আছে। এক সময় ইয়োরোপই পৃথিবী শাসন করেছে। হারানো সেই গৌরব ফিরে পেতে ওরাও এই হীন চক্রান্ত করে থাকতে পারে।'

'আবার অন্যদিকে এসব বিশ্বাস করাও কঠিন। পুব আর ট্রপিকের লোকসংখ্যা আর সম্পদ দিনে দিনে বাড়ছে। শনৈ শনৈ উন্নতি ঘটছে। সামরিক অভিযানের পিছনে খরচ করার মতো বাড়তি এনার্জি কোথায় পাবে ওই দুই রিজিয়ান ? ইয়োরোপের তো এখন অতীত স্মৃতি ছাড়া কিছুই নেই। শূন্য হাঁড়ি।'

'নর্থ রিজিয়ন সম্পর্কে কিছু বলনি তুমি এখনো,' সুজান মন্তব্য করল।

'হ্যাঁ। নর্থ হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী। গত এক শতাব্দী থেকে তাই আছে। তার অংশীদাররাও। কিন্তু এখন সে ক্ষমতা ক্রমে কমে আসতে শুরু করেছে। ট্রপিক রিজিয়ন তার জায়গা দখল করে বসতে পারে। উত্তর রিজিয়নও সেই ভয়টাই করছে।'

'দ্য সোসাইটি ফর হিউম্যানিটি হচ্ছে উত্তরের সংগঠন। সংখ্যায় কম হলেও ওরা মেশিন বিরোধী। সংগঠনের প্রতিটা সদস্য প্রচুর ক্ষমতাবান। ফ্যাক্টরি প্রধান, শিল্পকারখানা বা কৃষি খামারের ডিরেক্টর, এসব গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। "মেশিনের অফিস বয়", হতে তাদের ঘোর আপত্তি আছে। তারা মনে করে নিজেদের ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত তারাই নিতে সক্ষম। কেউ যে বলে দেবে, সেটাও তাদের সহ্য হয় না।

'মোট কথা তারা এমন চরিত্রের, যারা মেশিনের কোনো ধরনের সিদ্ধান্তই মেনে নিতে রাজি নয়। তাতে যদি পৃথিবী উল্টে যায়, তাও সই। ওই সোসাইটির সদস্যরা প্রত্যেকে একইরকম মনোভাব পোষণ করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সুজান, ব্যাপারগুলো এক করে বিচার করলেই বুঝবে তুমি; ওয়ার্ল্ড স্টিলের পাঁচজন ডিরেক্টর এই সোসাইটির সদস্য। ওই প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত উৎপাদন করছে। আমালডেনের কনসোলিডেটেড কিনাবার কোম্পানি মার্কারি মাইনিং করে। উত্তর রিজিয়নের কনসার্ন ওটা।

'সেটারও একজন এর সদস্য। ফ্রান্সিসকো ডিলাফ্রাঙ্কা নামে একজন মেক্সিকান ক্যানাল প্রজেক্ট দুমাসের জন্যে পিছিয়ে দিয়েছে। একাই। সে-ও এর সদস্য। আরেকজন, রামা ভ্রাসায়ানা। এই লোকও তাই, খোঁজ নিয়ে জেনেছি আমি।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওরা প্রত্যেকে ক্ষতি করছে?' প্রশ্ন করল সুজান।

'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বলল কো-অর্ডিনেটর। 'মেশিনের অ্যানালিসিস অনুযায়ী কাজ না করার অর্থই অবাধ্যতা। ফলে ক্ষতি তো অবশ্যই হবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় এতে। এই ক্ষতি বর্তমানের। তবে ভবিষ্যতে এর যে ব্যাপক প্রভাব...'

'এ ব্যাপারে তুমি কী করতে চাইছ?'

'এখন সময় নষ্ট করার একদম উপায় নেই। আমি সোসাইটিকে বেআইনি ঘোষণা করতে যাচ্ছি। সেই সাথে তার যে সমস্ত সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, তাদেরকেও বের করে দেব। এক্সিকিউটিভ, টেকনিক্যাল, প্রত্যেককে। তাদের জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ করা হবে। ওই সোসাইটির সদস্য নয় বলে মুচলেকা দিতে হবে তাদেরকে। এর ফলে বেসিক সিভিল রাইট রহিত করতে হবে, তবে আমার বিশ্বাস কংগ্রেস...'

'তাতে কাজ হবে না!' বলল সুজান।

'কী! কেন হবে না?'

'তুমি যদি এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে চাও, তাহলে পদে পদে সদস্যায় পড়বে। কোনো মতেই সফল হতে পারবে না তুমি বরং সব লেজে-গোবরে করে ছাড়বে।'

চরম বিস্মিত হলো স্টিকেন। 'একথা কেন বলছ তুমি? আমি আরো আশা করছিলাম তোমার সমর্থন পাব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নাড়ল সুজান। 'তুমি ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এগোলে কী করে সমর্থন জানাই ? নিজেই বলছ মেশিন কখনো ভুল করতে পারে না। কখনো ভুল ডাটা ফিড করা যায় না মেশিনকে। আমি তোমাকে দেখাতে পারি ওরা নির্দেশ অমান্য করতেও পারে না। কাজেই সোসাইটি মেশিনকে অবাধ্য করে তুলছে, তোমার এই অভিযোগও ধোপে টেকে না।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝলাম না।'

'শোনো তাহলে। মেশিনের নির্দেশেই নির্বাহী কর্মকর্তা চলে। তার কোনো নির্দেশ যদি সে অমান্য করে, সেটা তৎক্ষণাৎ সেই মেশিনের ডাটার অংশ হয়ে ওঠে পরবর্তী সমস্যা হিসেবে। ফলে মেশিন বুঝে ফেলে নির্বাহীর কোনো ধরনের নির্দেশ মেনে চলা পছন্দ নয়। উত্তর সাজিয়ে নেয় অনুকূলে।'

'কী করে নিশ্চিত হলে তুমি ? নাকি আন্দাজে বলছ ?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধা। 'না, আন্দাজে নয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বলতে গেলে গোটা জীবনটাই রোবটের সাথেই কাটালাম। ওদের সম্পর্কে তাই ভালো জানি আমি।'

'তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা ? বলছ, মেশিন ঠিক মতোই কাজ করে। ওদের কাজের যে ক্ষেত্র, সেখানেও কোনো সমস্যা নেই। সবকিছু ঠিক আছে। আবার তুমিই এখন বলছ মেশিন অবাধ্য হতে জানে না। তাহলে সমস্যাটা কোথায় ?'

'নিজের প্রশ্নের জবাব তো তুমি নিজেই দিয়ে ফেলেছ,' সুজান ক্যালভিন বলল। 'কোথাও সমস্যা নেই। মেশিনের কথা চিন্তা করো, স্টিফেন। ওরা রোবট। প্রথম ওরা অবশ্যই মেনে চলবে। চলতে বাধ্য। কিন্তু ওরা শুধু একজন মানুষের জন্যে কাজ করে না, করে গোটা মানব জাতির জন্যে। সেখানেই রোবটিক্সের প্রথম বিধানের প্রশ্ন আসে। সেটার সার কথা হচ্ছে, কোনো রোবট মানব জাতির ক্ষতি হতে দিতে পারে না। তাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'এবার ভাবো, মানব জাতির ক্ষতি হয় কিসে ? মূলত অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে। ঠিক ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা বিয়ার পান করল আর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলিত মানুষের মতো অতীতের স্মৃতিচারণ করতে লাগল। তাদের মনে পড়ে সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা। অতিরঞ্জিতভাবে ওরা স্মরণ করতে লাগল সার্জেন্ট আর মেয়েদের কথা। পিছনের দিকে দৃষ্টি দিলে ভয়ানক জিনিসগুলো হাস্যকর মনে হয়, আর দশ বছরের অতিতুচ্ছ বিষয়গুলো বের হয়ে আসে।

অবশ্য, এর সাথে বহু বছরের রহস্যও থাকে।

'তুমি এটাকে কীভাবে দেখ ?' প্রথমজন জানতে চাইল, 'কে এটা শুরু করেছিল ?'

দ্বিতীয়জন কাঁধ ঝাঁকাল, 'কেউ শুরু করেনি। সবাই করত, অনেকটা একটা অসুখের মতো। আমার মনে হয়, তুমিও।'

প্রথমজন মুচকি হাসল।

তৃতীয়জন নরম গলায় বলল, 'আমি এর মধ্যে মজার কিছু দেখছি না। হয়ত বা আমিই প্রথম এর ভেতর দিয়ে গিয়েছি–এ কারণে ; যখন উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ চলছিল।'

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি ?'

'ওরানের তীরে প্রথম রাত। আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম স্থানীয়দের জন্য তৈরি কুঁড়েঘরে আর আমি এটা দেখেছি উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে–'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জর্জ ছিল ভীষণ খুশি। লাল ফিতের দুই বছর আর এখন অবশেষে সে অতীতে ফিরে এসেছে। এবার সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদাতিক সৈন্যদের সমাজজীবন সম্পর্কে তার কাগজগুলো প্রকৃত ব্যাখ্যাসহ শেষ করতে পারবে।

তিরিশ শতকের যুদ্ধহীন, নিষ্প্রাণ সমাজ ছেড়ে, সে নিজেকে খুঁজে পেল বিংশ শতাব্দীর টানটান, সর্বোচ্চ নাটকীয়, চমৎকার মুহূর্তের মাঝে।

উত্তর আফ্রিকা ! যুদ্ধের প্রথম বড় ধরনের সামুদ্রিক-যুদ্ধের স্থান ! পার্থিব পদার্থবিদরা কীভাবে এ এলাকা পরীক্ষা করে সঠিক জায়গা আর সময় নির্বাচন করেছে। এটা ছিল কাঠের তৈরি একটা শূন্য বাড়ির ছায়া। কোনো মানুষই জানা সময়ের জন্য সামনে এগুত না। কোনো বিস্ফোরণই সে সময় এর তেমন কোনো ক্ষতি করেনি। সেখানে থেকে, জর্জ ইতিহাসের কোনো ক্ষতি করেনি। সে ছিল পার্থিব পদার্থবিদদের আদর্শ, "প্রকৃত পর্যবেক্ষক।"

সে যতটা ভেবেছিল এটা ছিল তার চেয়েও ভয়াবহ। কামানের অবিরাম গর্জন, মাথার উপর বিমানের অদৃশ্য ক্রুদ্ধ শব্দ। ধোঁয়া নির্গতকারী বুলেটের পর্যায়ক্রমিক সারি আকাশকে বিদীর্ণ করেছে আর মাঝে মাঝে ভয়ংকরভাবে প্রজ্বলিত আগুনের টুকরো ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়েছে।

আর সে ছিল এখানে। সে, জর্জ, ছিল যুদ্ধের একটা অংশ, তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন জীবন যা তিরিশ শতকের শান্ত ও ঠাণ্ডা জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তার অংশ।

সে কল্পনা করে সে যেন দেখতে পাচ্ছে অগ্রসরমান সৈন্যের সারি, শুনতে পাচ্ছে একজনের সাথে আরেকজনের অসতর্ক ফিসফিসানি। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল সে সত্যিকারভাবে তাদের একজন হবে, কেবল প্রকৃত পর্যবেক্ষকরূপী ক্ষণস্থায়ী অনধিকার প্রবেশকারী হিসেবে নয়।

সে তার নোট নেয়া থামাল এবং তার নকশা খোদাইকারী কলমের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, এর ক্ষুদ্র আলো কিছু সময়ের জন্য তাকে সম্মোহিত করেছে। তার মাথায় এক নতুন চিন্তা এল এবং সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঠটার দিকে তাকাল যাতে সে হেলান দিয়েছিল। ইতিহাসের এ মুহূর্তটুকু ভুলে যেতে দেয়া যায় না। নিশ্চিতভাবেই এটা কোনো কিছুর ক্ষতি করবে না। সে পুরনো ইংরেজি উপভাষা ব্যবহার করল এবং এতে কোনো সন্দেহ থাকল না।

সে ওটা করল খুব দ্রুত তারপর একজন সৈন্যকে বুলেটের বিস্ফোরণ এড়িয়ে কাঠামোটির দিকে মরিয়াভাবে দৌড়ে আসতে দেখল। জর্জ জানত তার সময় শেষ এবং তারপরই সে নিজেকে তিরিশ শতকে খুঁজে পেল।

এটা কোনো ব্যাপারই নয়। কতগুলো মিনিট সে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংশ। একটা ক্ষুদ্র অংশ কিন্তু অংশ। এবং অন্যরা এটা জানবে। তাদেব জানা উচিত নয় যে তাবা জানত, কিন্তু কেউ না কেউ তার কাছে এ মেসেজেব পুনরাবৃত্তি করবে।

কেউ, হয়ত বা সেই মানুষটি যে আশ্রয়েব জন্য ছুটছিল, এটা পড়বে এবং জানবে বিংশ শতাব্দীর অন্য সব নায়কদের সাথে ছিল "প্রকৃত পর্যবেক্ষক", তিরিশ শতকের মানুষ, জর্জ কিলরয়। সে ছিল সেখানে।

অনুবাদ : আহসান হোসেন রবিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য রেড কুইনস রেস

তোমাদের জন্য একটা ধাঁধা দিয়ে গল্পটা শুরু করি : ধাঁধাটি হচ্ছে গ্রিক ভাষায় কেমিস্ট্রি টেক্সটবুক অনুবাদ করা কি আসলেই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে ?

অথবা অন্যভাবে বলা যায় কেউ যদি একটি অবৈধ এক্সপেরিমেন্ট চালাতে গিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় এটমিক পাওয়ার প্লান্ট ধ্বংস করে ফেলে তাহলে সে কি একজন ক্রিমিনাল হিসেবে স্বীকৃত হবে না ? ধাঁধা দুটির কথা কেন উল্লেখ করা হলো তা পরবর্তীতে বলা হবে।

যাই হোক আমি শুরু করছি এটমিক পাওয়ার প্লান্ট ধ্বংসের প্রসঙ্গ দিয়ে, হ্যাঁ আমি ঠিকই বলেছি 'ধ্বংস' ফিশনেবল পাওয়ার সোর্সটা ঠিক কত বড় ছিল তা আমি জানি না কিন্তু এটা জানি যে মাত্র দুই মাইক্রোসেকেন্ডের মাথায় পাওয়ার প্লান্টটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল।

কোনো বিস্ফোরণ বা অতিরিক্ত গামা রশ্মির রেডিয়েশন ঘটেনি। কেবলমাত্র সম্পূর্ণ স্ট্রাকচারের মুভিং পার্টগুলো গলে গলে পড়ছিল। পুরো বিল্ডিংটি মৃদু উত্তপ্ত হয়ে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে নতুন করে তৈরি করতে পাক্কা একশো মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল সকাল ৩টার দিকে আর তখন সেন্ট্রাল সোর্স চেম্বারে শুধুমাত্র একজনই উপস্থিত ছিল। সে হলো ড. এলমান টাইউড। ঘটনার দিন তদন্তের পর কী জানা গেছে তা এক নজরে দেখে নেয়া যাক।

১। এলমার টাইউড– পিএইচ.ডি ; এসসি.ডি. এক সময়ের অরিজিনাল ম্যানহ্যাটন প্রজেক্টের তরুণ বিজ্ঞানী আর বর্তমানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ফুল প্রফেসর। খুবই সম্মানী ব্যক্তি আর তার মেধা অসাধারণ। কিন্তু কেন যে বিস্ফোরণের সময় ওইখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার সেফে অবশ্য একটা চাকাওয়ালা টেবিল পাওয়া গেছে কিন্তু তার উপরের যন্ত্রপাতি গলে গিয়ে একটা বড় পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

২। এলমার টাইউড মৃত। টেবিলের পাশে তার দেহটি পড়ে আছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

রেডিয়েশন কিংবা বাইরের কোনো শক্তির কারণে তার মৃত্যু ঘটেনি। ডাক্তারের মতে স্ট্রোকই তার মৃত্যুর প্রধান কারণ।

৩। প্রথমেই যে ধাঁধার কথা বলেছি তার বিষয়বস্তু টাইউডের অফিসেই পাওয়া গেছে। আর তা হলো এপারেন্ট ম্যাথমেটিক্সের বিশটি ফুলস্কেপ শিট এবং অনুবাদ করা একটি কেমিস্ট্রি বই।

এতক্ষণ যে ঘটনাগুলোর কথা বলা হলো সেগুলো আসলে খুবই গোপনীয় এবং ভয়ংকর।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বিজ্ঞানমন্ত্রী এবং আরো দুই-তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ সাতাশজন মানুষ ছাড়া তদন্তের সময় পাওয়ার প্লান্টে আর কেউ উপস্থিত ছিল না। তাছাড়া ঘটনার দিন রাত্রে যারা পাওয়ার প্লান্টে উপস্থিত ছিল, যে পদার্থবিদ টাইউডের মৃতদেহ শনাক্ত করেছিল এবং মৃতদেহ যে ডাক্তার পরীক্ষা করেছিল তাদের সবাইকে আগেই গৃহবন্দি করা হয়েছে। কোনো সংবাদপত্র এই খবর পায়নি। এমনকি সরকারের ভেতরের লোকেরাও না। কংগ্রেসের কিছু সদস্য এর আভাস পেয়েছিল মাত্র।

অবশ্য গোপনীয়তা রক্ষা করার যথেষ্ট কারণ আছে। কোনো গ্রুপ বা দেশ যদি পঞ্চাশ থেকে একশো পাউন্ড প্লুটোনিয়ামের সমপরিমাণ শক্তি ব্যবহার করতে পারে তাহলে অতি সহজেই তারা আমেরিকার শিল্প আর প্রতিরক্ষাকে হাতের মুঠোই ভরতে পারবে। সুতরাং তখন একশো ষাট মিলিয়ন মানুষের জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে।

সংশ্লিষ্ট সবার মনে একই প্রশ্ন, ঘটনার জন্য কি টাইউড দায়ী ? না কি অন্য কেউ ? না কি অন্য কাউকে দিয়ে টাইউড কাজটি করিয়েছে ?

www.BanglaBook.org

এখন আমার সম্বন্ধে বলি। আমার কাজ হলো ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন উপায়ে টাইউড সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। আসলে সবাই জানে টাইউডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে এটি কিডন্যাপিং মার্ডার কিংবা এক্সিডেন্টের কোনো কেস। ঘটনাটি তদন্ত করার ভার আমার উপর দেয়া হয়েছে আর আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আসল ঘটনাটি বের করার জন্য।

আমি কিন্তু প্রথমে তদন্তের সাথে জড়িত ছিলাম না। তদন্তের সময় যে সাতাশ জন উপস্থিত ছিল আমি তাদের মধ্যেও ছিলাম না। যদিও আমার বস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তদন্তের ঘটনাটি সম্বন্ধে আমি খুবই কম জানি কিন্তু কাজ শুরু করার জন্য তাই যথেষ্ট।

জন কেইসার। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসর। টাইউড সম্বন্ধে জানার জন্য তার সাথে আলাপ করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে আমার প্রশ্নগুলো ঠিকঠাক করে তার অফিসে হাজির হলাম।

প্রফেসর কেইসারের নিজস্ব অফিক কক্ষ। রুমটি খুব একটা পরিষ্কার না যদিও প্রতিদিন সকালে একদল মহিলা রুমটি পরিষ্কার করে। প্রচুর বই এলোপাতাড়িভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেগুলো ডেস্কের কাছে আছে সেগুলো থেকে লেকচার তৈরি করা হয়। আর যেগুলো দূরে আছে সেগুলো সাধারণত ছাত্ররা ধার নেয় আবার পড়ার পর সেখানেই সাজিয়ে রেখে যায়। এছাড়া ডেস্কের উপরে প্রচুর প্রফেশনাল জার্নাল আর কাগজপত্র আছে। অনেক কাগজ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

কেইসার বয়স্ক ব্যক্তি। তিনি টাইউডের প্রজন্মের লোক। নাকটা লাল আর ইয়া বড়। মুখে একটা তামাকের পাইপ। চোখের চাহনিটা খুবই নিরীহ আর কোমল যেটা সাধারণত যারা একাডেমিক জব করে তাদের থাকে। আমার মনে হয় এর কারণ হলো হয় এইসব লোকদের এই ধরনের জব আকৃষ্ট করে না হয় এই ধরনের জব তাদেরকে এমন করে তোলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রফেসর টাইউড কী ধরনের কাজ করছিলেন ?'

'রিসার্চ ফিজিক্স ।'

'এটা সবাই জানে। আমি আরো বিস্তারিত জানতে চাই।' শান্তভাবে বললাম।

এরপর আমার দিকে মিটমিট করে চেয়ে বলল, 'তুমি যদি রিসার্চ ফিজিক্সের লোক না হও তাহলে এর সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তোমার কোনো লাভ নেই। আর এখন কি এর কোনো দরকার আছে ?'

'হয়ত নেই। কিন্তু রিসার্চের কারণে যদি তার বিপদ হয়ে থাকে। যদি সে ধনী না হয় আর তার রিসার্চের মোটিভ হয় টাকা তাহলে তার হারিয়ে যাওয়ার সাথে তার কাজের একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।' ঘাড় নাড়িয়ে বললাম।

কেইসার শুষ্কমুখে বলল, 'কলেজ শিক্ষকরা কখনো ধনী হয় না। কারণ আমরা পয়সার বিনিময়ে জ্ঞান বিতরণ করি না। আর আমার মনে হয় না যে তুমি টাইউডের ব্যাপারে কিছু করতে পারবে।'

আমি তার কথায় বিচলিত হলাম না, কারণ আমি জানি বাইরে থেকে দেখে অনেকেই আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে। আমি কলেজ জীবন শেষ করেছি 'খুব ভালো' ছেলের সার্টিফিকেট পেয়ে আর জীবনে কখনো ফুটবল খেলিনি কিন্তু আমাকে দেখলে ঠিক তার উল্টো মনে হয়।

আমি ধীরে ধীরে বললাম," আমরা তার রিসার্চ খুব ভালোভাবে তলিয়ে দেখেছি।"

" তারমানে তুমি বলতে চাও এই ঘটনার পিছনে আছে কোনো স্পাই বা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র !"কেইসারের মন্তব্য।

'অবশ্যই। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। সবচেয়ে বড় কথা সে একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।'

'কিন্তু আরো তো অনেক নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট আছে। আমি নিজেও তো তাই।'

'হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু সে সম্ভবত এমন কিছু জানত যা অন্য কেউ জানে না।' আমি বললাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে সাথে কেইসারের চোয়াল কঠিন হয়ে গেল ফাঁদে পড়লে দেখি প্রফেসররাও সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার জানা মতে টাইউডের গবেষণার বিষয়গুলো ছিল, "দ্য ইফেক্ট অব লিকুইড ডিসকোসিটি অন দ্য উইং অব রেলাই লাইন, হাইয়ার অরবিট ফিল্ড ইকুয়েশন এবং স্পিন অরবিট কাপলিং অব টু নিউক্লিয়াস।" কিন্তু কোয়াড্রুলোপ মোমেন্টস-এর উপর সে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমিও খুব ভালো জানি।'

'শেষ পর্যন্ত কি টাইউড কোয়াড্রুলোপ মোমেন্ট নিয়ে কাজ করছিল।' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে প্রায় নাক সিঁটকিয়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, মনে হয় অবশেষে তার এক্সপেরিমেন্ট সফল করতে পেরেছে। তার নিজস্ব একটা স্পেশাল থিওরির ম্যাথমেটিক্যাল কনসিকুয়েনস বের করার জন্য সে সারা জীবনই কাটিয়ে দিয়েছে।'

আমি একটা ফুলস্কেপ শিট তার সামনে দিয়ে বললাম, 'এটা দেখ।' শিটটি টাইউডের অফিস সেফে পাওয়া গিয়েছিল। এটা যদি একটা প্রফেসরের সেফে পাওয়া না যেত তাহলে হয়ত এটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না কারণ অনেক সময় মনের ভুলে টাইউড অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেফে ফেলে রাখত কারণ ড্রয়ারগুলো ভরতি থাকত পরীক্ষার খাতায়। আমরা সেফে বেশ কিছু জিনিসপত্র পেয়েছি যেগুলোর মধ্যে আছে অস্পষ্টভাবে লেবেল করা হলুদ ক্রিস্টাল-এর ডায়েল, ২য় বিশ্বযুদ্ধের কিছু মিমিওগ্রাফড বুকলেট, এক কপি কলেজ ইয়ারবুক যেটার উপরে লেখা আছে 'রেস্ট্রিকটেড।' এছাড়া আছে আমেরিকার ইলেকট্রিক রিসার্চ সম্পর্কিত দশ বছর আগেকার কিছু কাগজপত্র এবং গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা একটি কেমিস্ট্রি বই যার কথা আগেই বলা হয়েছে। ফুলস্কেপটা ওখানেই একটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। দেখতে ঠিক কলেজ ডিপ্লোমার মতো কিন্তু এর উপরে কোনো লেবেল বা ডেসক্রিপটিভ টাইটেল ছিল না। ঐ ফুলস্কেপের মধ্যে একটা শিট আমার কাছে আছে, অবশ্য কারো কাছেই একটার বেশি নেই। আমি নিশ্চিত যে শিটটি হারানোর সাথে সাথে আমার জীবনও হুমকির সম্মুখীন হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি শিটটা কেইসারের সামনে এগিয়ে দিয়ে এমন একটা ভাব দেখালাম যে আমি ওটা ক্যাম্পাসে কুড়িয়ে পেয়েছি। সে শিটটার দিকে তাকাল তারপর উল্টে পিছনের দিকটা দেখল যা ছিল খালি। জিনিসটা খুব ভালোভাবে দেখে কেইসার বলল,

'এটা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই।'

সে বলল বটে কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করলাম না। আমি আর কথা না বাড়িয়ে কাগজটা ভাঁজ করে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম।

এবার কেইসার খিটমিট করে উঠল, 'তোমরা সাধারণ মানুষ ভাব যে কোনো সাইন্টিস্ট একটা ইকুয়েশন দেখেই সাথে সাথে সব কিছু বুঝে ফেলবে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ম্যাথমেটিকসের নিজস্ব কোনো এক্সিটেন্স নেই। এটা এমন একটা আরবিট্রারি কোড যা দিয়ে তুমি কোনো ফিজিকাল অবজারভেশন বা ফিলসফিক্যাল কনসেপ্ট প্রকাশ করতে পার মাত্র। যে কেউই প্রয়োজনে তার নিজের মতো করে এটা ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে শুধুমাত্র একটা সিম্বল দেখে কেউ বলতে পারবে না এর মানে কী। এ পর্যন্ত সাইন্সে সবগুলো অক্ষরেরই বড় হাতের, ছোট হাতের কিংবা ইটালিক ফরম ব্যবহার করা হয়েছে যার সবগুলোই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। নিজেদের প্রয়োজনে বিজ্ঞানীরা বোল্ড ফেসড লেটার, গোথিক টাইপ লেটার, গ্রিক লেটার, ক্যাপিটাল, স্মল, সাবস্ক্রিপট, সুপারস্ক্রিপট, অ্যাবস্ক্রিপট এমনকি হিব্রু লেটার পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। দুজন বিজ্ঞানী একই কনসেপ্টের জন্য দুটো ভিন্ন সিম্বল ব্যবহার করতে পারে আবার দুটো ভিন্ন কনসেপ্টের জন্য দুজন একই সিম্বল ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং তুমি যদি কোনো নির্দিষ্ট সিম্বলজি বা তথ্য না দিয়ে কারো হাতে একটা ডিসকানেক্টেড পেজ তুলে দাও তাহলে সে এটা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারবে না।'

'আপনি নিজেই বলেছেন টাইউড কোয়াড্রুলোপ মোমেন্ট নিয়ে কাজ করছিল। এটা থেকে কি কিছু ধারণা করা যায় না।' তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম আর জ্যাকেটের পকেট স্পর্শ করলাম যার ভেতরে গত দুদিন ধরে ফুলস্কেপটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

www.BanglaBook.org

অল্প একটু বিরতির পর কেইসার বলল, 'তুমি একটা কাজ করতে পার। টাইউডের ছাত্রদের কাছে যেতে পার।'

আমি ভ্রু উঁচিয়ে বললাম, 'তার মানে তার ক্লাসে ?'

'না, ঈশ্বরের দোহাই। তার রিসার্চ স্টুডেন্টদের কাছে যারা ডক্টরেট ডিগ্রি নিচ্ছে। তারা এটা সম্বন্ধে বলতে পারবে কারণ তারা তার সাথে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে। এছাড়া তুমি ফেকাল্টির কারো কাছে যেতে পার।' সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'দি আইডিয়া ?' আমি উত্তেজিত হয়ে ভাবলাম এতে হয়ত কাজ হতে পারে কারণ ছাত্ররাই শিক্ষক সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো জানে।

যখন বিদায় নিচ্ছিলাম তখন কেইসার কোট ঠিক করতে করতে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ। পরিস্থিতিটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। যদিও টাইউড শিক্ষকতা পেশার সাথে তেমনভাবে জড়িত ছিল না, কিন্তু সে ছিল একজন ভালো শিক্ষক। কিন্তু তার রিসার্চ পেপারগুলো কখনো তেমনভাবে স্বীকৃত হয়নি। তার বেশিরভাগ থিওরিগুলোই অস্পষ্ট আর সেগুলো প্রাকটিক্যালি প্রমাণিত হয়নি। তোমার কাছে যেটা আছে সেটা মনে হয় তেমনি একটি পেপার। এই কারণেই কেউ তাকে কিডন্যাপ করার চিন্তাভাবনা করবে না।'

'হতে পারে কিন্তু সে কোথায় গেছে কিংবা কেন গেছে সে ব্যাপারে কি তোমার কোনো মন্তব্য আছে।'

কেইসার কপাল ভাঁজ করে বলল, 'কোনো কিছুই ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু সবাই জানে যে টাইউড অসুস্থ। দু বছর আগে তার একটা স্ট্রোক করেছিল যার কারণে সে এক সেমিস্টার কোনো ক্লাস নিতে পারেনি। এরপর সে আর সুস্থ হয়নি। তার বামপাশ কিছুদিনের জন্য প্যারালাইজড ছিল এবং সে এখনো খুঁড়িয়ে হাটে।

'আর একটি স্ট্রোকই তার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট।'

'তার মানে তোমার মতে সে মৃত ?'

'অসম্ভব না।'

'কিন্তু তাহলে তার ডেড বডি কোথায় ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার মনে হয় এটা বের করা তোমার কাজ। এখন মাফ কর।'

'ঠিক কথাই বলেছ। যাই হোক তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বসে টাইউডের চারজন ছাত্র যারা রিসার্চ করছে তাদের প্রত্যেকের ইন্টারভিউ নিলাম। এই রিসার্চ ল্যাবরেটরিগুলোতে প্রতি বছর নতুন স্টুডেন্ট আসে আবার প্রতি বছর স্টুডেন্ট রিসার্চ শেষে চলে যায়।

ল্যাবরেটরির ডেস্কে সারি সারি ইকুইপমেন্ট সাজানো আছে। যেগুলো সব সময় ব্যবহার করা হয় সেগুলো ল্যাবরেটরি বেঞ্চে আর রিপ্লেসমেন্ট কিংবা সাপ্লিমেন্টের জন্য যেগুলো দরকার সেগুলো থাকে ড্রয়ারে। আর দূরবর্তী ড্রয়ার, সেলস আর ঘরের কোণে পুরনো স্টুডেন্টদের অব্যবহৃত জিনিসপত্রের ধ্বংসাবশেষ জড়ো করা আছে। সেগুলো কখনো ব্যবহার করা হয় না আবার ফেলেও দেয়া হয় না।

টাইউডের চারজন স্টুডেন্টের সবাই উদ্বিগ্ন। কিন্তু তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। টাইউডের অনুপস্থিতিতে তারা কীভাবে গবেষণা চালাবে তা নিয়ে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। আমি তাদের তিনজনকে খারিজ করে চতুর্থজনকে ডাকলাম।

চারজনের মধ্যে সেই সবচেয়ে কম কথা বলে আর তাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছিল। আমার মনে হলো এটা একটা ভালো লক্ষণ।

আমি যখন একটা পুরনো চেয়ারে বসে আরাম করছিলাম তখন সে আমার সামনে রাখা চেয়ারে এসে বসল। তাকে খুবই নার্ভাস লাগছিল। ওর নাম এডওয়ার্ড হাউ। সে অবশ্য পরবর্তীতে ডিগ্রি লাভ করেছিল ; শুধু তাই নয় বর্তমানে সে সাইন্সের জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি নিশ্চয় এখানে অন্যদের সাথে একই কাজ কর ?'

'এখানে সবাই একই কাজ করে। নিউক্লিয়ার ওয়ার্ক।'

'শুধুমাত্র নিউক্লিয়ার ওয়ার্ক ?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলল, 'আমরা বিভিন্ন এঙ্গেলে কাজ করি। তোমাকে কিছু কথা খোলাখুলি বলা দরকার। তা না হলে তুমি

www.BanglaBook.org

এগুলো ছাপাতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। অবশ্য তার জায়গায় থাকলে আমরাও বলতাম যে "আমাদের বাঁচতে হবে।" স্টুডেন্টদের সবার বর্তমান মনের অবস্থা একই। সুতরাং আমি বললাম, "ঠিক আছে। কিন্তু তুমি এঙ্গেলের কথা কী যেন বলছিলে।"

'আমার কাজ হলো প্রফেসর টাইউডের সাথে ম্যাথ করা।' উত্তর এল। 'কী ধরনের ম্যাথ ? জিজ্ঞেস করলাম।

এরপর সে ঠোঁটে এমন একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল যে ধরনের হাসি আজ সকালে আমি প্রফেসর কেইসারের মুখে দেখেছি যখন তাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। এ হাসির অর্থ অনেকটা এরকম, 'ম্যাথ সম্বন্ধে তোমার সাথে আলাপ করে কী লাভ ? আর তোমার মতো সাধারণ মানুষ ম্যাথ কী বা বুঝবে ?'

হাসিটা আরো বিস্তৃত করে সে বলল, 'কী ধরনের ম্যাথ করি সেটা এক্সপ্লেন করা খুব কঠিন হবে।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এটা দেখ,' বলে ফুলস্কেপ শিটটা সামনে এগিয়ে দিলাম।

জিনিসটা দেখার সাথে সাথে সে লাফ দিয়ে সেটা কেড়ে নিয়ে অনেকটা বিলাপের সুরে বলল,

'এটা কোথায় পেলে ?'

'টাইউডের সেফ থেকে।'

'এর বাকি অংশ কি তোমার কাছে আছে ?'

'হ্যাঁ আছে।' জবাব দিলাম।

এবার মনে হলো সে একটু শান্ত হলো, 'তুমি এটা অন্য কাউকে দেখাওনি তো।'

'প্রফেসর কেইসারকে দেখিয়েছি।'

'ও ওই শেয়ালটিকে ? তা সে কী বলল ?'

তখন আমি হাত উপরে তুলে জানালাম কিছুই বলতে পারেনি। এবার তার মুখে স্বস্তির হাসি দেখা গেল আর শিটটি দেখিয়ে বলল, 'দেখো আমরা এই ধরনের ম্যাথ করি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা তো বুঝলাম কিন্তু এটা দিয়ে কী ধরনের কাজ করা হবে তা আমাকে বুঝিয়ে বল।'

অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সে বলা শুরু করল, 'দেখো এটা খুবই গোপন ব্যাপার। এমনকি পপের অন্য ছাত্ররাও এটার কথা জানে না। আমি নিজেও তেমন বেশি জানি না। সবাই জানে আমি ডিগ্রি নিচ্ছি কিন্তু আমার জন্য এটা শুধু একটা ডিগ্রি না আরো অনেক বেশি কিছু। এটার কারণে হয়ত আমি কলটেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের দায়িত্ব পাব। সুতরাং ব্যাপারটা সম্বন্ধে কেউ কিছু জানার আগেই এটা পাবলিশ হওয়া দরকার।'

আমি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে মৃদু কণ্ঠে বললাম, 'তা হবে না। তুমি ব্যাপারটা পেঁচিয়ে ফেলেছ। ব্যাপারটা পাবলিশ হওয়ার আগেই এটা সম্বন্ধে তোমাকে বলতে হবে, কারণ টাইউড নিখোঁজ। ধারণা করা হচ্ছে সে খুন হয়েছে, আর ডিপার্টমেন্ট যখন সন্দেহ করে কেউ মার্ডার হয়েছে তখন সবাই এটা নিয়ে মাথা ঘামায়। সুতরাং তুমি যদি কোনো কিছু গোপন কর তাহলে সেটা তোমার জন্যই খারাপ হবে।'

এবার মনে হয় কাজ হয়েছে। আমি জানতাম কাজ হবে কারণ সবাই খুন টুনের মামলা থেকে দূরে থাকতে চায়। সুতরাং একটু ভয় ধরিয়ে দিতে পারলেই হলো।

হার্ড এবার চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে তোতাপাখির মতো বুলি আওড়াতে শুধু করল, 'অবশ্যই। কিন্তু তুমি আমাকে সন্দেহ করতে পার না...ওই রকম কিছুর জন্য। কেন.... আমার কেরিয়ার...।'

দেখলাম তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। আমি তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলতে লাগলাম, 'আমি এখনো কাউকে সন্দেহ করিনি। তবে তুমি যদি সত্যি কথা বল তাহলে তোমার কোনো বিপদ হবে না।'

এবার সে মুখ খুলল, 'ঠিক আছে আমি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু এটা খুবই গোপনীয়।'

বেচারা ! গোপনীয়তার আর জানে কী সে। সে জানেই না যে যেদিন থেকে তদন্ত শুধু হয়েছে সেদিন থেকেই একজন অপারেটর সর্বক্ষণ তার উপর নজর রাখছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার তদন্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালিয়ে যাবে ততক্ষণ নজর রাখবে। (আসলে কেসটা ওপেনও না ক্লোজও না। এটা শুধু)।

অনেকটা সন্দেহের সুরে সে বলল, 'টাইম ট্রাভেল সম্বন্ধে কি তোমার কোনো ধারণা আছে ?'

'অবশ্যই। আমার বড় ছেলে প্রতিদিন দুপুরে টাইম ট্রাভেল সম্বন্ধে তৈরি করা ভিডিও প্রোগ্রাম দেখে।'

'কিন্তু তুমি টাইম ট্রাভেলের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম।

'শুধু টিভি নয় বাস্তবেও এটা সম্ভব। এটাকে বলা যায় মাইক্রো-টেমপোরাল-ট্রানস্লেশন...।'

আমার পক্ষে আর ধৈর্য ধরা সম্ভব না। আমার মনে হলো আমাকে অতি কৌশলে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকে আসলে মানুষ যতটা বোকা মনে করে আমি ততটা বোকা না।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তাহলে তুমি বলতে চাও যে লং টাইম রেঞ্জার এস রজার্স-এর মতো টাইউডও অন্য কোনো টাইমে চলে গেছে ?' (টাইম রেঞ্জার এস রজার্স হলো একটা টিভি প্রোগ্রাম। আমার ছেলে এর খুব ভক্ত।)

কিন্তু সে একই রকম মুখ নিয়ে চিৎকার করে উঠল। 'না আমি বলতে পারব না পপ কোথায়। তবে মাইক্রো টেমপোরাল ট্রানস্লেশন সম্বন্ধে বলতে পারব। এটা কোনো ভিডিও কিংবা ম্যাজিক না ; একমাত্র সাইন্সই পারে একে বাস্তব রূপ দিতে। তুমি আশা করি ম্যাটার এনার্জি ইয়ুইজালেন্স সম্বন্ধে জান।' আমি মাথা নাড়লাম। বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমার ঘটনার পর সবাই এটা জানে।

'ঠিক আছে।' সে বলে চলল, 'এখন দেখো তুমি যদি একটা বস্তু নাও যার ভর জান আর এর উপর টেমপোরাল ট্রানস্লেশন এ্যাপ্লাই কর তাহলে বস্তুটাকে অতীতে পাঠাতে পারবে। শুধু তাই নয় তুমি যে নির্দিষ্ট সময়ের অতীতে পাঠাতে চাও সেখানেই পাঠাতে পারবে। কিন্তু সেটা করার জন্য তোমাকে যে পরিমাণ বস্তু পাঠাবে তার সমপরিমাণ এনার্জি ক্রিয়েট করতে হবে। যেমন ধর, এক গ্রাম বা এক আউন্স বস্তু অতীতে

www.BanglaBook.org

পাঠানোর জন্য ঐ বস্তুটার সম্পূর্ণ ওজন ডিসইনটিগ্রেট করতে হবে যাতে করে নির্দিষ্ট এনার্জি ক্রিয়েট করা যায়।'

'হুম।' আমি চিন্তা-ভাবনা করে বললাম, 'ও তাহলে এইভাবে এক আউন্স বস্তু অতীতে পাঠানো যায়। কিন্তু তুমি তো বর্তমান থেকে এক আউন্স বস্তু সরিয়ে ফেলছ, সেটা কি কোনো এনার্জি ইক্যুভ্যালেন্স তৈরি করবে না?'

একথা শোনার পর তার মুখ পোড়া বেগুনের মতো চুপসে গেল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, সে যেন বোঝাতে চাইছে আসলে এইসব সাধারণ মানুষের সাথে এইসব জটিল বিষয়ে আলোচনা করাই উচিত না।

অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'আমি খুব সহজে তোমাকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। আসলে ব্যাপারটা খুবই জটিল। কোনো বস্তুকে অদৃশ্য করার সময় যে শক্তি তৈরি হয় সেটা ব্যবহার করতে পারলে খুব ভালো হতো কিন্তু প্রক্রিয়াটা আসলে একটা সার্কেলের মতো কাজ করে। ঐ এনার্জি তখন এনট্রপির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দরকার হয়। আরো নিখুঁত করে বললে বলা যায় যে এই এনার্জি টেমপোরাল ইনার্শিয়া ওভারকাম করার জন্য দরকার। এই এনার্জির পরিমাণ বের করা হয় বস্তুর ভরের সাথে আলোর বেগের বর্গের মান গুণ করে। একেই বলা হয় আইনস্টাইনের ম্যাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স ইকুয়েশন।

অর্থাৎ $E=mc^2$। তোমার কি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে?'

'না ঠিক আছে।' অনেক কষ্টে মনোযোগ ধরে রেখে বললাম, 'কিন্তু থিওরিটা কি এক্সপেরিমেন্টালি প্রমাণিত হয়েছে নাকি শুধু পেপারেই সীমাবদ্ধ আছে?'

ব্যাপারটা নিয়ে বকবক করতে করতে সে আমার মাথা ধরিয়ে দিল আর ঐ সময় তার চোখ চকচক করছিল।

'দেখো।' যেন সে কোনো অপরাধ করছে এমন মুখ নিয়ে আবার বকবক শুরু করল, 'আসলে ব্যাপারটার সূচনা হয়েছিল নিউট্রিনো বিজনেসের মাধ্যমে। তিরিশ দশকের শেষের দিকে নিউট্রিনো নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গবেষণা শুরু হয় কিন্তু এখনো বিজ্ঞানীরা তেমনভাবে সফল হয়নি : নিউট্রিনো হলো একটা সাব এটমিক পার্টিকেল যার নিজস্ব কোনো চার্জ নেই আর ভর ইলেকট্রনের চেয়ে কম : স্বাভাবিকভাবে একে স্পট করা প্রায় অসম্ভব কিন্তু এখনো বিজ্ঞানীরা এটা স্পট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কারণ এমন অনেক রিয়াকশন আছে যেগুলোর এনার্জেটিকস-এর ব্যালান্স রক্ষা করা নিউট্রিনো ছাড়া অসম্ভব। নিউট্রিনো নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পপ টাইউড বিশ বছর আগে খেয়াল করে যে কিছু এনার্জি বস্তুর মাধ্যমে অতীতে ফিরে যাচ্ছে। এরপর থেকে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি আর আমিই প্রথম স্টুডেন্ট যাকে পপ নিজের সাথে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছে।

'স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে আমরা ছোট ছোট পদার্থ দিয়ে কাজ করতাম... এরপর পপ আর্টিফিশিয়াল রেডিও একটিভ আইসোটোপ দিয়ে কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্তটা খুবই ভালো ছিল। এই আইসোটোপের একটিভিটি ফলো করে মাত্র কয়েক মাইক্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করা সম্ভব। সময়ের সাথে সাথে এর একটিভিটির পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। ধরো আমরা একটা স্পেক পনেরো মিনিট পূর্বে পাঠাব আর সবকিছু অটোমেটিক্যালি অ্যারেঞ্জ করে কাজটা করা হলো। গবেষণায় দেখা গেছে যে এই ঘটনার টোটাল কাউন্ট যা হওয়ার কথা তার প্রায় ডাবল হয়ে গেছে। তারপর এটা আস্তে আস্তে কমবে এবং যে মুহূর্তে বস্তুটা অতীতে পাঠানো হবে সে মুহূর্তে এর মান শার্পলি ড্রপ করবে। এইভাবে একই সময়ে ম্যাটেরিয়াল দুটি ওভারল্যাপ করবে। তাহলে দেখো পনেরো মিনিট ধরে আমরা ডাবল ম্যাটেরিয়াল কাউন্ট করছি।'

আমি বললাম, 'তার মানে তুমি বলতে চাও একই এটম একই সময়ে দুই জায়গায় থাকে।'

'অবশ্যই।' উত্তেজিত হয়ে হার্ড বলল, 'কেন না, এই কারণেই আমরা এটম তৈরির কাজে এত বিপুল শক্তি ব্যবহার করি।' একটু দম নিয়ে সে আবার বলতে লাগল, 'এই এক্সপেরিমেন্টে আমার একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে। যেমন তুমি যদি কোনো বস্তুকে পনেরো মিনিট পূর্বে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেরণ করো তাহলে বস্তুটি পৃথিবীর সাপেক্ষে একই জায়গায় অবস্থান করবে শুধুমাত্র পনেরো মিনিট পূর্বে ফিরে যাবে। মজার ব্যাপার হলো এই পনেরো মিনিটে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ষোলো হাজার মাইলের ও বেশি পাড়ি দেয় আবার সূর্যও একই সাথে নিজের কক্ষপথ বরাবর ঘোরে। কিন্তু আমি অ্যানালাইজ করে দেখেছি হিসাবে সামান্য গরমিল আছে যা দুই কারণে হতে পারে।

প্রথমত, এখানে একটা ফ্রিকশনাল ইফেক্ট কাজ করে। এর ফলে পৃথিবীর সাপেক্ষে এর ড্রিফটের কোনো পরিবর্তন হয় না। এটা অবশ্য নির্ভর করে পদার্থটির প্রকৃতি এবং বস্তুটাকে কত দূরের অতীতে পাঠানো হবে তার উপর। ২য় যে কারণে গরমিল হতে পারে সেটা হলো সময়ের মধ্য দিয়ে অতীতে যাওয়ার সময় বস্তুটার যে সময় লাগে সেটার কারণে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে ট্রানস্লেশনের সময় কিছু রেডিও একটিভিটি ইভেনলি স্প্রেড হয়। সময়ের মধ্য দিয়ে পিছনের দিকে যাওয়ার সময় পদার্থ যে রিয়েকশন করে তার কারণে এটি হয়ে থাকে। এই ফিগারটা দেখ, তোমাকে যদি অতীতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে প্রতি একশো বছরের জন্য তোমার বয়স একদিন বাড়বে। অর্থাৎ তোমার হাতে যদি একটা টাইম মেশিন দেয়া হয় যেটা বাইরের সময় রেকর্ড করে তাহলে দেখবে তোমার ঘড়ির ২৪ ঘণ্টা ঐ ঘড়ির ১০০ বছরের সমান। দ্যাটস এ ইউনিভার্সাল কনসন্ট্যান্ট আই থিঙ্ক বিকজ দি স্পিড অব লাইট ইজ এ ইউনিভার্সাল কনসন্ট্যান্ট। যাই হোক এইসব হিসাবপত্র রাখাই আমার কাজ।'

কথাগুলো হজম করতে আমার বেশ কিছু সময় লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, ' তোমাদের এক্সপেরিমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কোথায় পাও ?'

'পাওয়ার প্লান্টের একটা স্পেশাল রাইন থেকে শক্তিটা আসে। পপ ব্যাপারটা হ্যান্ডল করত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হুম। যে বস্তুগুলো অতীতে পাঠিয়েছ তার মধ্যে সবচেয়ে ভারিটির ওজন কত ?'

চোখ উপরে তুলে সে জবাব দিল, 'আমরা এক মিলিগ্রামের একশো ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত পাঠিয়েছি। অর্থাৎ দশ মাইক্রোগ্রাম।

'ভবিষ্যতে কোনো কিছু পাঠানোর চেষ্টা করেছ ?'

'না।' সে দ্রুত বলে চলল, 'এটা অসম্ভব। কারণ এর জন্য যে এনার্জি দরকার তার পরিমাণ হবে ইনফিনাইট অর্থাৎ অসীম যা একটা ইউনিভিরেকশনাল প্রোপোজিশন্স।'

'যদি তুমি...ধর একশো পাউন্ড প্লুটেনিয়াম ফিশন করতে পার তাহলে কতটুকু বস্তু অতীতে পাঠাতে পারবে।' সাবধানে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম।

উত্তরটা এল অবশ্য খুব দ্রুত, 'প্লুটেনিয়াম ফিশনের ক্ষেত্রে এক থেকে দুই পারসেন্ট-এর বেশি ভর এনার্জিতে কনভার্ট করা যায় না। তারপরেও একশো পাউন্ড প্লুটেনিয়াম ফিশনের মাধ্যমে এক বা দুই পাউন্ড বস্তু অতীতে পাঠানো সম্ভব।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এত বিপুল এনার্জি কি হ্যান্ডল করা সম্ভব ? মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে একশো পাউন্ড প্লুটেনিয়াম তো বিরাট বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।' হার্ড গম্ভীর গলায় বলতে লাগল। 'তুমি যদি এই বিশাল এনার্জি অল্প অল্প করে ব্যবহার কর তাহলে এই এনার্জি হ্যান্ডল করা সম্ভব। আবার যদি এনার্জি দ্রুত রিলিজ করে দ্রুত ইউজ করতে পার তাহলেও বিস্ফোরণ এড়াতে পারবে। কোনো পদার্থকে অতীতে পাঠানোর সময় এত দ্রুত এনার্জি ইউজ করা যায় যে, পদার্থ ফিউশনের সময় যে এনার্জি রিলিজ হয় তা এর তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। অবশ্য এটা থিওরিটিক্যালি।'

'কিন্তু তোমরা কাজটা কর কীভাবে ?'

'ঘটনাটা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে। কোনো পদার্থ ট্রানসফারের মিনিমাম টাইম পদার্থের ভরের উপর নির্ভর করে অন্যথায় সময়ের সাথে সাথে এনার্জি ডেনসিটি বিশাল আকার ধারণ করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে।' আমি বললাম, 'হেড কোয়ার্টারে খবর দিচ্ছি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে আর কিছু সময়ের জন্য রাখা হবে।'

'কিন্তু কেন ?' সে আশ্চর্য হলো।

'ভয় নেই। বেশিক্ষণের জন্য রাখা হবে না।'

তাকে অবশ্য তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যাটা হেড কোয়ার্টারে কাটালাম। আমাদের ওখানে একটা স্পেশাল লাইব্রেরি আছে। সেখানেই ছিলাম। বিস্ফোরণের পরের দিন সকালে দুই-তিনজন অপারেটরকে ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি লাইব্রেরিতে পাঠানো হয়েছে। তারা সবাই বিশেষজ্ঞ। তাদের কাজ হলো সাইন্টিফিক জার্নালে টাইউডের যতগুলো আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলো যোগাড় করা। কাজগুলো তারা ঠিকঠাকভাবেই করছে।

আর কিছু লোককে ম্যাগাজিন ফাইল আর বইয়ের লিস্ট পরীক্ষা করে টাইউড সম্বন্ধে তথ্য বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। হেড কোয়ার্টারে টাইউড সম্বন্ধে এসব কাজ করার জন্য আলাদা একটা রুম আছে। অবশ্য এর পিছনে নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নেই। কেসটা কত সিরিয়াসলি নেয়া হয়েছে তা এই ঘটনাগুলো দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমি হেড কোয়ার্টারের লাইব্রেরিতে গেলাম। জানতাম কোনো সাইন্টিফিক পেপারের খোঁজ করে লাভ নেই কারণ আমার যে কাগজগুলো দরকার সেগুলো লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে না। আসলে সেখানে গিয়েছিলাম কয়েকটা আর্টিকেলের খোঁজে যেগুলো টাইউড বিশ বছর আগে একটা ম্যাগাজিনের জন্য লিখেছিল। বেশ কয়েকটা আর্টিকেল সেখানে পাওয়া গেল। সবগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে আর্টিকেলগুলো নিজের সংগ্রহে রেখে দিলাম।

কাজ সেরে বসে বসে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আর একবার শুরু থেকে তলিয়ে দেখলাম আর ঘটনার রহস্য যখন আমার কাছে পরিষ্কার হলো তখন প্রচণ্ড শিহরিত হলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত্রে ঘুমাতে গেলাম প্রায় ৪টার দিকে কিন্তু ঘুমিয়েও শান্তি নেই। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম।

এত ধকলের পরও পরদিন সকাল নটার সময় ঠিকই বসের প্রাইভেট অফিসে হাজির হলাম।

আমার বস। দেখার মতো মানুষ বটে। বিশাল দেহ। ধূসর চুলগুলো সুন্দর করে সাজানো। সে স্মোক করে না কিন্তু ডেস্কে একটা সিগারের বাক্স রাখে। যখন সে কিছু বলতে চায় না তখন একটা সিগার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, গন্ধ নেই, তারপর ঠোঁটের মাঝখানে স্থাপন করে এবং অবশেষে খুব কেয়ারফুলি সেটা জ্বালায়। এরপর সে বলার মতো কিছু পাক বা না পাক সিগারটা ফেলে দেয় আর সেটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বস একটা বাক্স তিন মাসের বেশি ব্যবহার করে না। আর প্রতিবছর ক্রিসমাসে যে গিফট পায় তার প্রায় অর্ধেকই থাকে সিগারের বক্স।

অবশ্য সিগারের প্রতি আগ্রহ দেখানোর মতো মানসিক অবস্থা তার নেই। দুটো বড় বড় মুঠি পাকিয়ে বারবার টেবিলের উপর ঘুসি মারছে। এবার আমার দিকে ভাঁজপড়া কপাল নিয়ে মাথা তুলে তাকাল।

আমি খুব মৃদু কণ্ঠে বললাম, 'আপনি ঠিক আছেন তো ?'

আসলে মাইক্রো-টেমপোরাল-ট্রানস্লেশন আর টাইম মেশিন সম্বন্ধে বিস্তারিত শোনার পর কারো অবস্থাই ঠিক থাকার কথা না। আমার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য বসের অবস্থা এমন করুণ যে সে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করল, 'আশা করি আমার মাথা ঠিক আছে ?'

সবকিছু খুলে বলার পর আমরা আলোচনা শুরু করলাম।

'তাহলে তুমি মনে কর টাইউড এক পাউন্ড বা দু পাউন্ড ওজনের কোনো জিনিস অতীতে পাঠাতে চেষ্টা করছিল আর এটা করতে গিয়ে পুরো পাওয়ার প্লান্টটাই উড়িয়ে দিয়েছে ?' বস জিজ্ঞেস করল।

'সমস্ত ঘটনা সেটাই বলে।' উত্তর দিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার মনে হয় বসকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দেয়া উচিত সে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে আর আমিও চাই সে ভাবুক। আর আমি যে পথে ভাবছি সেও যদি একই পথে ভাবে তাহলে তো আমার জন্য ভালোই হয়। তাহলে তাকে আর আলাদাভাবে কিছু বোঝানো লাগবে না। কারণ বসকে কোনো কিছু বোঝাতে আমার একদম ভালো লাগে না। সুতরাং সে নিরিবিলি ভাবতে লাগল আর কিছুক্ষণ পর পর নিজের মনে বিড়বিড় করছিল।

অনেকক্ষণ পর সে মুখ খুলল, 'ধরে নিচ্ছি ঐ ছাত্রটা, কী যেন নাম ? ও হার্ড, সত্যি কথা বলছে কিন্তু তারপরও তুমি বরং তার নোটবুকটা চেক কর। আশা করি সেটা তোমার কাছে আছে ?'

'এডওয়ার্ডের কাছে নোটবুকটা আছে, স্যার। আর আমার মনে হয় হার্ড সত্যি কথাই বলেছে।'

'আচ্ছা মানলাম হার্ড যা বলেছে তার সবই সত্যি কিন্তু কথা হলো টাইউড এক মিলিগ্রাম থেকে হঠাৎ করে এক লাফে এক পাউন্ড ওজনের বস্তু অতীতে পাঠানোর চেষ্টা করল কেন ?'

বস দ্রুত বলে চলল, 'এখন টাইম ট্রাভেল এঙ্গেলের দিকে কনসেনট্রেট কর। কেসটাতে এটাই সবচেয়ে ক্রুশিয়াল পয়েন্ট। এর সাথে আবার এনার্জির ব্যাপারটাও আছে।'

'ইয়েস স্যার।' আমি মলিন মুখে বললাম, 'আমারও তাই মনে হয়।'

'কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ যে তোমার ধারণা ভুল হতে পারে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' অবাক চোখে উত্তর দিলাম।

'তাহলে শোনো। তুমি বলছ যে টাইউড সম্পর্কে পড়াশোনা করেছ। ঠিক আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে কয়েকজন বিজ্ঞানী এটম বোমের বিরুদ্ধে কথা বলেছে টাইউড তার মধ্যে অন্যতম। এটা তোমার জানা আছে ?' আমি মাথা নাড়ালাম।

বস বলতে লাগল, 'আসলে সে সব সময় একটা গিল্ট কমপ্লেক্সে ভুগত। এক সময় সে বোম তৈরি করতে সাহায্য করেছে, একথা ভেবে অনুশোচনায় টাইউডের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। অনেকগুলো দিন সে ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে। যদিও বিশ্বযুদ্ধে ওই বোম। ব্যবহার করা হয়নি

www.BanglaBook.org

তারপরও সে যে কতটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন পার করেছে তা তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।

৬৫ এর ফাইনাল কমপ্রোমাইজের আগ পর্যন্ত ক্রুশিয়াল মোমেন্টগুলোতে তার মনের অবস্থার কথা একবার চিন্তা করে দেখ। আমরা গত বিশ্বযুদ্ধের সময় টাইউড এবং তার মতো আরো কিছু বিজ্ঞানীর উপর সম্পূর্ণ সাইকিয়াট্রিক অ্যানালাইসিস চালিয়েছি। এটা তুমি জান ?'

'না স্যার।'

'তবে এটা ঠিক যে ৬৫ এর পরে আমরা যুদ্ধের ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি কারণ পৃথিবীর উপর এটমিক পাওয়ারের কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অনেক দেশই এটমিক বোমা তৈরি করেছে, দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ে রিসার্চ নিয়ে এমন পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক হচ্ছিল যে তখন যুদ্ধের কথা চিন্তা করাই ছিল অমূলক।

কিন্তু ১৯৬৪ এর ঘটনাগুলো ছিল আসলেই সিরিয়াস। এটমিক পাওয়ারের টাইউডের ক্ষোভ এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, সে হঠাৎ করে একটা ভুল করে বসে। সুতরাং তাকে রিসার্চ থেকে বরখাস্ত করতে আমরা বাধ্য হলাম। শুধু তাই নয় তার মতো আরো কিছু বিজ্ঞানীকেও বরখাস্ত করা হয় যদিও ঐ সময়ে আমাদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। এর কিছুদিন আগেই আমরা ইন্ডিয়াকে খুইয়েছি। তোমার এসব মনে আছে ?'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে। অব কোর্স ঐ সময় আমি ইন্ডিয়াতেই ছিলাম। কিন্তু আপনি কী বলতে চাচ্ছেন তা আমি এখনো বুঝতে পারছি না।'

'এখন আসল কথায় আসি।' বস আবার বলতে লাগল, 'এটমিক পাওয়ার সম্পর্কে টাইউডের মানসিকতার যদি কোনো পরিবর্তন না হয় ? আসলে এই টাইম ট্রাভেলটা আমার কাছে মনে হচ্ছে দুমুখো সাপ। এক পাউন্ড বস্তু অতীতে পাঠানোর কী দরকার ? শুধু কি নিজের প্রতিভা প্রমাণ করা ? সেটা তো সে যেদিন এক মিলিগ্রাম পদার্থ অতীতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠিয়েছে তখনই প্রমাণিত হয়েছে। ওটাই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য যথেষ্ট, তাহলে সে এটা করল কেন ?'

আসলে এক পাউন্ড পদার্থ নিয়ে কাজ করে সে যা করতে পেরেছে, এক মিলিগ্রাম পদার্থ নিয়ে কাজ করে সেটা করতে পারত না, কাজটা হলো সম্পূর্ণ পাওয়ার প্লান্টটাই ধ্বংস করে দেয়া। তার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সে বিশাল এনার্জি ধ্বংস করার একটা উপায় ঠিকই বার করেছে। সে যদি আরো আশি পাউন্ড পদার্থ অতীতে পাঠাতে পারত তাহলে সমস্ত পৃথিবীটা প্লুটেনিয়াম মুক্ত করতে পারত আর সাথে সাথে এটমিক পাওয়ারের যুগও শেষ হয়ে যেত।'

ব্যাপারটা আমাকে একটুও ইমপ্রেস করতে পারেনি তারপরও এটা উড়িয়ে দিলাম না। শুধু বললাম, 'আপনার কি মনে হয় দ্বিতীয় বারের মতো একই কাজ করার সুযোগ পেত ?'

'আমি এসব ভাবছি তার কারণ হলো টাইউড কোনো সাধারণ মানুষ ছিল না। সুতরাং সে কোন পথে ভাবছিল তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব না। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে তার পেছনে আরো অনেকে আছে। হয়ত বা তারা বিজ্ঞানের লোক না এবং টাইউডকে তার কাজে সাহায্য করছে।'

'এমন কাউকে কি এখনো খুঁজে পাওয়া গেছে ? কিংবা কোনো প্রমাণ ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দাঁড়াও।' বলে সে সিগার বক্স থেকে একটা সিগার তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর অভ্যাস মতো জ্বালিয়ে আরাম হেলে দিয়ে বলল, 'না।'

এরপর আমার দিকে উপহাসের চোখে তাকিয়ে বলল, 'তাই বলে এই সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিয়ো না।'

আমি ঘাড় উঁচিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

'তোমার নিজস্ব কোনো ধারণা আছে ?' বস জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, কিন্তু এটা সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চাই না।'

কারণ আমার ধারণা যদি ভুল হয় তাহলে এটা হবে খুবই লজ্জার ব্যাপার। অবশ্য যদি ঠিক হয় তাহলে সেটা খুবই সুখের বিষয় হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেস্কের তলায় হাত রেখে বস বলল, 'তারপরও বল আমি শুনব।'

এবার মনে হয় সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। আমাদের রুমটা সাউন্ড এবং রেডিয়েশন প্রুফ। বিনা অনুমতিতে স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্টও এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং আমি নির্ভয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বললাম, 'বস, আপনার কি মনে আছে কীভাবে আপনার স্ত্রীর সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল ? এটা কি ছোট ঘটনা ছিল ?'

বসের হাবভাব দেখে মনে হলো সে কথাটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করছে। তারপরও মৃদু হেসে আমার কথার উত্তর দিল, 'একটা রাস্তার মোড়ে আমার হাঁচি শুনে সে আমার দিকে ঘুরে তাকাল।'

'কেন ঠিক ওই সময় আপনি রাস্তার মোড়ে গিয়েছিলেন ? সেই বা কেন সেখানে ছিল ? মনে আছে কেন আপনি হেঁচেছিলেন ? আপনার ঠাণ্ডাই বা লেগেছিল কেন ? কিংবা আপনার নাকের ভিতর ধুলাই বা গিয়েছিল কীভাবে ? চিন্তা করতে পারেন ওই জায়গায় ওই সময় আপনার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার জন্য কতগুলো ফ্যাক্টর ইন্টারসেফ করেছে।'

'আমার মনে হয় ওই সময় দেখা না হলেও অন্য কোথাও দেখা হতো।' বস বলল।

'তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আপনি কীভাবে জানবেন যে কার কার সাথে আপনার দেখা হয়নি। কারণ হয়ত যখন আপনার কারো দিকে তাকান দরকার ছিল, কিংবা অন্য কোথাও থাকার দরকার ছিল যা আপনি করেননি। আপনার জীবনে অনেক সমস্যা আর প্রতি মুহূর্তে আপনি সমস্যার পেছনে ছুটছেন। জীবনের প্রথম থেকেই সমস্যার শুরু হয়েছে আর ভবিষ্যতে চলতে থাকবে।

'আপনি হাঁচলেন আর একটি নির্দিষ্ট মেয়ের সাথে দেখা করলেন কিন্তু অন্য কোনো মেয়ের সাথে না। এরপর আপনি একটা ডিসিশন নিলেন, সাথে মেয়েটাও একইভাবে হয়ত অন্য কোনো ব্যক্তি এবং অন্য কোনো মহিলা আপনাদের মতোই ডিসিশন নিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এভাবেই আপনাদের বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে, যেটা অন্যদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

'আপনার এই হাঁচির কারণে হয়ত কিছু লোক, হতে পারে পাঁচজন, পঞ্চাশজন কিংবা পাঁচশো জন লোক, যাদের বাঁচার কথা ছিল তারা মারা গেছে কিংবা যাদের মারা যাবার কথা ছিল তারা বেঁচে আছে।

আচ্ছা দুশো বছর, দু হাজার বছর কিংবা তারও আগে যদি আপনি হাঁচতেন তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত....।

হয়ত সমস্ত ইতিহাসই পাল্টে যেত---কিংবা যারা এখন বেঁচে আছে তাদের কেউই বেঁচে থাকত না।'

বস রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'এ রকম একটা গল্প আমি পড়েছি।'

'আমিও পড়েছি। এটা কোনো নতুন আইডিয়া না–কিন্তু আমি চাই আপনি ব্যাপারটা নিয়ে ভালোভাবে ভাবুন কারণ একটু পরেই আমি আপনাকে প্রফেসর টাইউডের লেখা একটি আর্টিকেল পড়ে শোনাব যেটা বিশ বছর আগে একটা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। ঠিক গত বিশ্বযুদ্ধের আগে আগে।'

আমার পকেটে ফিল্মের একটা কপি ছিল আর দেয়ালে একটা সুন্দর স্ক্রিন আছে এটা দেখানোর জন্য। বস তার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন আমি আবার তাকে বসিয়ে দিলাম। 'আর্টিকেলের নাম', আমি বলে চললাম,

'ম্যানস ফার্স্ট গ্রেট ফেলইয়োর। মনে রাখতে হবে লেখাটা যুদ্ধের ঠিক পূর্বের যখন ইউনাইটেড নেশনসের ফাইনাল ফেলইয়োরের তিক্ত অভিজ্ঞতা সবার গলায় কাঁটার মতো বিঁধছিল। আমি আর্টিকেলের প্রথম পার্টটা পড়ে শোনাচ্ছি :

'....মানুষের জীবনের দুটো ট্রাজেডির মধ্যে একটা হলো যথাযথ টেকনোলজি থাকা সত্ত্বেও সোসিওলজিকাল প্রোবলেমগুলো সলভ করতে না পারা। একটা সময়ে প্রব্লেমগুলো সলভ করা হয়েছিল কিন্তু যথাযথ টেকনোলজি না থাকার কারণে সলিউশনগুলো পারমানেন্ট হয়নি। যেটা আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

www.BanglaBook.org

'ব্যাপারটা অনেকটা বাটার ছাড়া ব্রেড কিংবা ব্রেড ছাড়া বাটারের মতো। কখনোই দুটো জিনিস একসাথে ছিল না...

'হেলেনিক যুগের কথাই ধরা যাক, যেখান থেকে আমাদের ফিলসফি, ম্যাথমেটিকস, আর্ট, লিটারেচার– সর্বোপরি সমস্ত কালচারটাই নবজন্ম লাভ করেছে, সেই গ্রিসেই বর্তমান সময়ের মতো বিভিন্ন বিষয়ে দ্বন্দ্ব বিষাদ চলত।

'তারপর আসল রোমানরা। তারা গ্রিকদের কালচার গ্রহণ করল ঠিকই কিন্তু গ্রিকদের মতো ঝগড়া-বিবাদ না করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করল। রোমান সাম্রাজ্য দুশো বছর টিকে ছিল আর এই দুশো বছর ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ।

'যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ ছিল। নেশনালিজমের ভূতও ছিল না। রোমানরা সারা সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেখানে রোমানদের সাথে স্পেনিয়ার্ড, নর্থ আমেরিকান, ইলিরিয়ান ইত্যাদি জাতি মিলেমিশে বাস করত। চামড়ার কারণে কিংবা বংশের কারণে কেউ দাস হতো না। যারা অপরাধ করত কিংবা চরম অর্থ কষ্টে ভুগত শুধুমাত্র তারাই দাস ছিল।

'ধর্মের ব্যাপারে কারো কোনো উগ্রতা ছিল না। ক্রিশ্চিয়ানরাই একমাত্র এর ব্যতিক্রম ছিল কারণ তারা প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ না করে বলতে শুরু করল যে একমাত্র তারাই সত্যের সন্ধান জানে। এটা এক অর্থে সিভিলাইজড রোমানদের জন্য অপমানজনক।

যেখানে সমস্ত ওয়েস্টার্ন কালচার একত্রিত হয়েছিল, যেখানে ধর্মের ক্যান্সার, ন্যাশনালিজমের উগ্রতা কিংবা বর্বরতা ছিল না, যেখানে বাস করত একদল সভ্য মানুষ, সেই সমাজকেও মানুষ টিকিয়ে রাখতে পারল না কেন জান?

'এর প্রধান কারণ হলো টেকনোলজিক্যালি তারা ছিল খুবই ব্যাকওয়ার্ড। কারণ তাদের কোনো মেশিন ছিল না। আর মেশিন সিভিলাইজেশন ছাড়া কোনো সমাজেরই কোনো মূল্য নেই। অবশ্য কিছু মানুষ সিভিলাইজেশনের সুবিধা ভোগ করত কিন্তু সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছাত না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সুতরাং বঞ্চিত মানুষগুলো আলাদা হয়ে গেল আর ধর্মশাস্ত্রে বলা হলো, 'জগতের সমস্ত ভোগের বস্তু ত্যাগ করার মধ্যে প্রকৃত সুখ নিহিত। এই কারণে পুরো একশতক ধরে সাইন্স একটুও এগোয়নি। সুতরাং হেলেনিসমদের প্রাথমিক তৎপরতা আস্তে আস্তে কমে গেল। এমনকি বারবাকিয়ানদের পরাজিত করার মতো টেকনোলজিক্যাল পাওয়ারও তাদের ছিল না। ১৫০০ A.D এর পূর্বে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসোর্স ছিল তা দিয়ে উপজাতিদের সাথে লড়াই করাই কঠিন ছিল।

'ঐ এনসিয়েন্ট গ্রিকরা যদি কোনো মতে মডার্ন কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স শিখতে পারত, যদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সাইন্স, টেকনোলজি এবং ইন্ড্রাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হতো, যদি দাসদের পরিবর্তে মেশিনের মাধ্যমে কাজ চলত যাতে করে বেশি বেশি উৎপাদন করে সবার কাছে দ্রব্য পৌছান যায়, তাহলে কী হতো একবার ভেবে দেখো। বারবারিয়ানরা আর গ্রিস আক্রমণ করতে পারত না। আর কোনো ধর্মীয় কিংবা জাতীয় অন্ধবিশ্বাস ছাড়াই গ্রিকরা সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পারত।

'তাদের সামাজ্য তখন হতো সাধারণ মানুষের, সেখানে সবাই সুখে বসবাস করতে পারত।

'আচ্ছা যদি ঐ ফার্স্ট ফেলইয়োর প্রিডেন্ট করা যেত তাহলে হয়ত মানুষের ইতিহাসই পাল্টে যেত...।'

এখানে এসে আমি থেমে গেলাম।

'আসলে কি তাই ?' বস সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

'হ্যাঁ।' আমি বলে চললাম, 'সবকিছু বিবেচনা করার পর এটা সহজেই বলা যায় যে টাইউড আসলে একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে অতীতে পাঠানোর জন্য সম্পূর্ণ পাওয়ার প্লান্টটাই উড়িয়ে দিয়েছে আর এটা মনে রাখতে হবে যে তার অফিস থেকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করা একটা কেমিস্ট্রি টেক্সটবুকের সেকশন পাওয়া গিয়েছিল।'

আসল ব্যাপারটা বোঝার পর বসের মুখের ভাবই পরিবর্তন হয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে বলল, 'কিন্তু এখনো তো কিছুই ঘটেনি।'

'আমি জানি। কিন্তু টাইউডের স্টুডেন্ট আমাকে বলেছিল যে কোনো বস্তু একশো বছর অতীতে যাওয়ার জন্য একদিন সময় লাগে। ধরে নেই যে টার্গেট এরিয়া ছিল এনসিয়েন্ট গ্রিস অর্থাৎ দুহাজার বছর আগে। তার মানে বিশদিন সময় লাগবে।'

'এটা কি স্টপ করা সময় ?'

'আমি জানি না। টাইউড হয়ত জানতে পারে কিন্তু সে তো মৃত।' ব্যাপারটা যে কত গুরুতর তা ভেবে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। এমনকি আগেরদিন রাতে যে রকম ভয় পেয়েছিলাম তারচেয়ে বেশি ভয় পেলাম।

সমস্ত মানব জাতির জীবন আজ হুমকির মুখে। আসলে ঘটনাটা আমাদের এক বিরাট সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে।

তাছাড়া মৃত্যুটা হবে অপ্রত্যাশিত। এর অর্থ হবে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, শ্বাসরোধ হওয়া আর অনেক স্বপ্নের অপমৃত্যু, আর শাশ্বত পরলোকের পথে পাড়ি জমানো, কিন্তু আমি কখনোই মরব না কারণ হয়ত আমার জন্মই হয়নি।

আসলে কি তাই ? আমি কি বেঁচে থাকব– আমার ইনডিভিজুয়ালিটি, আমার ইগো–আমার সোল এগুলো কি থাকবে ? নাকি অন্য জীবন ? অন্য পরিবেশ ? আসলে আমার মনের ভাবটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না।

আমার কথায় বস বিচলিত হয়ে বলল, 'তাহলে তো আমাদের হাতে মাত্র আড়াই সপ্তাহ সময় আছে। চলো সময় নষ্ট না করে কাজে নেমে পড়ি।'

অনেক কষ্টে মৃদু হেসে বললাম, 'আমরা কী করব ? বইটা কি চেজ করব ?'

'না।' ঠাণ্ডা গলায় বস বলল, 'আমাদের সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমটা হলো হয়ত আমাদের ভুল হতে পারে। কিংবা আমরা যা কিছু ভাবছি তার সবকিছু করা হয়েছে আমাদের চোখে ধুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়ার জন্য, প্রকৃত সত্যটা ঢেকে রাখার জন্য। এ ব্যাপারটা ভালো করে চেক করতে হবে। সেকেন্ডলি, হয়ত তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু বইটা থামানোর কোনো ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা টাইম মেশিনের সাহায্য না নিয়েই। সুতরাং আমাদেরকে এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।'

'স্যার আমার মনে হয় আমি ভুল করিনি। আমার অনুমানই ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা স্টপ করার কোনো উপায় তো খুঁজে পাচ্ছি না।

'চিন্তা কোরো না ইয়ং বয়, আমি যে করেই হোক ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করেই ছাড়ব। এ কাজে তুমিও আমাকে সাহায্য করতে পারো।'

বস ঠিকই বলেছে, 'কিন্তু আমরা কোথা থেকে শুরু করব ?'

'প্রথমে আমাদেরকে টাইউডের আন্ডারে যারা কাজ করত তাদের নামের একটা লিস্ট তৈরি করতে হবে।' বস উত্তর দিলেন।

'কেন ?' জিজ্ঞেস করলেন।

'দাঁড়াও বলছি। তুমি নিশ্চয় জানো যে টাইউড গ্রিক জানে না। সুতরাং নিশ্চয় গোপনে অন্য কাউকে দিয়ে অনুবাদটা করিয়েছে। কেউ নিশ্চয় বিনা পয়সায় কাজটা করেনি। আমার ধারণা টাইউড টাকাটা নিজের ফান্ড থেকে খরচ করেছে, সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেয়নি।'

'আমারও তাই মনে হয়। সরকারের কাছ থেকে টাকা নেয়ার চেয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা তার কাছে গুরুত্ব পাবে।' আমি জবাব দিলাম।

'কিন্তু কেন ? সমস্যাটা কোথায় ? গ্রিক ভাষায় কেমিস্ট্রি টেক্সটবুক অনুবাদ করা কি দোষের কিছু ?' বস মনে মনে বিড় বিড় করল।

সবকিছু ঘেটে জেমস বোল্ডারের নাম বের করতে আমাদের আধা ঘণ্টা সময় লাগল। তার নামের পাশে লেখা আছে 'কনসালটেন্ট'। কলেজ ক্যাটালগ থেকে জানা গেল সে ফিলসফির একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হলো অ্যাটিক গ্রিক সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুবই সমৃদ্ধ।

www.BanglaBook.org

আমরা যখন বাইরে বের হতে যাব তখন একটা ঘটনা ঘটল : বস হাত বাড়িয়ে যখন হ্যাটটা নিচ্ছিল তখন হঠাৎ করেই ইনটার টেলিফোপে চাপ পড়ে গেল এবং আমরা দেখতে পেলাম যে জেমস বোন্ডার সেখানে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ঘটনাটাকে কোইনসিডেন্ট ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। অবশেষে দু ঘণ্টার আলোচনা শেষে আমরা বসের অফিস থেকে বের হলাম।

প্রফেসর বোন্ডারকে একজন ধূসর মানব বলা যায়। তার চুল, চোখ এমনকি স্যুটটা পর্যন্ত ধূসর। মোটের উপর তার অঙ্গভঙ্গিও আমার কাছে ধূসর মনে হলো। আসলে তার মুখের প্রতিটি পরতে পরতে ধূসরতা ছড়িয়ে আছে।

বোন্ডার ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি গত তিনদিন ধরে তোমার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি কারণ তুমি পার আমাকে সাহায্য করতে।'

'তা না হয় বুঝলাম।' বস বললেন, 'কিন্তু তুমি কী বিষয়ে আমার সাহায্য চাও ?'

'প্রফেসর টাইউডের সাথে একবার দেখা করা আমার জন্য খুব জরুরি।'

'তুমি জান টাইউড কোথায় আছে ?' বস জিজ্ঞেস করল।

'আমি নিশ্চিত যে সে সরকারের কাস্টডিতে আছে।'

'কেন ?'

'কারণ সে এমন একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাতে যাচ্ছিল যেটা সমস্ত সিকিউরিটি রেগুলেশনকে ধ্বংস করে দিত। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে শেষ পর্যন্ত এক্সপেরিমেন্টটা চালিয়েছে। আর আমাকে এটা জানতেই হবে যে তার এক্সপেরিমেন্টটা সফল হয়েছে কি না ?'

'প্রফেসর বোন্ডার।' বস মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার বিশ্বাস তুমি গ্রিক ভাষা জানেন।'

'হ্যাঁ আমি জানি,' ঠাণ্ডা গলায় সে জবাব দিল।

'তাহলে এটাও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে তুমি প্রফেসর টাইউডের জন্য কেমিক্যাল টেক্সটটা অনুবাদ করেছ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, একজন এমপ্লয়েড কনসালটেন্ট হিসেবে।'

'তুমি কি জান বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে ? তুমি টাইউডকে অপরাধ করতে সাহায্য করেছ।'

'তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ ?'

'বুঝতে পারছ না ? টাইউডের টাইম ট্রাভেল সম্পর্কে কি তুমি কিছুই জান না কিংবা কি বলে—ওই যে মাইক্রোটেমপোরাল ট্রানস্লেশন ?'

'ও।' মৃদু হেসে বোন্ডার জবাব দিল, 'সে তাহলে সবকিছু তোমাদের খুলে বলেছে দেখছি।'

'না, সে বলেনি।' বস মুখ বিকৃত করল, 'প্রফেসর টাইউড মৃত।'

'কী ?' হঠাৎ করেই বোন্ডারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'সে স্ট্রোকে মারা গেছে। এই যে দেখ।'

এরপর বস তাকে বিস্ফোরণের রাত্রে টাইউডের সেফ থেকে তোলা ছবিটি দেখাল। মৃত, হতভাগা টাইউড বিকৃত মুখ নিয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

ছবিটি দেখে বোন্ডারের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধের উপক্রম হলো। সে পাকা তিন মিনিট ছবিটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল, 'জায়গাটা কোথায় ?'

'এটমিক পাওয়ার প্লান্ট।'

'এক্সপেরিমেন্ট কি সে শেষ করতে পেরেছিল ?' দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বোন্ডার জিজ্ঞেস করল।

বস ঘাড় উঁচু করে বলল, 'সেটা জানার উপায় নেই। কারণ আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।'

বোন্ডার ঠোঁটে কামড় দিয়ে রক্তশূন্য মুখে বলল, 'একদল বিজ্ঞানী পাঠিয়ে সেটা যাচাই করা উচিত। শুধু তাই নয় দরকার পড়লে এক্সপেরিমেন্টটা রিপিটও করা যেতে পারে।'

বস কিছু না বলে শুধু তার দিকে তাকিয়ে সিগারের জন্য হাত বাড়াল। মজার ব্যাপার হলো তাকে আগে কখনো এত বেশি সময় ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিগার হাতে রাখতে দেখিনি। যখন সে সিগারটা ফেলে দিল তখন দেখলাম সেটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। সিগারটা ফেলে বস বলল, 'বিশ বছর আগে একটা ম্যাগাজিনে টাইউডের একটা আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছিল–'

'ও।' ঠোঁট বাঁকিয়ে প্রফেসর বলল, 'তাহলে ওখান থেকেই তোমরা ক্লুটা পেয়েছ ? তাহলে এখন মাথা থেকে খারিজ করে ফেল। টাইউড বিজ্ঞানী ছিল ঠিকই কিন্তু ইতিহাস কিংবা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞানই ছিল না। আর্টিকেলটাকে একটা পাগলের প্রলাপ বলতে পার।'

'তোমার কি মনে হয় না যে তোমার ট্রানস্লেশন অতীতে পাঠিয়ে সে একটা গোল্ডেন এজের সূচনা করতে পারে ?' বস জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই না। কারণ ঐ সময়ে সভ্য সমাজ কেবলমাত্র যাত্রা শুধু করেছে আর তুমি কি বিশ্বাস কর যে ঐ নবীন সমাজ এ ধরনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল কিংবা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মানুষের পক্ষে একটা বিরাট সাইন্টিফিক প্রিনসিপল আবিষ্কার করা সম্ভব ? নিউটনের 'ল অব গ্রাভিটি' ইনানশিয়েশন করার জন্য বিশ বছর সময় লেগেছিল কারণ তখনকার হিসাব মতো পৃথিবীর ডায়ামিটারে দশ পারসেন্ট ভুল ছিল। আর্কিমিডিস ক্যালকুলাস আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সে অ্যারাবিক নিউমেরালম জানত না যেটা কতগুলো হিন্দু আবিষ্কার করেছিল।

'প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের দাস সমাজ ব্যবস্থার পেছনে প্রধান কারণ ছিল এই যে, তখন মেশিনের চেয়ে দাসরা সস্তা এবং সহজলভ্য ছিল। আর প্রকৃত মেধাবী ব্যক্তিরাও মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমাবার জন্য কোনো ডিজাইন তৈরিতে আগ্রহী ছিল না। এমনকি আর্কিমিডিস, যাকে ওই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার বলা হয় সেও ম্যাথমেটিক অ্যাবসট্রাকশনের কারণে তার প্রাকটিক্যাল ইনভেনশন পাবলিশ করেনি। আর যখন একটা বালক প্লেটোকে জিজ্ঞেস করেছিল যে জিওমেট্রির ব্যবহার কী ? তখন তো তাকে ঘাড় ধরেই একাডেমি থেকে

www.BanglaBook.org

বের করে দেয়া হয়। তার অপরাধ হলো তার মানসিকতা না কি আনফিলসফিক। সাইন্সকে কখনো জোর করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। সাইন্স সমাজের উন্নতির সাথে সাথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে কিংবা বলা যায় সাইন্সের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজও এগিয়ে চলে। আর মহান ব্যক্তির পক্ষে সমাজকে বাদ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না।'

বস প্রফেসরের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলল, 'ধরলাম টাইউডের কাজে তোমার কী ভূমিকা ছিল তুমি সবই বলেছ। তার মানে আমরা ধরব তোমার মন্তব্য হলো, ইতিহাস পরিবর্তন করা সম্ভব না।'

'সম্ভব। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হবে না। দেখ টাইউড আমাকে প্রথমে একটা টেক্সটবুক গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করে, টাকার কথা ভেবে আমিও রাজি হলাম কিন্তু সে বলল, অনুবাদটা হতে হবে পার্চমেন্ট পেপারের উপরে আর এনসিয়েন্ট গ্রিক টার্মিনোলজি ব্যবহারের জন্য চাপ দিল যে ভাষায় প্লেটো কথা বলত। কিন্তু ব্যাপারটা যে কত কঠিন তা খেয়ালই করল না। আমিও ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহলী ছিলাম যেহেতু তার আর্টিকেলগুলো আমার পড়া ছিল। আসলে আমার পক্ষেও সর্বশেষ সিদ্ধান্তে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল কারণ মডার্ন সাইন্স অনেক সময় মানুষের ধারণার অতীত কাজও সম্ভব করে তোলে। কিন্তু অবশেষে বুঝলাম যে ইতিহাস পরিবর্তন সম্বন্ধীয় টাইউডের থিওরি একটা শিশুসুলভ চিন্তাধারা ছাড়া কিছুই না। সময়ের প্রতি মুহূর্তে বিশ মিলিয়ন ভেরিয়েবল কাজ করে এমন কোনো ম্যাথমেটিক্যাল সিস্টেম কিংবা ম্যাথমেটিক সাইকোহিস্টোরি আবিষ্কৃত হয়নি যে এগুলোকে একসাথে হ্যান্ডল করতে পারে।

'সংক্ষেপে বলা যায় দুহাজার বছর আগের কোনো ঘটনায় ভেরিয়েশন ঘটিয়ে হয়ত পরবর্তী ইতিহাস পরিবর্তন করা যায় কিন্তু তার জন্য বিধেয় কোনো রাস্তা নেই।'

বস শান্তভাবে বলল, 'একটা ছোট নুড়ি পাথর যেমন হিমসম্প্রপাতের সূচনা করে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এক্সাক্টলি। ব্যাপারটা আপনি ভালোই বুঝেছেন দেখছি বিষয়টা নিয়ে এগোবার আগে আমি অনেক ভেবেছি এবং অবশেষে বুঝেছি যে কোন পথে আমার এগোনো উচিত এবং আমি সে পথেই এগিয়েছি।'

হঠাৎ একটা চাপা গর্জন করে বস চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল আর বোন্ডারের গলা চেপে ধরল। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটি ঘটল যে আমি কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বসকে বাধা দিতে গেলাম কিন্তু সে আমাকে দূরে সরিয়ে দিল।

আমি দেখলাম বস বোন্ডারের নেকটাই ধরে টানছে। তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। অবশ্য সে শ্বাস নিতে পারছিল। বস জোরে জোরে বলতে লাগল, 'আমি দেখে নেব তোমার দৌড় কতদূর। তোমাদের মতো কিছু মাথা খারাপ ফিলসফারদের জন্যই আজ পৃথিবীর এই জঘন্য অবস্থা। তোমরা চাও দাবার ঘুঁটি আবার নতুন করে চেলে সবকিছু উল্টে পাল্টে দিতে। তোমরা একবারও ভেবে দেখ না তোমাদের সাথে পৃথিবীতে আরো হাজার হাজার মানুষ বাস করে। তাদের ভাগ্য নিয়ে খেলা করার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা গডের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছ। এর ফল ভালো হবে না।'

'হয়ত আমি শুধুই বেঁচে থাকতে চাই কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা আরো ভয়াবহ হতে পারে। হাজার হাজার কারণ আছে পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওয়াইল্ডার নামের এক লোক একবার এক নাটক লিখেছিল যার নাম "দ্য স্কিন অব আওয়ার টিথ" তুমি মনে হয় এটি পড়ে থাকবে। নাটকটিতে সে বলতে চেয়েছে মানুষ শুধু বেঁচে থাকে তার টিথের স্কিনের কারণে। আমি তোমাকে আইস এজ সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি না। এমনকি গ্রিকদের ম্যারাথন বিজয় কিংবা আরবদের পরাজয় সম্বন্ধেও বলব না কারণ আমি ঐতিহাসিক নই।

'কিন্তু বিশ শতকের দিকে তাকাও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের মারনেতে দুবার থামানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও একই ঘটনা ঘটেছে। মস্কে আর স্টালিনগ্রাডে তাদেরকে আবার থামানো হয়েছে। গত যুদ্ধে আমরা এটম বোম ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু করিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন মনে হচ্ছিল দু পক্ষেরই এটা করতে হবে তখনই কমপ্রোমাইজটা আসল। এটার একমাত্র কারণ হলো জেনারেল ব্রুমের কাছে ম্যাসেজ ঠিকঠাক মতো না পৌছানো। এভাবে ইতিহাসে একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে যেগুলো পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এরকম অন্তত বিশটির মতো ঘটনা আছে যেগুলো সত্যি হলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসত।' বিজ্ঞের মতো জবাব দিল বোন্ডার।

'ও তাহলে ওই বিশটির মধ্যে একটি চ্যান্স নিয়ে পৃথিবীর মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছ। আর তোমরাই সফল কারণ টাইউড ঠিকই তার টেক্সটবুক অতীতে পাঠিয়েছে।' এ কথা বলতে বলতে বস উঠে দাঁড়িয়ে তার কলার ছেড়ে দিল আর সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বোন্ডার তিক্তস্বরে অবজ্ঞাভরে বলল, 'তুমি কত বোকা। মূল ঘটনাটার কত কাছে চলে গিয়েছিলে আবার একই সাথে মূল ব্যাপারটা থেকে কত দূরে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি সিওর যে টাইউড তার বইটি অতীতে পাঠিয়েছে ?'

'গ্রিক ভাষার কোনো কেমিক্যাল টেক্সটবুক পাওয়া যায়নি। আর একই সাথে মিলিয়ন মিলিয়ন ক্যালরি এনার্জি খরচ করা হয়েছে। অবশ্য এক্সপেরিমেন্টটা আনসাকসেসফুল করার জন্য আমাদের হাতে এখনো দু সপ্তাহর বেশি সময় আছে।'

'ওহ ননসেন্স। নো ফুলিশ ড্রামাটিকস, প্লিজ। জাস্ট লিসন টু মি এন্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। লেসিপাস এবং ডেমোক্রিটাস নামের দুজন গ্রিক ফিলসফার এক সময় এটমিক থিওরি দিয়েছিলেন। তাদের মতে প্রত্যেক বস্তুই এটম দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন ধরনের এটমের বিভিন্ন কম্বিনেশনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু তৈরি হয়েছে। থিওরিটা কোনো এক্সপেরিমেন্ট বা অবজারভেশনের ফল ছিল না। অনেক আগে থেকে এটা চালু ছিল। রোমান কবি লুক্রিটিয়াস তার "ডি বেরাম নেচারা"– "অন দ্য নেচার অব থিংস" বইতে থিওরিটা এলাবোরেট করে মডার্ন রূপ দিয়েছেন।

'হেলেনিক যুগে হিরো একটা স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করেছিল এবং এর ফলে ওয়েপনগুলো সম্পূর্ণ ম্যাকানাইজড হয়ে গিয়েছিল। এ সময়টাকে

www.BanglaBook.org

বলা হয় এবরটিভ ম্যাকানিক্যাল এজ কারণ বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সমাজে কোনো কাজে আসেনি। এর পেছনে প্রধান কারণ হলো ঐ সময়ের সোসাল এবং ইকনমিক কন্ডিশন বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য অনুকূল ছিল না। আলেক্সান্ড্রিয়ান সাইন্সও ছিল এ ধরনের একটা ফেনোমেনন।

'অনেকে আবার মনে করে পৌরাণিক বইগুলোতে যে রোমান রূপকথাগুলো ছিল সেগুলো সরাসরি গডের কাছ থেকে প্রাপ্ত–এগুলোতে অনেক রহস্যজনক তথ্য ছিল।

'সুতরাং বলা যায় যে এটা তোমরা ঠিকই ভেবেছ যে অতীতের কোনো ঘটনাকে যদি পরিবর্তন করা যায় তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তার পরিণতি হবে ব্যাপক। আর তোমাদের এ ধারণাটাও ঠিক যে এ পরিণতি পৃথিবীর জন্য ভালো না হয়ে বরং খারাপ হবে। কিন্তু আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে তোমাদের ফাইনাল কনক্লুশানে ভুল ছিল।

'কারণ এতক্ষণ ধরে আমি যে যুগের কথা বলেছি, এটা ছিল সেই যুগ যেখানে গ্রিক কেমিস্ট্রি বইটা পাঠানো হয়েছে। আর মডার্ন সাইন্স গ্রহণ করার মতো জ্ঞান ঐ যুগের মানুষের ছিল না।

'ঘটনাটা যদি ভালোভাবে খেয়াল কর তাহলে বুঝতে পারবে যে এর সাথে রেড কুইন্স রেসের মিল আছে। রেড কুইনের দেশে নিজের জায়গায় টিকে থাকার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াতে হতো। সো ইট ওয়াজ ইন দিস কেস। টাইউড হয়ত ভেবেছিল যে সে একটা নতুন পৃথিবী তৈরি করতে চলেছে কিন্তু ট্রানস্লেশনটা করেছিলাম আমি এবং আমি সেই প্যাসেজগুলোই ট্রানস্লেশন করেছিলাম যেগুলো সম্বন্ধে ঐ সময়ের লোকেরা কিছুই জানত না এবং যেগুলো বোঝার সাধ্য ঐ এনসিয়েন্টদের ছিল না।

'এবং সমস্ত ঘটনার পেছনে আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, দ্যাট ওয়াজ টু স্টে ইন দি সেম প্লেস।'

এরপর ধীরে ধীরে কেটে গেল তিন সপ্তাহ, তিন মাস এমনকি তিন বছর কিন্তু কিছুই ঘটেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন কিছুই ঘটে না তখন ঘটনাটার বিষয়ে কোনো প্রমাণই থাকে না। কেসটার বিষয়ে আলোচনা বাদ দিয়ে অবশেষে আমরা ক্ষান্ত হলাম কারণ আমরা এটা নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।

কেসটা যে ফিনিস হয়েছে একথা বলা যায় না। আর যেহেতু বোন্ডার পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে সেহেতু তাকেও ক্রিমিনাল বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত কেসটা সলভড কিংবা ক্লোজড আউট কোনোটাই হয়নি। শুধুমাত্র কেসটার ডেসিগনেশনের আন্ডারে একটা ফাইল তৈরি করা হয় এবং এটাকে নিক্ষেপ করা হয় ওয়াশিংটনের ডিপেস্ট ভল্টে।

বস এখন আছে ওয়াশিংটনে, খুব বড় একটা পোস্টে। আর আমি ব্যুরোর রিজিওনাল হেড। বোন্ডার অবশ্য এখনো অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর। কারণ, ইউনিভার্সিটিতে প্রোমোশনটা একটু স্লো।

অনুবাদ : মো. তানজিলুর রহমান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

লিভিং স্পেস

পৃথিবী ছাড়াও অন্য কোনো জনবসতিহীন গ্রহের একাকী একটি বাড়িতে বাস করতে ক্লারেন্স রিমব্রোর কোনো আপত্তি নেই যদিও পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ট্রিলিয়নের মতো।

কেউ যদি তাকে এ সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমস্যাগুলো নিয়ে প্রশ্ন করে তবে সে নিঃসন্দেহে প্রশ্নকর্তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। মূল পৃথিবীর একটি বাড়ি যতটা বড় হওয়া সম্ভব তার থেকে রিমব্রোর বাড়ির আয়তন অনেক বড় এবং সেটি অনেক আধুনিকও। নিজস্ব বাতাস এবং পানির সরবরাহ রয়েছে এবং এর ফ্রিজিং কম্পার্টমেন্টে রয়েছে প্রচুর খাবার। প্রাণশূন্য গ্রহটি যার উপর ওটা অবস্থিত তার থেকে একটি শক্তি বলয় দিয়ে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ঘরগুলো তৈরি পাঁচ একরের একটি ফার্মের উপর (অবশ্যই কাঁচ দ্বারা আচ্ছাদিত) যেখানে গ্রহটির প্রাণদায়িনী সূর্যের আলোয় ফুল জন্মায় আনন্দের উপকরণ হিসেবে আর জন্মায় শাকসবজি, স্বাস্থ্যের জন্য। কিছু সংখ্যক মুরগিও এখানে চড়ে বেড়ায়। বিকেলবেলা মিসেস রিমব্রোকে নিজে কিছু একটা করার স্বাদ দেয় আর খেলার জন্য সুযোগ করে দেয় রিমব্রোর দুই সন্তানকে যখন তারা ঘরের মধ্যে খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে ওঠে।

তাছাড়া কেউ যদি মূল পৃথিবীতে যেতে চায় কিংবা জোরাজুরি করে, কেউ যদি চারপাশে মানুষজনের সান্নিধ্যে আসতে চায় এবং খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে কিংবা পানিতে সাঁতার কাটতে চায় তাহলে বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেই হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে সমস্যাটা কোথায় ?

এটাও মনে রাখতে হবে, প্রাণহীন গ্রহটি যার উপর রিমব্রোর বাড়িটি অবস্থিত সেখানে রয়েছে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। মাঝে মধ্যে বাতাস এবং বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ ছাড়া কোনো ব্যতিক্রম নেই। সেখানে রয়েছে পরম একাকিত্ব এবং দুইশো মিলিয়ন বর্গমাইলের একটি গ্রহের একক আধিপত্যের অনুভূতি।

ক্লারেন্স রিমব্রো একজন অ্যাকাউনট্যান্ট। তিনি অত্যাধুনিক কম্পিউটার মডেল পরিচালনায় দক্ষ। আচার-আচরণ এবং পোশাক-পরিচ্ছদে সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন। তার পাতলা সুবিন্যস্ত গোঁফের নিচে তাকে খুব একটা বেশি হাসতে দেখা যায় না এবং তিনি নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। যখন তিনি কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসেন তখন মাঝে মাঝে মূল পৃথিবীর বসবাসের এলাকার মধ্য দিয়ে ফেরেন। এসময় তাকে বাড়িঘরগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। তার ঠোঁটে লেগে থাকে আত্মতৃপ্তির একটি হাসি।

স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা মানসিক বিকৃতির কারণে কিছু লোক মূল পৃথিবীতে বাস করে। এটা তাদের জন্য মোটেও সুখকর নয়। উপরন্তু মূল পৃথিবীর ভূমিকে এর ট্রিলিয়ন (পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুই ট্রিলিয়ন হয়ে যাবে) সংখ্যক অধিবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ এবং মৌলিক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। প্রতিটি অধিবাসীর জন্য সীমিত জায়গা নির্ধারিত করা আছে। মূল পৃথিবীর বাড়িগুলো এর নির্ধারিত জায়গার চেয়ে বড় হতে পারবে না। যারা এই বাড়িগুলোতে বাস করেন তাদেরকে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। রিমব্রোর বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টা বেশ আনন্দদায়ক।

সে তার জন্য বরাদ্দকৃত স্থান পরিবর্তক সম্প্রদায়টিতে প্রবেশ করে। যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা চার থাম ওয়ালা খাটো মোটা স্তম্ভের মতো। সেখানে সে আরো অনেকের সাথে মিলিত হয় যারা যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। সে লাইনের শীর্ষে পৌঁছানোর আগে আরো অনেকেই উপস্থিত হয়। একটি সামাজিক মিলনমেলার মতো।

www.BanglaBook.org

'তোমার গ্রহের খবর কী ?' 'তোমারটা ?' এই ধরনের খুচরো আলাপই সাধারণত হয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। খারাপ আবহাওয়া কিংবা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে তার বাসস্থান পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেটা অবশ্য সাধারণত ঘটে না।

কিন্তু সময় কেটে যায়। তারপর রিমব্রো একসময় লাইনের শীর্ষে পৌঁছায়। সে তার চাবিটি স্লটে প্রবেশ করিয়ে সঠিক সংখ্যাগুলো ঢোকায় এবং সে একটি নতুন সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় ; তার নিজস্ব সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র। এই সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে সে একজন বিবাহিত এবং উৎপাদনকারী নাগরিক। তার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রটি বিস্তার লাভ করেছে একটি গ্রহে যাতে প্রাণ নেই। নির্দিষ্ট প্রাণহীন গ্রহে প্রবেশ করে রিমব্রো তার নিজের বাড়িতে হেঁটে ঢুকে যায়।

ব্যাপারটা এরকমই।

রিমব্রো অন্য কোনো সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে বাস করতেও চিন্তিত নয়। সে কেন চিন্তিত হবে ? এটা তার মনে কোনো চিন্তার উদ্রেক করে না। বসবাসযোগ্য পৃথিবীর সংখ্যা এখানে অসীম। প্রতিটিই তার নিজস্ব খোপে অবস্থিত এবং প্রত্যেকটিরই রয়েছে নিজস্ব সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র। হিসাব মতে পৃথিবীর মতো একটি গ্রহে প্রাণের বিস্তার হওয়ার সম্ভাবনা পঞ্চাশ শতাংশ। সম্ভাব্য পৃথিবীর অর্ধেকটিতে (এখনো অসীম, কারণ অসীমকে ভাগ করলে অসীম হয়) প্রাণ রয়েছে বাকি অর্ধেকটিতে (অসীম সংখ্যক) নেই। অ-আবিষ্কৃত পৃথিবীর মধ্যে তিন বিলিয়ন পৃথিবীতে বাস করে তিন বিলিয়ন পরিবার। প্রতিটিতেই রয়েছে নিজস্ব সাজানো বাড়ি। প্রতিটিই শক্তি পাচ্ছে সূর্য থেকে এবং প্রতিটিই শান্তিতে রয়েছে। প্রতিদিনই আবিষ্কৃত পৃথিবীর সংখ্যা এক মিলিয়ন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একদিন রিমব্রো বাড়ি ফেরার পর তার স্ত্রী সান্দ্রা তাকে বলল, 'একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে।'

রিমব্রোর ভ্রু উপরে উঠে গেল। সে তার স্ত্রীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নির্দিষ্ট মনে। তার পাতলা হাতে খানিকটা অস্থিরতা এবং ঠোঁটের কোণে ফ্যাকাসে ভাব ছাড়া বাকি সবই স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিমব্রো একহাতে তার টপ কোটটি ঝুলিয়ে হ্যাঙারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'শব্দ ? কোথায় শব্দ ? আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

'এখন থেমে গিয়েছে,' সান্দ্রা বলল। 'সত্যিকথা, এটা অনেকটা দুম দুম শব্দের মতো শোনাচ্ছিল। এটা খানিকক্ষণ শোনা যায় আবার থেমে যায়। তারপর আবার খানিকক্ষণ শোনা যায় এবং এভাবেই চলতে থাকে। তুমি কোনদিনই এ ধরনের কোনো কিছু শোনোনি।

রিমব্রো কোটটি ঝুলিয়ে রাখল, 'কিন্তু সেটা প্রায় অসম্ভব।'

'আমি এটা শুনেছি।'

'আমি যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করছি', রিমব্রো আস্তে করে বলল। 'কোনো একটা সমস্যা হয়েছে।'

তার অ্যাকউনট্যান্টের চোখ কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাতের খাবার খেতে গেল। সে শুনতে পেল সারভেটগুলো (গৃহস্থালি কাজ কর্মে নিয়োজিত রোবট) গৃহস্থালি কাজকর্ম নিয়ে গুনগুন করে কথা বলছে। একটি সারভেট খাবার প্লেটগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আরেকটু হলেই ফেলে দিচ্ছিল, তারপর কোনো রকমে সামলে নিল। এটা দেখে রিমব্রো ঠোঁট কুঁচকে বলল, 'মনে হয় কোনো একটা সারভেট বিকল হয়ে গিয়েছে। আমি তাদের পরীক্ষা করছি।'

'শব্দটা সেরকম নয় ক্লারেন্স', সান্দ্রা বলল।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশি চিন্তা না করে রিমব্রো শুতে গেল এবং মাঝ রাতে কাঁধে স্ত্রীর হাতের স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠল। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার হাত চলে গেল দেয়ালে সুইচে। আলো জ্বলে উঠল। 'কী ব্যাপার ? কটা বাজে এখন ?'

সান্দ্রা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'শোনো ! শোনো !'

হ্যাঁ ঈশ্বর, রিমব্রো ভাবল, সত্যিই শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা স্পষ্ট দুম দুম শব্দ। আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

'ভূমিকম্প ?' ফিসফিস করে বলল। তাই-ই হবে। যদিও সবগুলো গ্রহেই ভূমিকম্প মুক্ত এলাকা বাসস্থানের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

'সারা দিন ধরেই ?' সান্দ্রা অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করল। 'আমার মনে হয় এটা অন্য কিছু।' সে অন্য সকল অধিবাসীর গোপন আশঙ্কাটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচ্চারণ করল, 'আমার মনে হয় এই গ্রহে আমাদের সাথে আরো কেউ একজন রয়েছে। এই পৃথিবীটি দখল হয়ে গিয়েছে।'

রিমব্রো যুক্তিভিত্তিক চিন্তা করল। সকাল হতেই সে তার স্ত্রী এবং বাচ্চাকাচ্চাকে রেখে আসল স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে। তারপর একদিনের ছুটি নিয়ে চটজলদি পৌছাল হাউজিং ব্যুরো সেন্টরে।

সে সবকিছু নিয়েই মহা বিরক্ত।

হাউজিং ব্যুরোর কর্মকর্তা বিল চিং মানুষটা ছোটখাটো এবং আমুদে। সে মঙ্গোলিয়ান বংশোদ্ভূত এবং ব্যাপারটা নিয়ে সে বেশ গর্বিত। সে মনে করে সম্ভাব্যতা ক্ষেত্র মানব জাতির সর্বশেষ সমস্যাটিরও সমাধান করেছে। হাউজিং ব্যুরোর আরেক কর্মকর্তা অ্যালেক মিশহফ-এর মতে সম্ভাব্যতা ক্ষেত্র হলো একটা প্রলোভন, যার মধ্যে মানব জাতিকে হতাশাব্যঞ্জকভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সে মূলত আর্কিওলজি বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। সে বিভিন্ন প্রাচীন বিষয় নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছে এবং এখনো এসব জ্ঞানে তার সুচারুরূপে ভারসাম্যপূর্ণ মস্তিষ্কটি– টইটম্বুর। ঘন ভ্রু থাকা সত্ত্বেও তার চেহারাটি স্পর্শকাতর দেখায়। সে একটি নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নিয়ে বসবাস করে যেটা সে আজ পর্যন্ত কাউকে বলার সাহস পায়নি। যদিও এ বিষয়ে তার চিন্তা-ভাবনা তাকে আর্কিওলজি থেকে হাউজিং-এ টেনে এনেছে।

টিং-এর পছন্দের উক্তি হলো 'ম্যালথাসের নিকুচি করি।' এটা অনেকটা তার ট্রেডমার্কের মতো হয়ে গিয়েছে। 'ম্যালথাসের নিকুচি করি। আমরা এখন জনসংখ্যা বাড়াতে পারছি না। যাই হোক শিগগিরই আমরা সংখ্যায় দ্বিগুণ এবং চতুর্গুণ হয়ে যাব। মানুষ প্রজাতির সংখ্যা এখনো সসীম। কিন্তু বাসস্থানহীন গ্রহের সংখ্যা অগণিত। আমরা শতক, হাজার এমনকি মিলিয়ন সংখ্যক জায়গা দিতে পারি, প্রচুর জায়গা এবং প্রতিটি সম্ভাব্যতা সূর্য থেকে প্রচুর শক্তি।'

'একটি গ্রহে একজনের চাইতে বেশি ?' মিশহফ তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিং বুঝল সে কী বোঝাতে চাচ্ছে। যখন সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রের প্রথম ব্যবহার শুরু হলো তখন প্রতিটি অধিবাসীকে এক একটি গ্রহের সকল ক্ষমতাসহ একক মালিকানা দেয়া হলো। এটা তাদের কাছে ছিল অনেকটা স্বপ্নের মতো এবং তারা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। নতুন স্লোগান চালু হলো কোন লোকটি এত গরিব যে তার সাম্রাজ্যের আয়তন চেঙিস খানের চাইতে ছোট। বর্তমান একটি গ্রহে একাধিক অধিবাসী বসানোর ফলে সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

চিং কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এটার জন্য মানসিক প্রস্তুতি দরকার। সেটা কী ? সেটা হলো পুরো ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।'

'আর খাবার দাবার ?' মিশহফ জিজ্ঞেস করল।

'তুমি তো জান আমরা অন্যান্য সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রে হাইড্রোফোনিক কর্মসূচি চালু করছি। ইস্ট কালচার করারও চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। যদি সম্ভব হতো তবে আমরা নতুন মাটিরও চাষ করতে পারতাম।

'পরিধেয় স্পেস স্যুট আর অক্সিজেনের ব্যাপারে কী করবে ?'

'আমরা পর্যাপ্ত অক্সিজেনের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে ফেলব। যখন গাছগুলো বড় হবে তখন সেই কাজ তারাই করবে।'

'সময় কত লাগবে খেয়াল আছে তোমার। মিলিয়ন বছরের কম না।'

'মিশহফ, সমস্যাটা তোমার নিজের,' চিং বলল, 'তুমি কি ইদানীং বেশি করে প্রাচীন বইপত্র পড়ছ ? তুমি একজন হতাশাবাদী।'

কিন্তু চিং সত্যিকার অর্থে এমনটি মনে করে না। মিশহফও নির্বিকারভাবে তার প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে থাকে। মিশহফের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে সে একদিন হাউজিং সেক্টরের প্রধানকে দেখে নেয়ার মতো সাহস অর্জন করবে।

এই মুহূর্তে তাদের সামনে বসে আছে ক্লারেন্স রিমব্রো। সে কিছু পরিমাণে ঘর্মাক্ত এবং রাগান্বিত। এই ব্যুরোতে পৌঁছাতে তার দুটি দিন নষ্ট হয়েছে।

www.BanglaBook.org

সে বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে বলল, 'আমি বলছি যে গ্রহটি কেউ দখল করেছে। আমি এ ধরনের ব্যাপার সহ্য করব না।'

পুরো ঘটনাটি শুনে চিং তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। সে বলল, 'এ ধরনের শব্দ প্রাকৃতিক ঘটনার কারণেও হতে পারে।

'কী ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা ?' রিমব্রো জানতে চাইল। আমি চাই একটি তদন্ত হোক। যদি এটা প্রাকৃতিক ঘটনা হয় তবে আমি জানতে চাই এটা কী ধরনের। আমি বলছি গ্রহে আরো কেউ বাস করছে। এটার উপর অবশ্যই কোনো প্রাণী ঘোরাফেরা করছে। আমি কারো সাথে গ্রহটি ভাগাভাগি করে থাকার জন্য ভাড়া দিই না।'

'মি. রিমব্রো, কতদিন ধরে আপনি আপনার পৃথিবীতে বসবাস করছেন ?'

'সাড়ে পনেরো বছর।'

'এই সাড়ে পনেরো বছরে আপনি কি কোনো রকম প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন ?'

'এখন পাচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর একজন উৎপাদক নাগরিক হিসেবে আমি তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

'অবশ্যই আমরা তদন্ত করব স্যার। আমরা শুধু আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে চাচ্ছি যে সব কিছুই ঠিক ঠাক চলছে। আপনি জানেন কতখানি সতর্কতার সাথে সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয় ?'

'আমি একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এ সম্বন্ধে আমার ভালোই ধারণা আছে।' রিমব্রো পরক্ষণেই উত্তর দিল।

'তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আমাদের কম্পিউটার আমাদেকে ফাঁকি দেবে না। আগে ব্যবহার করা হয়েছে এমন সম্ভাব্যতা সে কখনোই উত্তোলন করবে না। সে এটা করতেই পারে না। তাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে সে এমন একটি পৃথিবী পছন্দ করবে যার জলবায়ু কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ। সেখানে উদ্ভিদের বিকাশ এবং ফলশ্রুতিতে প্রাণীর বিকাশ হয়নি। কারণ উদ্ভিদ জন্মালে তা সব কার্বন ডাই অক্সাইডকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করত। আপনি কি বুঝতে পারছেন ?'

www.BanglaBook.org

'আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি এবং আমি এখানে তত্ত্ব কথা শোনার জন্য আসিনি। আমি আপনার কাছ থেকে একটি তদন্ত আশা করছি এর বেশি কিছু নয় : এটা একটা লজ্জার ব্যাপার যে, আমি আমার গ্রহটি আরেকজনের সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করব। আমি চাই না এটি স্থায়ী হোক।'

'না, অবশ্যই না।' চিং উষ্মা ভরে বলল। সে মিশহফের বিদ্রুপপূর্ণ দৃষ্টি উপেক্ষা করে বলল, 'আমরা আপনার গ্রহে রাতের পূর্বেই পৌঁছে যাব।'

চিং আর মিশহফ দুজনে সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে রওনা হলো।

মিশহফ বলল, 'আমি তোমার কাছে একটা ব্যাপার জানতে চাই। তুমি কেন বারবার বলছ যে, "আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই স্যার ?" শুধু বলার জন্য বলা ? তাদের চিন্তা করার অবশ্যই কারণ আছে ? এটা তোমার বেলায় ঘটলে কী করতে ?'

'আমি অবশ্যই চেষ্টা করতাম। তাদের চিন্তা করা ঠিক হচ্ছে না।' চিং অস্থিরভাবে বলল। 'কোনদিন শুনেছ যে কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ একটি গ্রহে কেউ বাস করছে। তাছাড়া রিমব্রো এমন ধরনের মানুষ যে গুজবে বিশ্বাস করে। আমি এদের খুব ভালো করে চিনি।'

মিশহফ আস্তে করে বলল, 'তুমি কী করে জানলে যে রিমব্রোর গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই ?'

'কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ আবহাওয়া।'

'কিন্তু ধর–' মিশহফ শেষ না করে থেমে গেল। সে দুর্বলভাবে ফিসফিস করে বলল, 'ধর এমন ধরনের প্রাণের বিকাশ হয়েছে যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ পরিবেশে বাঁচতে পারে।'

'এটা কোনদিন ঘটেনি।'

'অসীম সংখ্যক পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটা সম্ভব।'

সে ফিসফিস করে শেষ করল, 'অবশ্যই যে কিছুই ঘটতে পারে।'

'তার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।'

তারা স্থান পরিবর্তক ক্ষেত্রটিতে পৌঁছাল। এরপর স্থান পরিবর্তক যন্ত্রটিতে ঢুকে রিমব্রোর সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করল। প্রথমে চিং তারপর মিশহফ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চমৎকার একটি বাসা' চিং তৃপ্তির সাথে বলল মডেলটিও চমৎকার ! দারুণ দেখতে।'

'কিছু শুনতে পাচ্ছ ?' মিশহফ বলল।

'না।'

চিং বাগানের মধ্যে ঘুরতে লাগল। 'দেখে যাও' সে চেঁচিয়ে ডাকল মিশহফকে। 'রোড আইল্যান্ড রেড ফুটে আছে।'

মিশহফ তাকে অনুসরণ করল। সে একবার কাচ আচ্ছাদিত ছাদটির দিকে চোখ তুলে তাকাল। সূর্য দেখা যাচ্ছে। সূর্যটি অন্য সব প্লিসিয়ন সংখ্যক গ্রহের সূর্যের মতোই।

সে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'এখানে এমনও হতে পারে যে নতুন বৃক্ষ জন্মাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব কমে যাবে। কম্পিউটার এই পরিবর্তন ধরতে পারবে না।'

'এরপর লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে প্রাণ সৃষ্টি হতে। আরো লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে এগুলো সাগর ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসতে।'

'ব্যাপারটা যে একই ছক মেনে চলবে এমন কোনো কথা নেই।'

চিং তার সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুমি মনমরা হয়ে গেছ। একদিন তুমি আমাকে খুলে বলবে তোমার সমস্যাটা কী ? কোনোরকম লুকোছাপা করবে না। আমরা তোমার সমস্যাগুলো সরল করে দেব।'

মিশহফ বিরক্ত হয়ে কাঁধের উপর থেকে চিঙের হাত সরিয়ে দিল। চিঙের মাতব্বরি কখনোই সহ্য করা যায় না। সে বলল, 'এখন আবার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা শুরু করো না...' সে থেমে গেল। তারপর দীর্ঘশ্বাস করে বলল– 'শুনতে পাচ্ছ ?'

দূরে একটি দুম দুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনবরত। তারা দ্রুত ভূমিকম্পের মাত্রা নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি ঘরের মাঝে স্থাপন করল। তারপর শক্তি ক্ষেত্রটি চালু করে সেটি ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিল। তারা লক্ষ করতে লাগল কম্পমান কাঁটাটির দিকে যেটি কম্পনের মাত্রা পরিমাপ করবে।

মিশহফ বলল, 'শুধু ভূপৃষ্ঠের তরঙ্গই পাওয়া যাচ্ছে। খুব হালকা। এটা ভূ-অভ্যন্তরে ঘটছে না।'

চিং-কে অনেকটা বিভ্রান্ত দেখাল। 'তাহলে এটা কী ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার মনে হয়,' মিশহফ বলল। আমাদের এটা খুঁজে বের করাই উত্তম হবে। তার চেহারায় আশঙ্কার ধূসর ছায়া। 'আমাদের অন্য একটি স্থানে আরেকটি ভূমিকম্প মাত্রা নির্ধারক যন্ত্র স্থাপন করতে হবে।'

'অবশ্যই।' চিং বলল। আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক।'

'না।' মিশহফ জোর দিয়ে বলল। 'আমি বাইরে যাব।'

মিশহফ ভয় পাচ্ছে কিন্তু তার অন্য কোনো উপায়ও নেই। যদি তার আশঙ্কাই সত্যি হয় তবে প্রস্তুতি নিতে হবে। চিঙের উপর আস্থা রাখা যায় না। তাকে পাঠানো বোকামি হয়ে যাবে। যে যদি চিং-কে সতর্ক করতে না পারে তবে কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু মিশহফ সাহসী ব্যক্তির ছাঁচে তৈরি নয়। অক্সিজেন স্যুটে প্রবেশ করার সময় সে কাঁপতে লাগল। তারপর যখন সে তার ডিসরাপ্টার দিয়ে জরুরি বের হওয়ার পথটি মুক্ত করার জন্য শক্তি বলয়টি গলিয়ে ফেলতে চাইল তখনো তার হাত কাঁপছিল।

'তোমাকেই যেতে হবে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে কি ?' মিশহফের অপটু হাতের কাজ দেখে চিং জানতে চাইল। 'আমার যেতে ইচ্ছে করছে।'

'কোনো ব্যাপার না। আমি যাচ্ছি।' মিশহফ বলল।

তার গলা শুকিয়ে আসছে। সে বাইরে পা দিতেই জনবসতিহীন গ্রহে ঢুকে পড়ল। জনবসতিহীন এবং প্রাণশূন্য। সম্ভবত একটি প্রাণশূন্য পৃথিবী !

দৃশ্যটি মিশহফের নিকট অপরিচিত নয়। সে এই দৃশ্য এক ডজনেরও বেশি বার দেখেছে। নগ্ন পাথর। বাতাস এবং বৃষ্টিবহুল আবহাওয়া। গিরিখাতগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো বালিতে আচ্ছাদিত। একটি ছোট এবং স্রোতস্বিনী নদী শব্দ করে পাথরগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সব কিছুই বাদামি এবং ধূসর। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। জীবনের সাড়াশব্দহীন।

বাসাটির অবস্থান এমন স্থানে যেটিকে মূল পৃথিবীতে ল্যাব্রাডর বলা হতো (এখানেও অবশ্য ল্যাব্রাডর বলা হয়)। হিসেব করে দেখা গিয়েছে প্রায় কোয়াড্রিলিয়ন সংখ্যক গ্রহের মধ্যে একটিতে প্রভূত জিওলজিক্যাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বা ভূপরিবর্তন ঘটে। মহাদেশগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ছাড়া খুব একটা বেশি পরিবর্তন ঘটে না।

এখন অক্টোবর মাস। তবুও একটি চিটচিটে গরম আবহাওয়া বিরাজ করছে। এটার কারণ হলো এই গ্রহের মৃত জলবায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের হট হাউস এফেক্ট।

স্যুটের অভ্যন্তরে থেকে মিশহফ তার স্বচ্ছ মাস্কের মধ্য দিয়ে দেখতে পেল সবকিছুই কেমন নিরানন্দ এবং মলিন। যদি শব্দটির উপকেন্দ্র কাছেই অবস্থিত হয় তবে দ্বিতীয় সিসমোগ্রাফটি (ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্র) মাইল খানেকের ভেতরে বসালেই চলবে। যদি এটা না হয় তবে তাদেরকে একটি এয়ারস্কুটার আনতে হবে। যাই হোক, প্রথম ছোট সম্ভাবনা থেকেই শুরু করতে হয়।

সে একটি পর্বতের পার্শ্বদেশ বরাবর উপরে উঠতে শুরু করল। যখন সে চূড়ান্তে পৌছল তখন সে তার স্পটটি নির্বাচন করতে পারল।

মিশহফের বুকে ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছিল। সে তার নিজের কণ্ঠস্বরই চিনতে পারল না। সে চিং-কে মাউথ পিসের মধ্য দিয়ে 'এ্যাই চিং, এখানে কোনো কিছু তৈরির কাজ চলছে।'

'কী ? সে চিঙের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কোনো ভুল নেই। ভূমিতে ছক কাটা। মেশিনগুলো কাজ করছে। পাথরে ঘটানো হচ্ছে বিস্ফোরণ। মিশহফ চিৎকার করে উঠল, 'তারা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। এটা তারই শব্দ।'

চিং উত্তরে বলল, 'কিন্তু এটা অসম্ভব। কম্পিউটার কখনই দ্বিতীয় কোনো সম্ভাব্যতা ক্ষেত্র অনুমোদন করবে না। এটা করতে পারে না।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না–' মিশহফ বলতে চাইল।

কিন্তু চিং তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার অনুসারী। সে বলল, 'মিশহফ তুমি ওখানেই থাকো আমিও এখনই আসছি।'

'না, কখনোই না। তুমি ওখানেই থাকো।' মিশহফ তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আমার সাথে রেডিও যোগাযোগ রেখো। আর দয়া করে আমি যখন সংকেত দেব তখন মূল পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকো।

'কেন ?' চিং জানতে চাইল। 'হচ্ছেটা কী ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি এখনো জানি না।' মিশহফ বলল 'আমাকে খুঁজে বের করার সুযোগ দাও।'

সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল তার দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে।

মিশহফ বিড়বিড় করে কম্পিউটার এবং সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রকে অভিশাপ নিতে দিতে পাহাড়ের অপর পাশের ঢাল বেয়ে পিছলে নেমে পড়ল।

একজন মানুষ বেরিয়ে আসল তার সাথে দেখা করতে। তার পরনে গ্যাস নিরোধক স্যুট সেটা মিশহফের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন কিন্তু দুজনের স্যুটের উদ্দেশ্য একই। সেটা হলো ফুসফুসকে অক্সিজেন সরবরাহ করা।

মিশহফ রুদ্ধশ্বাসভাবে তার মাউথপিসের মাঝ দিয়ে বলল, 'চিং শোনো, একটা লোক এগিয়ে আসছে। যোগাযোগ রেখো।' মিশহফ টের পেল তার হৃৎপিণ্ড আরো শান্তভাবে কাজ করছে এবং ফুসফুস নামের শ্বাসের হাপর দুটোর অবস্থাও স্বাভাবিক।

দুজন ব্যক্তি একে অপরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অপর ব্যক্তিটি ব্লন্ড এবং চেহারায় একটি কুশলী ভাব রয়েছে। সে মিশহফের দিকে অবাক হয়ে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে তাকে যাচাই করার চেষ্টা করছে।

সে খসখসে গলায় বলল, '*ওয়্যার সিভ সিই ? ওয়াজ ম্যাচেন সিই হাইয়ার ?*'

মিশহফের বজ্রাহত হওয়ার মতো অবস্থা হলো। সে যখন আর্কিওলজিস্ট হবার স্বপ্ন দেখত তখন সে দুই বছর যাবৎ জার্মান ভাষা শিক্ষা করেছিল। সে আগন্তুকটির মন্তব্যে যতটা না বিস্মিত হলো তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত হলো উচ্চারণের ধরন দেখে। সে যে উচ্চারণ শিখেছিল তার সাথে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই। আগন্তুকটি তাকে তার পরিচয় এবং এখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করছে।

বোকার মতো মিশহফ তোতলাতে তোতলাতে বলল, '*স্প্রেচেন সিই ডেউচস ?*' তারপর বিড়বিড় করে চিং-কে আশ্বস্ত করল। চিং ওদিকে প্রায় অস্থির হয়ে অনবরত প্রশ্ন করছিল যে এদিকে কিসের অর্থহীন আলোচনা হচ্ছে।

www.BanglaBook.org

জার্মান ভাষাভাষী লোকটি সরাসরি কোনো উত্তর দিল না। সে পুনরায় বলল, '*ওয়ার সিন্ড সিই ?*' তারপর অস্থিরভাবে যোগ করল, '*হিয়ার ইস্ট ফার ইন ভারইউকটেন স্প্যাস কেইন জিইট।*'

মিশহফ এর মধ্যে কোনো রকম রসিকতা খুঁজে পেল না। সে বলল, '*স্প্যারচেন সিই প্ল্যানেটিসচ ?*'

সে "আন্তগ্রহীয় চলিত ভাষা"-র জার্মান না জানায় কোনো রকমে অনুমান করে চালিয়ে দিল। বেশ খানিকক্ষণ পরে তার মনে হলো, সরাসরি ইংরেজি বলে দিলেই হতো।

অপর ব্যক্তিটি চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। '*সিন্ড সিই ওয়্যানসিনিং ?*'

মিশহফ অনেকটা সেরকমই চিন্তা করছিল তারপরও নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে কোনো রকমে দুর্বলভাবে বলল, 'ফালতু কথা বোলো না, আমি পাগল নই। আমি বলতে চাইছি, '*আউফ ডার আর্ড ওহের সিই গেকম–*'

জার্মান ভাষা পুরোপুরি জানা না থাকায় জন্য সে পুরো বাক্যটা শেষ করতে পারল না। কিন্তু নতুন একটি ভাবনা তার মাথার বিজবিজ করছিল এবং সে ভাবল যে সে এটি যাচাই করে দেখবে। সে আক্রমণাত্মকভাবে জিজ্ঞেস করল, '*ওয়েলচেস জার আস্ট এস জেইজট ?*'

আগন্তুকটি ধরেই নিয়েছিল যে মিশহফ পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মিশহফ যখন তাকে প্রশ্ন করল যে, এটা কী সাল, তখনি সে বুঝতে পারল মিশহফ পাগল নয়। এই একটা প্রশ্নই মিশহফ নির্ভুল জার্মান ভাষায় করতে পেরেছে।

আগন্তুকটি খানিকক্ষণ কী যেন বিড়বিড় করল সেটা অনেকটা জার্মান শপথ পাঠের মতো শোনাচ্ছিল। তারপর সে বলল, '*এস, আস্ট' ডোচ জ্যুই টাউসেন্ড ড্রেই। হানডার্ট ভাইয়ার-উয়ান্ড-সেচিগ উয়ান্ড ওয়াচাস–*'

এই জার্মান ভাষার স্রোত মিশহফের কাছে পুরোপুরি দুর্বোধ্য। তবে যদি সে সঠিকভাবে জার্মান ভাষা অনুধাবন করে থাকে তবে আগন্তুকের দেয়া তথ্য মতে এটা ২৩৬৪ সাল, যেটা প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। এটা কী করে সম্ভব ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিড়বিড় করে বলল, '*জিউ টাউসেন্ড ড্রেই হানডার্ট ভাইয়ের-আউন্ড সেচজিগ ?*'

'*জা জা,*' অপর ব্যক্তিটি তীব্র শ্লেষের সাথে উত্তর দিল : '*জিউ টাউসেন্ড ড্রেই হানডার্ট ভাইয়ের-উয়ান্ড সেচজিগ। ডের গ্যাঞ্জ জার ল্যান্ড আস্ট এস সো জিউয়েসেন।*'

মিশহফ কাঁধ ঝাঁকাল। এই ব্যক্তির বক্তব্য অনুসারে এতগুলো বছরে বুদ্ধিমত্তা খুবই দুর্বলভাবে বিকশিত হয়েছে এমনকি জার্মান ভাষাভাষী লোকের মাঝেও এবং এরা অনুবাদেও খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি। মিশহফ ভাবল।

কিন্তু অপর পক্ষের ধাতব কণ্ঠস্বর জার্মান ভাষায় চালিয়ে যেতে লাগল। '*জুয়েই চাউসেন্ড ড্রেই হানডার্ট ভাইয়ের উয়ান্ড সেচজিগ ন্যাচ হিটলার। হিল্ফট ডাস হইনেন ভিয়েল্লিয়েচ ? ন্যাচ হিটলার !*'

মিশহফ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। এটা আমাকে সাহায্য করবে, *এস হিলফট ! হোরেন সিই, বিটটে–*' সে গ্রহের চলিত ভাষা মিশ্রিত ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় কথা চালিয়ে যেতে লাগল। '*ফরহ্যাভেন স্যার উয়াম গটেস উইলেন–*'

২৩৬৪ সাল এবং হিটলার পুরোপুরি ভিন্ন ব্যাপার।

মিশহফ উত্তেজিতভাবে এটা আগন্তুককে বোঝাতে চাচ্ছিল।

অপর পক্ষকে খুব চিন্তিত দেখাল। সে তার এক হাত থুতনির কাছে রেখে চিন্তা করতে লাগল। সে হঠাৎ তার স্বচ্ছ মুখাবরণীটিতে আঘাত করে বাম হাতটি সেখানে বোলাতে থাকল।

হঠাৎ সে বলল, '*ইচ হেইস জর্জ ফ্যালেনবি ?*'

মিশহফ চিন্তা করল, নামটা অবশ্যই অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষা থেকে উদ্ভূত। যদিও উচ্চারণের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন আছে। তবুও অন্যান্য উচ্চারণ থেকে মনে হয় শব্দটি জার্মান ভাষাভাষীদের।

'*গুটেন ট্যাগ,*' মিশহফ আনাড়িভাবে বলল। '*ইচ হেইস অ্যালেক মিশহফ*' এবং বলার সাথে সাথে সে খেয়াল করল তার নিজের নামটি এসেছে স্ল্যাভিক ভাষা থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কম্মেন সিই মিট মির, হের মিশহফ,' ক্যালেনবি বলল। মিশহফ একটি অদ্ভুত হাসি হেসে বিড়বিড় করে তার ট্রান্সমিটারে বলল, 'সব ঠিক আছে চিং। সব ঠিক আছে।'

মূল পৃথিবীতে ফিরে এসে মিশহফকে সেক্টর ব্যুরোর প্রধানের মুখোমুখি হতে হলো। প্রধান ব্যক্তিটি তার নিজের চাকরিতে যথেষ্টই প্রবীণ। তার প্রতিটি ধূসর চুল প্রমাণ করে যে সে কতগুলো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এবং সেগুলো সমাধান করেছে আর প্রতিটি ঝরে যাওয়া চুল প্রমাণ করে যে সে কতগুলো সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। সে একজন সতর্ক ব্যক্তি। তার চোখগুলো এখনো উজ্জ্বল এবং দাঁতগুলোও সম্পূর্ণ তার নিজের। তার নাম বার্গ।

বার্গ তার মাথা ঝাঁকাল। 'ওরা জার্মান বলছিল কিন্তু সেই জার্মান ভাষা দুই হাজার বছরের পুরনো।'

'ঠিক তাই।' মিশহফ বলল।

'হুঁ। আর এই হিটলার ব্যক্তিটি কে?'

'সে প্রাচীন যুগের একটি বিদ্রোহী সংগঠনের নেতা ছিল। সে জার্মান জাতিকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এবং এটা ছিল পারমাণবিক যুগ শুরু হওয়ার সময়ে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, ধ্বংসের পূর্বে–?'

'হ্যাঁ। তখন একটির পর একটি যুদ্ধ চলছিল। এই যুদ্ধে অ্যাংলো-স্যাক্সন বাহিনী জয়লাভ করেছিল এবং এই কারণেই সম্ভবত আমরা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করি।'

'এবং যদি হিটলার এবং তার বাহিনী জয় লাভ করত, তাহলে আমাদেরকে ইংরেজির বদলে জার্মান ভাষায় কথা বলতে হতো?'

'ওরা ফ্যালেনবির গ্রহে জয়লাভ করেছে স্যার এবং ওরা জার্মান ভাষাতেই কথা বলে।'

'ওরা খ্রিষ্টাব্দের বদলে তারিখ গণনার ক্ষেত্রে হিটলার শব্দটি ব্যবহার করে।'

'ঠিক। এবং আমার ধারণা এখানে আরো একটি পৃথিবী রয়েছে যেখানে স্লাভিক জাতি জয়লাভ করেছে এবং তারা রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হতে পারে।' বার্গ বলল। 'তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের এটা আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল এবং যত দূর আমি জানি কেউই সেটা আঁচ করতে পারেনি। তার উপর এখানে বাসহীন পৃথিবীর সংখ্যা অসীম আর আমরা এককভাবে এই সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা নিরসনে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।'

'ঠিক তাই।' মিশহফ বিনীতভাবে বলল। বাসহীন পৃথিবীর সংখ্যা অসীম কিন্তু আমরা তার মধ্যে কেবল তিন বিলিয়ন সংখ্যক পৃথিবী দখলে আনতে পেরেছি। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের বাসস্থানের মাইল খানেকের মধ্যেই তারা আস্তানা গাড়বে। এটা অবশ্যই আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে।'

'তুমি কি ইঙ্গিত করছ যে আমাদের প্রতিটি গ্রহই খুঁজে দেখতে হবে?'

'আমি সেটাই ইঙ্গিত করছি স্যার। আমাদেরকে অন্যান্য বাসহীন পৃথিবীর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আফটার অল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই প্রচুর স্থান রয়েছে এবং কোনো রকম চুক্তি ছাড়া যদি আমরা সেসব গ্রহে বিস্তার লাভ করতে যাই তবে একটি সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়বে।

'হ্যাঁ', বার্গ চিন্তিতভাবে বলল। 'আমি তোমার সাথে একমত।'

ক্লারেন্স রিমব্রো সন্দেহজনক দৃষ্টিতে বার্গের বৃদ্ধ মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনি কি এবার নিশ্চিত?'

'নিঃসন্দেহে,' ব্যুরোর প্রধান ব্যক্তিটি বলল। 'আমরা দুঃখিত যে আপনাকে সপ্তাহ দুয়েকের জন্য অস্থায়ী কোয়ার্টারে থাকতে হয়েছিল –'

'তিন সপ্তাহের উপরে।'

'তিন সপ্তাহ। কিন্তু আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।'

'শব্দটা কিসের।'

'নিঃসন্দেহে ভূপ্রাকৃতিক, স্যার। একটি পাথর খণ্ড বাতাসের তোড়ে পাহাড়ের অন্যান্য পাথর খণ্ডের সাথে বাড়ি খাচ্ছিল। আমরা এটা সরিয়ে ফেলেছি এবং স্থানটি সার্ভে করে দেখেছি যে সেখানে এরকম কিছুর পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিমব্রো তার হ্যাটটি চেপে ধরে বলল, 'ঠিক আছে, আপনাদের পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদের কোনো দরকার নেই মি. রিমব্রো। এটাই আমাদের চাকরি।'

রিমব্রো দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর বার্গ মিশহফের দিকে ফিরল। মিশহফ এতক্ষণ চুপ করে রিমব্রোর ব্যাপারটা দেখছিল।

বার্গ বলল, 'যাই হোক জার্মানরা এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ। তারা আমাদেরকেই প্রায়োরিটি দেবে এবং তারা রওনা হয়ে পড়েছে ? তাদের স্লোগান হলো, সবার জন্য স্থান। তারা বাসহীন পৃথিবীতে যেকোনো সংখ্যক বাসস্থান তৈরি করতে সক্ষম। আর এই মুহূর্তে আমাদের প্রজেক্ট হলো আমাদের অন্য পৃথিবীগুলো অনুসন্ধান করা এবং সেখানকার অধিবাসীদের সাথে একই ধরনের চুক্তিতে আসা। এটা পুরোপুরি গোপনীয়।'

'সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হয়ে এটা জনসাধারণকে জানানো যাবে না...।'

'ওহ', মিশহফ বলল। উন্নতিগুলো তাকে খুব একটা উৎফুল্ল করেনি। তার নিজস্ব ভয় এখনো তাকে সতর্ক করে চলছে।

বার্গ, তরুণের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমরা যারা এই ব্যুরোতে এবং গ্রহের প্রজাতন্ত্রের সাথে যুক্ত আছি তারা সবাই তোমার দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা, তোমার পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা দেখে সন্তুষ্ট এই ব্যাপারটা অনেক মর্মান্তিক কিছু ঘটাতে পারত এবং সেটা তোমার জন্যই সম্ভবপর হয়নি। এইসব প্রশান্তি বাস্তব হয়ে উঠবে অচিরেই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার।'

'কিন্তু আমি আগেও যা বলেছি, এই ব্যাপারটা আরো অনেকেরই মাথায় আসার কথা ছিল। তোমার মাথায় এটা এল কীভাবে... আমরা তোমার অতীত খানিকটা যাচাই করে দেখেছি, তোমার সহকর্মী চিং আমাদের বলেছে যে, তুমি পূর্বেই সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছিলে। এবং তুমি সেই জার্মান আগন্তুকের সাথে দেখা করার জন্য জোরাজুরি করে বেরিয়ে গিয়েছিলে যদিও তোমার প্রচণ্ড ভয় করছিল। তুমি সেগুলো আক্ষরিক অর্থে খুঁজে পাও তার সম্বন্ধে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারো। কীভাবে পারো তুমি এটা ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিশহফ বিব্রতভাবে বলল, 'না, না। এটা আমি আগে কখনোই বুঝতে পারি না। এটা একটা সারপ্রাইজ হিসেবেই আসে। আমি--'

হঠাৎ সে শক্ত হয়ে গেল। এখন নয় কেন ? এরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে প্রমাণ করেছে যে তার কথার মূল্য আছে। একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। সে দৃঢ়ভাবে বলল, 'আরো কিছু বলার আছে ?'

'বল ?'

'আমাদের এই সৌরমণ্ডলে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া কোনো গ্রহে প্রাণ নেই।'

'সেটা ঠিক,' বার্গ বিনীতভাবে বলল।

'এবং কম্পিউটার সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রকে এমনভাবে বিকশিত করেছে যে আন্তঃনাক্ষত্রিক যোগাযোগ এখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার মাত্র।'

'তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ ?'

'আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি সবকিছুই ঘটছে এই সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রে ! কিন্তু অন্যান্য সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রও তো থাকতে পারে যেখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আন্তঃনাক্ষত্রিক যোগাযোগ ঘটে তাদের নাক্ষত্রিক সিস্টেমে।'

'থিওরেটিক্যালি।'

'এরকম একটি সম্ভাব্যতা ক্ষেত্রে পৃথিবীতে অন্যান্য বুদ্ধিমান প্রাণীর আগমন ঘটতে পারে। এটা যদি এমন একটি সম্ভাব্যতা ক্ষেত্র হয় যে পৃথিবীতে তারা বাসস্থান তৈরি করেছে তবে এটা আমাদেরকে এফেক্ট করে না ; তাদের সাথে মূল পৃথিবীর কোনো রকম যোগাযোগ থাকবে না। কিন্তু যদি তারাও এরকম কোনো পৃথিবী খুঁজে পায় যেটা বাসহীন তবে তারা সেখানে ভিত গাঁড়ার চেষ্টা চালাবে এবং এটা আমাদের কোনো একটা বাসস্থানও হতে পারে অবশ্যই।'

'আমাদের কেন ?' বার্গ শুষ্কভাবে জানতে চাইল। 'জার্মানের বাসস্থান নয় কেন ?'

'কারণ আমরা আমাদের বাসস্থানগুলো এক একজনকে এক একটি পৃথিবী হিসেবে বণ্টন করে দিয়েছি। জার্মান পৃথিবী সেরকমটি নয়। তারা আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে। এবং যদি পৃথিবী বহির্ভূত এই

www.BanglaBook.org

সম্প্রদায় এই ধরনের কোনো বাসস্থান খুঁজে পায়, তারা অনুসন্ধান করে পৃথিবীর মূল খুঁজে বের করবে।'

'কিন্তু যদি আমরা ক্ষেত্র পরিবর্তন ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দিই তবে তারা এটা পারবে না।' বার্গ বলল।

'যদি তারা একবার খোঁজ পেয়ে যায় যে ক্ষেত্র পরিবর্তক ব্যবস্থাটির অস্তিত্ব আছে তবে এটা তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে। একটি বুদ্ধিমান গোষ্ঠী যারা সময়ের বাধা অনায়াসে ডিঙিয়ে যেতে পারে এবং যারা যন্ত্রপাতির দিক থেকে যথেষ্টই এগিয়ে। যদি তারা এমনটি করে তবে কেমন করে আমরা এই বিশ্ববহির্ভূত সম্প্রদায়কে সামলাব ? তারা জার্মানও নয় আবার অন্য পৃথিবীরও নয়। তাদের ভিন গ্রহবাসীর মানসিকতা এবং উদ্দেশ্য থাকবে। এবং আমাদের নিজেদের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। আমরা শুধু একটার পর একটা পৃথিবী তৈরি করে যাচ্ছি এবং এই সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছি যে–'

তার কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় চড়ে গিয়েছিল এবং বার্গ তার প্রতি চেঁচিয়ে উঠল। 'ননসেন্স ! এটা পুরোপুরি হাস্যকর–'

বাজারটি বেজে উঠল এবং যোগাযোগ যন্ত্রের মনিটরে চিঙের মুখ ভেসে উঠল। চিঙের কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু–'

'ব্যাপার কী ?' বার্গ ক্রুদ্ধভাবে জানতে চাইল।

'এখানে একজন ব্যক্তি এসেছে। আমি জানি না সে কে। সে পাগল অথবা মাতাল। সে বলছে তার বাড়িটি ঘিরে রাখা হয়েছে এবং কিছু জিনিস তার বাগানের কাচের ছাদের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।'

'জিনিস মানে ?' মিশহফ চেঁচিয়ে উঠল।

'জিনিসগুলো গোলাপি। এদের শরীরে বিশাল লাল রঙের শিরা রয়েছে। আরো রয়েছে তিনটি চোখ এবং মাথার চুলের বদলে রয়েছে কিছু শুঁড়। তারা–।'

কিন্তু মিশহফ এবং বার্গ বাকিটুকু শুনতে পেল না। তারা একে অপরের দিকে একটি বোবা আতংক নিয়ে তাকিয়ে রইল।

অনুবাদ : মিনহাজ রাশীদুর রহমান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্লাইন্ড অ্যালি

মহাজগতের ইতিহাসে কেবলমাত্র একবারই বুদ্ধিমান নন-হিউম্যান গোষ্ঠির আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন
লিরগুন ভিয়ের প্রণীত

প্রেরক : বহির্জাগতিক অঞ্চল বিষয়ক দপ্তর
প্রাপক : লুডান অ্যান্টিঅক, প্রধান প্রশাসক, এ-৮
বিষয় : প্রশাসনিক পদ 'বেসামরিক তত্ত্বাবধায়ক' হিসেবে সেফাস-৮ এ নিয়োগ
সংযুক্ত তথ্যাবলি : (ক) পরিষদ আইন ২৫১৫, ৯৭১ অব্দ মহাজাগতিক বর্ষ (জি. ই.)
শিরোনাম : প্রশাসনিক পদে কর্মকর্তা নিয়োগ
(খ) সাম্রাজ্যিক নির্দেশপত্র, জা ২৩৭৪, তারিখ ২৪৩/৯৭৫ জি. ই.

১. সংযুক্ত তথ্যাবলির ক্ষমতাবলে ; (ক) উল্লেখিত পদে আপনাকে নিয়োগ দেয়া হলো। এই পদে আপনি সম্রাটের অধীনস্ত সেফাস-১৮ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাসরত নঞ মানবগোষ্ঠীর বেসামরিক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে (খ) আদেশ বলে নিযুক্ত হলেন।

২. উল্লেখিত পদের দায়িত্ব হবে নঞ মানবগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি পরিদর্শন, সরকারিভাবে অনুমোদিত অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন কমিটি বা পরিষদসমূহের সমন্বয় ও নঞ মানবগোষ্ঠীর সকল দশা ও বিষয় সম্পর্কে অর্ধবার্ষিক প্রণয়ন ও প্রদান।

সি. মোরিলি
বহির্জাগতিক অনুসন্ধান দপ্তর
১২/৯৭৭ জি. ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লুডান অ্যান্টিঅক, গোল মাথার ভদ্রলোক, মন দিয়ে শুনল এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের সাহায্য করতে রাজি আছি কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা ভুল লোক বেছে নিয়েছ। এই নিয়োগপত্র বরং তোমাদের দপ্তরে ফেরত নিয়ে যাও।'

জামো তার চেয়ারে আয়েস করে হেলান দিয়ে বসল, নাক চুলকে ভাবতে লাগল সবচেয়ে চৌকস জবাব কী হয়, অল্পক্ষণেই বলল, 'যৌক্তিক কিন্তু বাস্তবতাবিবর্জিত। আমি ভ্রান্তচর যেতে পারব না এখন। আপনি কি একেবারেই নিরুপায় ?'

'বেসামরিক প্রশাসক হিসেবেও আমাকে এই দপ্তরের নীতি লঙ্ঘন করতে হতে পারে' মন্তব্য করল লুজন।

'চমৎকার !' চেঁচিয়ে উঠলেন জামো, 'দপ্তরের নীতি বলতে কী বোঝা তুমি আসলে ? আমি সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিষদের প্রধান। এই পদ সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষমতা রাখে–তবুও অসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আমি নিরুপায়। বুড়ো ঘোড়ার মতো দপ্তরনীতি মেনে চলতে হয়। এই দপ্তরনীতির আমি কোনো গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা পাইনি।'

অ্যান্টিঅক স্থির নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বলল, 'মনে হয় আমাদের আজকের এই আলোচনা খুব আনুষ্ঠানিক নয় অর্থাৎ অন্তত তুমি আমাকে এর দায়ে অভিযুক্ত করতে পার না। দপ্তরনীতি হলো নঞ মানবদের সময় সর্বোচ্চ নমনীয়তা প্রদর্শন করা।

'তবে তাদের কোনো ক্ষমতা–'

'শ-শ, চিৎকার করে কোনো লাভ নেই। ব্যাপারটা হলো মহামান্য সম্রাট একজন মানবতাবাদী, আউরিলিয়ন-এর দর্শনের অনুসারী। আর সবাই অন্তত মনে মনে জানে সম্রাট এই আন্তঃজাগতিক সাম্রাজ্যের প্রথম প্রবক্তা ও রূপকার। তুমি বাজি ধরতে পার দপ্তরনীতি সম্রাটের খেয়াল খুশি মতো চলে। এবং পাশাপাশি তুমি এই বাজিও ধরতে পার যে আমি এই প্রবল প্রবাহের বিরুদ্ধে যাব না, যেতে পারবও না।'

'তবে জনাব' বিজ্ঞানী মাংসল ভ্রু তুলে বলল, 'এমন মনোভাব রাখলে তুমি তোমার চাকরি হারাবে, আমি তা চাই না, আমার উদ্দেশ্যও

www.BanglaBook.org

এটি নয়। এখানে এই পদে আসলে তোমার কিছু করার নেই, কিছুই হবে না এখানে।'

অ্যান্টিঅক, বেঁটে খাটো, মোটা, গোলাপি রাঙা ভদ্রলোক। তার মেদবহুল চিবুকে কেবল ভালো মানুষিভঙ্গিই প্রকাশ পায়। কিন্তু এখন গম্ভীরভাবে বলল, 'তাই ? কেন ?'

'তুমি এই সেফাস-১৮ অঞ্চল নিয়ে অল্পদিন ধরে আছ। আমি এখানে দীর্ঘদিন কাজ করছি' ভ্রু কুঁচকে একটা মোটা, কড়া সিগার বের করে বলল, 'একটা সিগার ধরাব ?' অনুমতি পেয়ে বেপরোয়াভাবে সিগার টানতে টানতে বলল, 'এখানে মানবিকতার কোনো স্থান নেই প্রশাসক, তুমি নন-হিউম্যানদের এমনভাবে বিবেচনা করছ যেন তারা মানুষ। এটা একেবারেই অর্থহীন। এমনকি আমি নন-হিউম্যান শব্দটিও পছন্দ করি না। এরা জন্তু।'

'তারা বুদ্ধিমান' বিস্মিত অ্যান্টিঅক নরম গলায় জানাল।

'আচ্ছা ! তবে বুদ্ধিমান জন্তু। আমার ধারণা এই শব্দ দুটি একসঙ্গে যায় না। বহির্জাগতিক বুদ্ধিমত্তা এখানে গুবলেট পাকানো ঠিক হবে না।'

'তবে কি তুমি এদের ধ্বংস করতে বলছ ?'

'ঈশ্বর ! না' জামো সিগারেট ঝেড়ে বলল, 'আমি বরং তাদের পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের বস্তু হিসেবে দেখতে চাই। এদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব। যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে এদের জ্ঞান মানব সভ্যতাকে অনেক সাহায্য করবে। জ্ঞান, মানবজাতির সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। আর নির্বিবাদী বিশ্বাস হিসেবে আউরিলিয়ন-এর দর্শন খারাপ নয় কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এগুলো একেবারেই সেকেলে, অকার্যকর, অর্থহীন।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ ?'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে রসায়ন বিষয়ে তাদের অগাধ জ্ঞান রয়েছে। এই বিষয়টি আমি তাদের কাছ থেকে নিতে চাই।'

'হ্যাঁ' অ্যান্টিঅক সম্মতি জানাল 'আমি গত দশ বছরের তাদের প্রকাশনা দেখেছি এবং আমি এ বিষয়ে আগ্রহী।'

www.BanglaBook.org

'চমৎকার,' জামো বলল, 'আমার বক্তব্য হলো তাদের রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিস্ময়কর, চমকপ্রদ। এই মুহূর্তে আমার স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতা মনে করতে পারছি, তারা আমার সামনে একটি ভাঙা হাড় পনেরো মিনিটে সম্পূর্ণ জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিল একটিমাত্র বড়ির সাহায্যে। মানুষের সাধারণভাবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি কাজে লাগবে না। সব ক্ষেত্রেই সেগুলো মানুষের জন্য বিষাক্ত কিন্তু আমি দেখতে চাই নঞ মানবদেহে এগুলো কীভাবে কাজ করে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝতে পারছি।'

'এবং আরো আছে। সবচাইতে চমৎকার ব্যাপার হলো তারা একটা অসামান্য উপায়ে ভাব বিনিময় করে।'

'টেলিপ্যাথি !'

বিজ্ঞানী ড. জামো বলতে থাকল মোহাচ্ছন্ন ভঙ্গিতে 'টেলিপ্যাথি ! টেলিপ্যাথি ! টেলিপ্যাথি ! কেউ জানে না টেলিপ্যাথি কী ? এর নাম জানে জেবল। এর ক্রিয়াকৌশল কী ?

'এর শরীরতত্ত্ব কী ? এর ভৌত প্রকৃতি কী ? আমি জানতে পারলে বেশ হতো কিন্তু এটা দপ্তরনীতির বিরোধী।'

'কিন্তু' অ্যান্টিঅক বলল, 'কিন্তু ডক্টর আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি নই। তুমি নিরস্ত হলে কেন ? নিশ্চয়ই বর্তমান প্রশাসক নন-হিউম্যানদের উপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিরোধী। আমি অবশ্যই আমার পূর্বতন কর্মকর্তার নীতির বিরুদ্ধে যাব না।'

'কোনো সরাসরি বাধা আসেনি এটুকুন বলতে পারি। তবে বিস্তারিত বলব না। বিশ্বজগতের সার্বিক অবস্থা আমাদের অন্তরায়। প্রশাসক। এ ব্যবস্থা আমাদের মানুষের সাথে কাজ করতে দেয় কিন্তু নন-হিউম্যান আর তার নেতাদের দেয় সামগ্রিক স্বাধীনতা আর স্বায়ত্তশাসন। এদের অউরিলিয়ন-এর দর্শন মতে 'অধিকার' সংজ্ঞায়িত করে। আমি এমনকি এদের নেতাদের সাথেও কাজ করতে পারি না।'

'নয় কেন ?'

'কারণ সে আমাকে আমার ইচ্ছেমতো কাজ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কারো বিনা অনুমতিতে সে কারো উপর পরীক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালাতে দিতে চায় না। দুই বা তিনজন নিম্নমানের স্বেচ্ছাসেবী আমাকে সাহায্য করেছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।'

অ্যান্টিঅক অসহায় কাঁধ ঝাঁকাল।

জামো বলতে থাকল, 'তাছাড়া মস্তিষ্কের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ছাড়া কিছু বোঝা অসম্ভব। ব্যবচ্ছেদ ছাড়া এসব জন্তুর শরীরতত্ত্ব ও রসায়ন জানা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কঠিন কাজ, প্রশাসক, আর এতে মানবতা না জড়ানোই শ্রেয়।'

অ্যান্টিঅক দ্বিধাগ্রস্তভাবে জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'নিশ্চয়ই অনেক জটিল ব্যাপার। তবে কি এরা একেবারেই নিরীহ নির্বিবাদী প্রাণী ? ব্যবচ্ছেদ এরা কোনো মতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারার কথা নয়। আমার ধারণা তুমি এদের শত্রু ভাবাপন্ন করেছ। এদের প্রতি তোমার ব্যবহার অসমীচীন।'

'অসমীচীন ? আমি তোমার ঐ সমাজ মনস্তত্ত্ববিদদের দলে নই যাদের লম্বা বুলি আমাদের বিজ্ঞানীদের প্রতিদিন নিরাশ করে। তোমার ঐ 'সমীচীন ব্যক্তিগত আচরণ বিধি' ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য সমস্যা সমাধান করতে পারে না'

'অত্যন্ত নির্দয় কথা বলছ তুমি। সমাজ মনস্তত্ত্ব প্রশিক্ষণ সব এ-৪ ধাপের প্রশাসক এর জন্য বাধ্যতামূলক।

আরেকটি সিগার ধরিয়ে জামো বলল, 'তাহলে তোমার দপ্তরের উপর তুমি তোমার পদ্ধতি ফলাও, মনে রেখ, আমার ও সাম্রাজ্যের আইন ও বিচার পরিষদে বন্ধু আছে।'

'এগুলো আমার দেখার বিষয় না। এসব ব্যাপার দপ্তরের। তবে মূল সমস্যা একটু ভিন্ন একটু পরোক্ষভাবে সমাধান করা যায়।'

'কেমন করে ?'

পাশে টেবিলে রাখা অনেকগুলো প্রতিবেদন দেখিয়ে অ্যান্টিঅক বলল, 'আমি এগুলো সব পড়েছি। বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় তবে কিছু বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে এখানে। যেমন সেদাস-১৮তে শেষ কবে নন-হিউম্যান শিশু জন্মেছিল ?'

হতাশভঙ্গিতে বিছুক্ষণ ভেবে জামো বলল, 'জানি না, জানতে চাইও না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু দপ্তর জানতে চায়। সেদাস-১৮ তে কখনো কোনো নন-হিউম্যান শিশু জন্মেনি। এই আবাস গঠন করা হয় দুই বছর আগে। এর মাঝে একটিও শিশু জন্মেনি কেন জান ?'

শরীরতত্ত্ববিদ কাঁধ ঝাঁকাল,' অনেক কারণ থাকতে পারে। দেখতে হবে।

'তাহলে তুমি একটি প্রতিবেদন লেখ।'

'প্রতিবেদন ! আমি বিশটি লিখেছি।'

'আরো একটি লেখ। যেভাবে পার এই সমস্যার সমাধান কর আর তাদের জানাও যে তুমি আমার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছ। জন্মহার সমস্যায় গুরুত্ব দাও। দপ্তর এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না। নন-হিউম্যান সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেলে অবশ্যই সম্রাটকে এর জবাব দিতে হবে।

অন্ধকার চোখে জামো বলল, 'এর দায় নিতে হবে ?'

'আমি সাতাশ বছর দপ্তরে কাজ করছি। আমি জানি কী হবে।'

'আমি বিষয়টা ভেবে দেখব।' বলে জামো বের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

পরে জামো তার সহকর্মীদের বলেছিল সে প্রথমত একটা ধুরন্দর আমলা কাগুজে কাজ ছাড়া সে কিছুই বোঝে না। সে খুব কম কাজই নিজে করে আর কোনো দায় সে নিজের কাঁধে নেবে না। তবুও সে আমাদের বেশ সাহায্য করতে পারে।

প্রেরক : প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয় সেফাস-১৮
প্রাপক : বহির্জাগতিক অঞ্চল বিষয়ক দপ্তর
বিষয় : বহির্জাগতিক অঞ্চল পরিকল্পনা ২৫৬৩, ২য় খণ্ড, সেফাস-১৮ এর নন-হিউম্যান গোষ্ঠীর উপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সমন্বয় প্রসঙ্গ।
সূত্র : (ক) বিইউওইউপ্রোভ পত্র সেপ-এন-সিএম/জেজি ১০০১৩২, তারিখ ৩০২/৯৭৫ জি.ই.
(খ) এডিএইচকিউ– সেফ ১৮ পত্র এএ-এলএ/জেজি তারিখ ১৪০/৯৭৭ জি.ই.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সংযুক্ত :

সাইগ্রুপ-১০ পদার্থ ও জীববিদ্যা বিভাগের রিপোর্ট, শিরোনাম : সেফাস ১৮-এর নন-হিউম্যানদের শরীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। একাদশ খণ্ড তারিখ ১৭২/৯৭৭ জি.ই.

১. সংযুক্ত ১, বিইউওইউপ্রোভ প্রদান করা হলো। লক্ষণীয় এর অনুচ্ছেদ ১-১৬, অধ্যায় ১২ বিইউওইউপ্রোভকে এর বর্তমান নীতি পরিবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছে।

২. লক্ষণীয় (খ) সূত্র অনুসারে বিইউওইউপ্রোভ দপ্তরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিবর্তনের যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা হয়নি, আরো পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে এডিএইচকিউ– সেফাস-১৮-এর জন্মহার সমস্যা নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হোক। সাইগ্রুপ-১০ এর রিপোর্ট অধ্যায় ও সংযুক্ত-১ মোতাবেক বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়া হোক।

এল. অ্যান্টিঅক, পরিদর্শক
এডিএইচকিউ– সেফ-১৮
১৭৪/৯৭৭

প্রেরক : বিইউওইউপ্রোভ
প্রাপক : এডিএইচকিউ– সেফ-১৮
বিষয় : বহি : জাগতিক অঞ্চল পরিকল্পনা-২৫৬৩, সেফাস-১৮ এর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমন্বয় প্রসঙ্গে
সংযুক্ত : (ক) এডিএইচকিউ– সেফ-১৮ পত্র এএ-এল/এমএন তারিখ ১৭৪/৯০৭ জি.ই.

১. প্রেরিত পত্রের ২য় অনুচ্ছেদ ১ম সংযুক্ত অনুসারে দপ্তরের উত্তর এই যে জন্মহার বহিঃঅঞ্চল দপ্তরের মনোযোগের বিষয় নয়। সাইগ্রুপ-১০ তাদের বন্ধ্যাত্বের জন্য খাবারের রাসায়নিক গুণাগুণকে চিহ্নিত করেছে। তাদের রিপোর্ট খাদ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

২. বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রুপের কার্যক্রম ও পদ্ধতি বর্তমানের মতোই চলবে। কোনো পরিবর্তন আনা হবে না।

সি. মোরিলি, চিফ, বিইউওইউপ্রোভ,
১৮৬/৯৭৭ জি. ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২

হাত পায়ের গঠনের কারণে সাংবাদিক সান্তিত বার্নেভকে যতটা লম্বা মনে হয় তত লম্বা তিনি নন। মৌলিক নৈতিকতা সম্পর্কে তার সুউচ্চ ধারণা তার পেশাগত প্রচার দিয়েছে।

লুবান অ্যান্টিঅক সাবধানতার সাথে তাকে মেপে নিল।' অস্বীকারও করার উপায় নেই সে পেশার কথা ঠিক। কিন্তু সাইগ্রুপ-১০ এর রিপোর্ট তো গোপন। তুমি কীভাবে এটা পেলে...'

'ব্রবই বের হয়ে আসে' বলল বানের্ড 'এটিও একইভাবে বের হয়েছে।'

অ্যান্টিঅক বিব্রত হলেন, তার গোলাপি মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে হলো 'তার মানে আমি এই বের হয়ে আসাকে সমর্থন করছি তোমার সাথে কথা বলে। না আমি তোমাকে কোনো স্টোরি দিতে পারি না। সাইগ্রুপ-১০ এর সব তথ্যটুকু বের হয়ে আসুক আমি তা চাই না।'

'না বার্নেড যথেষ্ট শান্ত এটা গুরুত্বপর্ণ এক সাম্রাজ্যের আদেশ বলে আমার অধিকার আছে। আমার মনে হয় সাম্রাজ্যে সকলের জানা উচিত কী হচ্ছে।

'কিন্তু কিছুই হচ্ছে না' অ্যান্টিঅক, 'তোমার সন্দেহ মিথ্যা, এ দপ্তর এর নীতি পরিবর্তন করছে না, এ বিষয়ক প্রমাণপত্র আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।'

'তুমি মনে কর যে জামোর মতো লোকের চাপের মুখে তুমি দাঁড়াতে পারবে ? জিজ্ঞেস করল সাংবাদিক।

'আমি যদি মনে করি সে ভুল করছে তবে অবশ্যই হ্যাঁ।'

'যদি সে ভুল করে !' সমতল গলায় বলল বার্নেড, 'অ্যান্টিঅক, সাম্রাজ্যের এখানে বিশাল কিছু উদ্দেশ্য আছে। তারা এই নন-হিউম্যান গোষ্ঠীকে ধ্বংস করছে। তারা এই বুদ্ধিমান প্রাণীদের খুবই নীচুমানের জন্তু হিসেবে দেখছে।

'তাই হলে– 'অ্যান্টিঅক দুর্বল গলায় বলল,

'সেফাস-১৮ বিষয়ে কিছু বলো না, এটি চিড়িয়াখানা, একটা উন্নত মানের চিড়িয়াখানা। অসহায় প্রাণীদের তোমরা আর তোমাদের বিজ্ঞানীরা চিড়িয়াখানায় দেখে শুনে রাখছ। কিন্তু তোমাদের কাছে তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাংসের দলা ছাড়া কিছুই নয়। আমি জানি। আমি দু বছর ধরে তাদের নিয়ে লিখছি। তাদের সাথে আমি যথেষ্ট আপন।'

'জামো বলে–'

'জামো !' সে চিৎকার করল।

'জামো বলে' আবার চেষ্টা করল অ্যান্টিঅক,' নন-হিউম্যান কোনো মতেই মানুষের তুল্য নয়। তারা জন্তু।'

লম্বা থুতনি উঁচিয়ে সাংবাদিক বলল, জামো তার পেশাগত কারণেই অনেক জান্তব। সে বিজ্ঞান পূজারি তার এ বিষয়ে সামান্যই করার আছে। তুমি অউরিলিয়ন এর কাজ পড়েছ ?'

'উম্‌ম হ্যাঁ, আমি জানি সম্রাট...'

'সম্রাটও আমাদের সাথে আছেন। এটি চমৎকার ব্যাপার।

'তুমি কী বলতে চাইছ আসলে ?'

'এই প্রাণীদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। জামো বা সাইগ্রুপ কেউই সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে না। তার সব নষ্ট করে ফেলবে। এই রসায়নে তাদের জ্ঞান। তাদের টেলিপ্যাথ, সব অর্থহীন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাদের জীবন দর্শন তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি। তুমি জান এদের সমাজে কোনো সন্ত্রাস কোনো অপরাধ নেই। কীভাবে কোন দার্শনিক প্রেক্ষাপটে এমন সমাজ গঠন সম্ভব হলো ? বা কীরকম সমাজ প্রকৌশল তাদের এমন অবস্থায় আনল ?'

অ্যান্টিঅক চিন্তিত হলেন 'এটা গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রহোদ্দীপক। এটা মনস্তাত্ত্বিকের পর্যবেক্ষণের বিষয়–'

'কোনো কাজ হবে না। এঁদের বেশিরভাগই অপদার্থ মনস্তাত্ত্বিকরা সমস্যা চিহ্নিত করে, তারা সমাধান চিহ্নিত করে। কিন্তু সমস্যার উৎসকে ধ্বংস করে না। আমাদের আউরিলিয়ন-এর মতো কাউকে লাগবে যা আমাদের সমাজকে প্রতিশ্রুত করবে। আমাদের একজন দার্শনিক লাগবে।'

'কিন্তু আমরা সেফাস ১৮কে একটি অধিবিদ্যা পর্যবেক্ষণ স্থলে পরিবর্তিত করতে পারি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন নয় ? সহজেই এটা করা যায়।'

'কীভাবে।'

'কাচের বয়ামে ভরে তাদের শিকেয় তুলে রেখে দিলে কীভাবে হবে ? তাদের সমাজ স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে দাও সাধারণ মানুষকে মতো তাদের আঞ্চলিক স্বাধীনতা না দিয়ে সবার মধ্যে মিশে যেতে দাও। তাদের দর্শন ছড়িয়ে পড়তে দাও মানব সমাজে।

'এখনই এমনটি করা সম্ভব নয়।' জবাব দিল অ্যান্টিঅক।

'আমরা এখনই শব্দ করতে পারি।'

'আমি তোমাকে থামাতে পারব না' ধীরে ধীরে বলল প্রশাসক চাপা চোখে বলল, কিন্তু এই তোমাকে ধ্বংস করাব তুমি সাইগ্রুপ ১০ এ প্রিভিয়ানে মানবিক দৃষ্টিকোণ থাক উত্থাপন করলে বিজ্ঞানীরা রেগে যাবে। তারা শক্তিশালী।'

'দার্শনিকেরাও শক্তিশালী।'

'কিন্তু আরেকটি সহজ উপায় আছে। তোমাকে এত বলে যেতে হবে না। কেবল বলো যে সাইগ্রুপ সফল হয়নি। তাদের অগুরুত্বপূর্ণভাবে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন কর। বরং জন্মহার সমস্যায় নজর দাও। এক প্রজন্মই যাতে নন-হিউম্যানরা ধ্বংস না হয়ে যায়। আমাদের বিজ্ঞান তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুক। তবেই আমরা হয়ত ভবিষ্যতে তাদের বিজ্ঞান বা দর্শন সবই পেতে পারি। তোমার বিচার বুদ্ধি ব্যবহার কর।

বার্নেড বলল, 'তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ।'

পরে বার্নেড তার এক বন্ধুকে একটি ছোট চিঠিতে বলেছিল– সে ধূর্ত নয় কোনোভাবেই। তবে সে দ্বিধাগ্রস্ত এবং তার জীবনের কোনো দিকনির্দেশনা নেই। সে কেবল তার কাজ সম্পাদন বোঝে। তবে সে সঠিক বিষয়টি চমৎকার বুঝতে পারে এবং তার মাধ্যমে সে তার সমস্যা সমাধান করে। কোনো কঠিন অবস্থান না নিয়ে সে সমঝোতা বা আপসের মাধ্যমে এগোতে চায়। এটা মূল্যবান বলে মনে হতে পারে। আউরিলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেরক : এডিএইচকিউ– সেফ-১৮

প্রাপক : বিইউওইউপ্রোভ

বিষয় : নন-হিউম্যান জন্মহার বিষয়ক সদ্য প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে

সূত্র :

(ক) এডিএইচকিউ সেফ ১৮ পত্র এ এ/এল এ/ এম এন তারিখ ১৭৪/৯৭৭ জি.ই

(খ) সাম্রাজ্যিক নির্দেশপত্র : জেএ ২৩৭৪, তারিখ ২৪৩/৯৭৫ জি.ই.

সংযুক্ত :

১. জি : বেনার্ড পরিবেশিত সংবাদ, স্থান সেফাস-১৮ তারিখ ২০১/৯৭৭ জি.ই.

২. জি. বেনার্ড পরিবেশিত সংবাদ সেফাস-১৮ তারিখ ২০৩/৯৭৭ জি. ই.

১. সেফাস ১৮ নন-হিউম্যানরা বন্ধুত্ব মহাজাগতিক প্রেস এক রিপোর্টে আসতে শুরু করেছে বা পূর্বেই সূত্র ক অনুসারে দপ্তরকে জানানো হয়েছিল। এসব রিপোর্ট সংযুক্ত ১ ও ২ এ আছে। রিপোর্টার সূত্র ২ অনুসারে এই রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা তার অধিকার মনে করছে।

২. জনগণের সাথে ভুল বোঝাবোঝি পরিহার সাপেক্ষে বিইউওইউপ্রোভ-এর সঙ্গে পরিবর্তিত নীতি অবলম্বনের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এল. অ্যান্টিঅক, পরিদর্শক। এডিএইচকিউ–সেফ-১৮
২০৯/৯৭৭, জি. ই

প্রেরক : বিইউওইউপ্রোভ

প্রাপক : এডিএইচকিউ– সেফ-১৮

বিষয় : নন-হিউম্যানদের জন্মহার অনুসন্ধান প্রসঙ্গে।

সূত্র :

(ক) এডিএইচকিউ– সেফ-১৮ পত্র এএ-এল,এ/এমএন তারিখ ২০৯/৯৭৭

(খ) প্রপ্রকা সেফ ১৮ পত্র এএ-এল,এ/এন এম তারিখ ১৭৪/৯৭৭

১. সেফাস-১৮ বাসী নন-হিউম্যানগোষ্ঠীদের জন্মহার প্রসঙ্গে পত্র (ক) (খ) আমলে আনা হয়েছে। 'নন-হিউম্যানগোষ্ঠীদের জন্মহার অনুসন্ধান' শিরোনামে অনুসন্ধান পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রজেক্টটিকে 'সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ' অভিধা দেয়া হয়েছে।

২. প্রজেক্ট নম্বর ২৯১০ এবং এর নির্দেশনা থাকে যে প্রজ্ঞাপন ১৮/৭৮।

সি. মোরিলি, প্রধান
বিইউওইউপ্রোভ
২২৩/৯৭৭ জি.ই.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৩

তোমার জামো আর অ্যান্টিঅক-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত অ্যান্টিঅক সেফাস-১৮ এর বেসামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে এমুহূর্তে সে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কমিটি সাইগ্রুপ- ১০ এর গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত একটি পর্যবেক্ষণ-গবেষণাগার-এর পাটাতনে। একলা। জামোও আছে আশপাশে কোথাও।

প্রধান গবেষণাগারটি নানা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বেষ্টিত একটি অঙ্গন যার এক দিকে আছে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বড় জানালা। সমগ্র ব্যবস্থাটি সেফাস-১৮ এর পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে এটি সেফাস-১৮ এর পরিবেশ থেকে অন্তরিত– এ অঞ্চলের চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণেই এই বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজনীয় ছিল। বাইরে তপ্ত বালুময় প্রান্তর আর অক্সিজেন সম্বন্ধে বাতাস আর প্রচণ্ড, তীব্র, উজ্জ্বল সৌরালোকে ইটলাল রঙের নন-হিউম্যানদের কয়েক সদস্য ঘুরছে। তাদের সারা গায় চাকা চাকা দাগ।

জামো এসে বলল, 'নামতে চাও এখাবে ?' প্রধান পাটাতনে ঢুকেই সে তৃষ্ণার্তের মতো পানি পান করল।

অ্যান্টিঅক কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, 'না, ধন্যবাদ ! তাপমাত্রা কত এখানে ?'

'ছায়ার নিচে একশো বিশ। আর এরা অনবরত প্রবল শৈত্যের কারণে অভিযোগ জানাচ্ছে। এখন ওদের পান করার সময়। দেখতে চাও ?'

প্রান্তের মাঝে একটি ভূগর্ভস্থ নল থেকে পানির ফোয়ারা তীব্র বেগে উপর দিকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে আর ছোট ছোট নন-হিউম্যানরা তার দিকে ছুটে চলছে। কাছাকাছি পৌঁছে তাদের ঠোঁট মুখ থেকে বের হওয়া মাংসল নল দিয়ে পানি পান করছে। মানবিক চোখে অত্যন্ত অস্বাভাবিক তাদের মুখগুলো আরো বিকৃত দর্শন হয়ে উঠছে।

দীর্ঘক্ষণ এমন চলল। পানি পানের পর এদের শরীর উজ্জ্বলতা ফিরে পেল এর হালকা গোলাপি রং ধারণ করল। অতক্ষণে তাদের গায়ের সবগুলো চাকা দাগ হারিয়ে গেছে। ধীর পায়ে তারা তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রিকোনাঙ্কের আচ্ছাদনের দিকে ফিরে চলল ; সবাই চলে যাবার পর ফোয়ারা বন্ধ হয়ে গেল এবং নলটি হারিয়ে গেল।

'পশু' কণ্ঠে তীব্র রোষ মিশিয়ে বলল জামো।

'কবার এরা এভাবে পান করে ?' অ্যান্টিঅক এর জিজ্ঞাসা।

'যতবার এরা চায় ; সপ্তাহভরেই এরা এভাবে পান করতে চায়। আমরা তাদের দিনে একবার এভাবে পানি দিই। এই পানি এগুলো এদের চামড়ায় নিচে সংরক্ষণ করে। এরা খায় তো নিয়মিত ভাজি।'

স্মিত হেসে অ্যান্টিঅক বলল, 'সবসময় বসে প্রতিবেদন পরার চেয়ে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ দর্শন বেশ চমৎকার ব্যাপার বুঝতে পারছি।'

'তাই ?' নিরুৎসুক জামো বলল, 'নতুন কোনো খবর ? অন্তরের 'ঝুলপাজামা পরা"দের কী খবর ?'

অ্যান্টিঅক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দপ্তর থেকে তুমি আশাবাদী হবার মতো কোনো খবর পাবে না। এমনকি সম্রাট ও আউরিলিয়নবাদী এবং মানবতাবাদী।' একটু থেমে প্রশাসক বলল, 'প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয় জন্মহার সমস্যাকে সর্বোচ্চতম গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।'

জামো রাগে গড় গড় করে উঠল।

অ্যান্টিঅক বলল, 'তুমি এসব বুঝবে না তবে তোমাকে জানিয়ে রাখতে পারি সেফাস-১৮ এর সব কাজগুলোর মাঝে এটিই সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে।'

বাইরের দিকটা দেখার জন্য বড় জানালার দিকে ফিরে জামোকে বলল, 'তোমার কি মনে হয় এই প্রাণীগুলো অসুখী ?'

'অসুখী !' অবাক হলেন জামো।

বিব্রত ভঙ্গিতে নিজেকে শুধরে নিলেও অ্যান্টিঅক, 'আছে তবে বলা যাক। পরিবেশ এর সাথে খাপ না খাওয়াতে পারা। বুঝতে পেরেছ এবার ? এমন খাপ না খাওয়াতে পারা জাতি সম্বন্ধে আমরা খুব কম জানি।'

'এদের আমরা কোথা থেকে তুলে এনেছি তা মনে হয় দেখবে তুমি ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি প্রতিবেদন পড়েছি।'

'প্রতিবেদন !' রেগে উঠল জামো, 'আমি দেখেছি এ জায়গাটা তোমার কাছে মরুভূমি মনে হতে পারে, কিন্তু যেখান থেকে এরা এসেছে তার তুলনায় এটা জলজ স্বর্গ। এখানে তাদের দরকার মতো সব পানি পাচ্ছে, সবজি পাচ্ছে, সবই প্রাকৃতিক। এখানে তাদের গুহার অন্ধকার কৃত্রিমভাবে সিলিকা আর গ্রানাইট এর মাঝে জন্মালে ছত্রাক চাষ করে খেতে হতো। এর জিপসাম পাথর থেকে নিষ্কাশিত পানি পান করত। আমরা এখানে না নিয়ে এলে আমাগী ১০ বছরে এদের শেষতম সদস্যের ভবলীলা সাঙ্গ হতো। হাহ ! অসুখী ! যদি তাই হয় তবে এরা সব প্রাণীদের মধ্যে অকৃতজ্ঞতম।'

'হতে পারে তুমি ঠিক বলেছ।'

'হতে পারে মানে ? তুমি কী বলতে চাও ?' সিগার বের করল জামো।

প্রেরক : এডিএইচকিউ–সেফ-১৮

প্রাপক : বিইউওইউপ্রোভ

বিষয় : বহির্জাগতিক অঞ্চল পরিকল্পনা ২৯১০। প্রথম পর্ব–সেফাস-১৮ এর নন-হিউম্যানদের জন্মহার প্রসঙ্গে অনুসন্ধান।

সূত্র :

ক. বিইউওইউপ্রোভ পত্র সেফ-এন-সিএএম/কার ১১৫০৯৭,২৩৩/৯৭৭ জি.ই.

সংযুক্ত :

১. সাইগ্রুপ ১০, পদার্থ ও জৈব রাসায়নিক প্রতিবেদন, পঞ্চদশ খণ্ড, তারিখ ২২০/৯৭৭ জি.ই.

১. সংযুক্ত ১. সূত্র সম্পর্কে বিইউওইউপ্রোভকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিচ্ছে।

২. অধ্যায় ৫ এ বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি। অনুচ্ছেদ ৩ একটি মহাকাশযান প্রদানের অনুরোধ করেছে। মহাকাশযানটি সাইগ্রুপ ১০ এর গবেষণা যা এই পত্রের বিষয়বস্তু তাকে সাহায্য করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে বিবেচিত হতে পারে বলে সংযুক্ত (ক)-তে উল্লেখিত আছে। এটি একটি 'সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ' পরিকল্পনা যা দ্রুত এর উপকরণ সরবরাহের দাবি রাখে।

এল. অ্যান্টিঅক, পরিদর্শক এডিএইচকিউ–সেফ ১৮
২৪০/৯৭৭ জি.ই.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেরক : বিইউওইউপ্রোভ

প্রাপক : এডিএইচকিউ–সেফ-১৮

বিষয় : বহির্জাগতিক অঞ্চল পরিকল্পনা ২৯১০ প্রথম পর্ব সেফাস-১৮ এর নন-হিউম্যানদের জন্মহার প্রসঙ্গে অনুসন্ধান।

সূত্র :

এডিএইচকিউ– সেফ ১৮ পত্র : এএ-এলএ/এম এন, তারিখ ২৪০/৯৭৭/জি.ই.

১. প্রশিক্ষণ মহাকাশযান *এএন-আর-২০৫৫* এডিএইচকিউ– সেফ ১৮কে সরবরাহ করা হলো। এটি সেখানকার নন-হিউম্যানদের উপর পরিচালিত কর্ম পরিকল্পার কাজে ব্যবহৃত হবে। এর ওইউপ্রোভ-এর প্রয়োজনীয় অন্য কোনো কাজে সূত্র ১ মোতাবেক ব্যবহৃত হবে।

২. উল্লেখ্য যে বিষয়ভুক্ত পরিকল্পনা যেকোনো মূল্যে সম্পন্ন হতে হবে।

সি. মোরিলি, প্রধান
বিইউওইউপ্রোভ
২৫০/৯৭৭ জি.ই.

৪

'আমি তোমাকে তোমার সমস্যা সমাধানে কিছুটা সাহায্য করতে পারি তুমি আর সমন্বিতভাবে এদের পর্যবেক্ষণ কর। তাদের যে ক্ষমতা আছে তাদের তা ব্যবহার করতে দাও। যত যাই হোক তাদের একটি উন্নত বিজ্ঞান আছে। তোমার প্রতিবেদনই তা বলছে। সমাধান করার জন্য তাদের সমস্যা দাও, বেঁচে থাকার জন্য স্পৃহা খুব জরুরি।'

'যেমন।'

'আ-হা-হা' অ্যান্টিঅক অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। 'তুমি যেভাবে ভাবছ সেভাবেই এটা করা সম্ভব। যেমন, তাদের একটা স্পেসশিপ দাও অথবা কন্ট্রোলরুমসহ একটি রি-এন্টর দাও তারা একটি আণবিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করুক।'

'কেন ?' শুকনো মুখে জামো বলল।

'কারণ তারা বুদ্ধিমান প্রাণী। তাদের মানসিক গঠন, চিন্তার গতিপ্রকৃতি অনেকটাই মানুষের সংলগ্ন। নতুন চিন্তার প্রকরণ পেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবে। এরকম পরাশ্রয়ী হয়ে যাবার ফলে তাদের বাঁচার লিপ্সা হারিয়ে যাবার কথা। এ বিষয়ে তুমি বেশ উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পার। স্বেচ্ছাসেবীরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

'আচ্ছা এই তবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, কথাটা বেশ ভালো শোনাচ্ছে কিন্তু এটা কতটা বাস্তবসম্মত ? আমি অনুমতি পাব কোথা থেকে ? একটা স্পেসশিপ যেনতেন ব্যাপার নয়। তাদের এটা চালাতে দেয়া বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সরকার এ বিষয়ে অনুমতি দেবে না।'

অ্যান্টিঅক বলল, 'স্পেসশিপ হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আর যদি তাই হতে হয় তবে তুমি একটি প্রতিবেদন লেখ সেখানে এ বিষয়ে শক্ত যুক্তি দাও। ব্যাখ্যা কর কেন তোমার একটি স্পেসশিপ লাগবে। একটা 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ' বিষয়ে প্রতিবেদন দপ্তরে বেশ গুরুত্বের সাথে নেয়া হবে।'

জামো আগ্রহ হারিয়ে বলল, 'হতে পারে, আমি ভাবব।'

ছোট ইটলাল রঙের প্রাণীটি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল ঘরের হিমেল পরিবেশে তার শরীর মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিচ্ছিল বার বার। যদিও ঘরের যে তাপমাত্রা তাতে যেকোনো উষ্ণমণ্ডলের লোকও সব ঊর্ধ্বাবাস খুলে ফেলত।

তার কণ্ঠস্বর পরিশীলিত ও সাবধানি, 'আমার বেশ ঠাণ্ডা লাগছে তবে একেবারে অসহ্য নয়।'

অ্যান্টিঅক হাসলো," আপনি আসায় খুব ভালো লাগছে, আমিই আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছি, কিন্তু আপনার এলাকার পরিবেশ আমাদের জন্য অসহনীয় বলে -"

'অসুবিধে নেই, আপনাদের সামান্য সাহায্যই আমাদের অনেক উপকার করতে পারে।' আমাদের নিজেদের আর নিজেদের উপকার করার মাধ্যমেই আর আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা আর বিনয়বশত আমাদের এই সামান্য অস্বস্তি সহ্য করা মোটেও অসম্ভব নয়। এর বক্তব্য সর্বদাই পরোক্ষ, যেন সে তার মূল চিন্তাকে সরিয়ে রেখে তা ধাঁধার মতো করে উপস্থাপন করছে অথবা এটি হয়ত তাদের সভ্যতার কেতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুস্তিক বার্নেড ঘরের এক কোণে বসেছিল। সে হঠাৎ সোজা হেঁটে দৃঢ় পায়ে সামনে এসে বলল, 'আমি আপনাদের কথা সংরক্ষণ করলে আপনারা নিশ্চয়ই আহত হবেন না ?'

সেফাস দেশীয় নঞ মানব তার দিকে চকিত দৃষ্টি দিয়ে বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই ।'

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে অ্যান্টিঅক বলল, 'আমাদের এ কথোপকথন সম্পূর্ণ অনানুষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত সৌজন্য পূর্ব ব্যাপার নয়। এ কারণে আমি আপনার উপর একবার অস্বস্তিকর পরিবেশ চাপিয়ে দিতাম না। সত্যি বলতে কি আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার আছে আপনাকে আর আপনি আপনাদের সমাজের নেতা, তাদের প্রতিনিধি।'

সেফাসবাসী মাথানত করল। 'আমি আপনার প্রস্তাবে প্রীত। দয়া করে শুরু করুন।'

প্রশাসক খুব অস্বস্তির সাথে তার চিন্তা শব্দে রূপ দিতে শুরু করল, আমাদের সাক্ষাৎ খুবই আন্তরিক এবং আমি কোনোভাবেই ...উম...আ...আমার এই সব প্রশ্ন আপনাকে করতাম না কিন্তু এসব... উম...প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি কেবল আমার সরকার এর মুখপাত্র।

'আমার লোকজন মনে করে বিশ্বব্যাপী এ সরকার খুবই দয়ালু।'

'আচ্ছা ? হ্যাঁ তারা বেশ দয়ালু। যে কারণেই তারা খুব বিব্রত। তারা লক্ষ করছে যে আপনার লোকজনেরা বংশ বিস্তারে নিরুৎসুক।'

উত্তরের অপেক্ষায় আতঙ্কিত অ্যান্টিঅক থামল কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া এল না, সেফাসবাসীর মুখের কোনো রেখা পরিবর্তিত হলো না। কেবল তার মুখ থেকে বের হয়ে আসা জল খাবার নলটিতে সামান্য কাঁপন দেখা গেল।

অ্যান্টিঅক বলতে থাকল, 'চরম ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলে আমরা এ বিষয়ে একেবারেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ না করা আমার সরকার-এর প্রধানতম নীতির একটি। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি সমস্যাটা কোথায় জানার কিন্তু সত্যি বলতে কী আমরা–'

'জানতে পারেননি' শেষ করল সেফাসবাসী।

'হ্যাঁ, অন্তত আমরা আপনার দেশের সত্যিকার আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল প্রস্তুতে কোথায় ব্যর্থ হয়েছি তা বের করতে পারিনি। আমরা

www.BanglaBook.org

আপনার স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য আশা করছি। হয়ত কোনো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হবে বা কোনো রাসায়নিক বিচ্যুতি রয়েছে। আপনার লোকজন জৈব রসায়নে প্রচুর অগ্রগামী। আপনারা কি এটা পছন্দ করতে পারেননি বা–'

'না, না, আমি সাহায্য করতে পারব।' সেফাসবাসীকে বেশ সাবধানি মনে হলো। অজ্ঞাতনামা কোনো আবেগ প্রকাশ করে সে টাক– চুলহীন, ঝুলোন চামড়াময় মাথা কাঁপাতে লাগল, 'আপনাকে কোনো প্রয়াসেই কোনো ত্রুটি নেই। সে কারণে আপনাদের বিব্রত হবারও কিছু নেই। আপনাদের অপার দয়া আপনার। আমাদের এমন চমৎকার জায়গা দিয়েছেন। অন্তত আমাদের আগের বাসভূমির তুলনায় এ জায়গা স্বর্গতুল্য। এর কোনো কিছুরই অভাব নেই এমনকি আমাদের পৌরাণিক সোনালি যুগের বর্ণনার সাথেও এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হুবহু মিলে যায়।'

'তবে–'

'কিন্তু আরো কিছু বিষয় আছে, কিছু বিষয় যা আপনারা বুঝতে পারছেন না, এটি খুবই স্বাভাবিক যে সব সভ্যতা অ-শিক্ষার চেয়ে চিন্তার মাঝে সরল ঐক্য থাকবে।'

'আমি বুঝতে চেষ্টা করব।'

সেফাসবাসীর কণ্ঠস্বর নরম হয়ে উঠল। নিচু স্বরে সে বলতে শুরু করল, 'আমরা আমাদের গ্রহে মারা পড়ছিলাম কিন্তু আমরা বাঁচার জন্য যুদ্ধ করছিলাম। আপনি জানেন আমাদের বিজ্ঞান আমরা মূলত জীববিজ্ঞান ও জৈব রাসায়নিক দিক থেকে উন্নত করেছি। আপনাদের মতো পদার্থবিদ্যাগতভাবে নয়। আপনারা পদার্থ আর শক্তির নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার করেছেন নক্ষত্রলোকে যাত্রা করেছেন। আমরা নতুন সত্য আবিষ্কার করেছি, আবিষ্কার করেছি মনস্তত্ত্বের সূত্রাবলি আর সমাজকে অপরাধ, রোগ, জরা মুক্ত করার সাধনা করেছি।

'এবং এসব বিষয়ে আমরা আপনাদের মতোই বহুদূর এগিয়েছি। কোন পন্থাটি সবচেয়ে শ্রেয়তর সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু কোন অঙ্ক শেষপর্যন্ত সবচেয়ে সফল হবে তা অনিশ্চিত নয়। আমাদের মৃত প্রায় গ্রহে আমরা আমাদের বিজ্ঞানের সামর্থ্যে মৃত্যুকে কঠিন করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলেছিলাম। কিন্তু তবুও আমরা প্রতিকূলতায় মরছিলাম। আমাদের পরিবেশ, আবহাওয়ার বিরুদ্ধে কিছু করার ছিল না। আমরা তবুও যুদ্ধ করছিলাম। বহু শতাব্দী আগে আমরা আণবিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাই, আমাদের দ্বিমাত্রিক গ্রহতলের বাধা অতিক্রমের আশা প্রদানকারী বিজ্ঞান আমাদের জানা ছিল। কিন্তু আমাদের সৌরমণ্ডলে আমাদের গ্রহই একমাত্র গ্রহ। অন্য গ্রহের সাহায্য ছাড়া মহাজগতে পা বাড়ানো সহজ ছিল না বলে আমরা এক রকম বন্দি ছিলাম আমাদের পরিবেশে। আমাদের মোটামুটি ২০ আলোকবর্ষ লাগত নিকটতম নক্ষত্রমণ্ডলে যেতে। তবে এ সত্যি সৌরমণ্ডলে আমাদের জ্ঞানও আপনাদের মতো এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল না। আমাদের গ্রহে আমরা সংগ্রাম করছিলাম। মাত্র পাঁচ হাজার জন আমরা টিকে ছিলাম শেষপর্যন্ত। আমাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা আমরা এ গ্রহে নিয়োজিত করেছিলাম। আমাদের মহাকাশযান প্রস্তুত ছিল। সমগ্র পরিকল্পনাটাই ছিল পরীক্ষামূলক। আমরা হয়ত ব্যর্থ হতাম। কিন্তু আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাটাই আমরা নিশ্চিত করেছিলাম।'

দীর্ঘ বিরতি দিলেন সেফাসবাসী, তার কালো চোখ যেন রোমন্থন করছে তার পূর্ব স্মৃতি।

সংবাদিক কোণ থেকে বলে উঠল, 'আর তখন আমরা এলাম ?'

'এবং আপনারা এলেন।' সরল স্বীকারোক্তি তার। 'এই ঘটনা সবকিছু পালটে দিল। আমাদের জ্বালানি শক্তির অভাব ছিল। একটি নতুন পৃথিবী আমরা পেলাম আমাদের স্বপ্নের মতো, আদর্শ, নিখুঁত, বিনা পরিশ্রমে। আমাদের সমাজ দীর্ঘদিন তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করে আসছিল, আমাদের প্রধানতম সমস্যা, পরিবেশ হঠাৎ নিজে নিজেই সমাধান হয়ে গেল।'

'বাহ ! চমৎকার।' বলল অ্যান্টিঅক।

'চমৎকার ? না এটা ঠিক ভালো ব্যাপার নয়। কয়েক শতাব্দী আমাদের পূর্বপুরুষেরা গ্রহান্তরে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল নক্ষত্রমণ্ডল অক্ষের সম্পত্তি। আমরা জীবনের জন্য যুদ্ধ করছিলাম, হঠাৎ দেখা গেল তা অন্যের জিম্মায় রাখা, এর জন্য যুঝতে হবে না। সমগ্র মহাবিশ্ব তোমার গোষ্ঠীর সম্পত্তি !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই জগৎটা আপনাদের।' ভদ্রভাবে বলল অ্যান্টিঅক

'নীরব সম্মতির মাধ্যমে। উপহার হিসেবে। এখানে আমাদের মূলত কোনো অধিকার নেই।'

'আপনারা এটি অর্জন করেছেন বলে আমার মনে হয়।'

এবার সেফাসবাসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, 'তাই বলছেন ? আমার মনে হয় না আপনি ব্যাপারটা বুঝেছেন, আমাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমরা আপনাদের অধীনস্ত মিত্র এবং অপারগ মিত্র। জীবনের লক্ষ্য হলো সংগ্রাম–এই সংগ্রাম আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। জীবন তাই আমাদের আর আগ্রহী করে না। আমাদের কোনো বিরোধী পক্ষ নেই, যুঝবার কেউ নেই। আমরা নিজেদের আপনাদের পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি।'

আনমনে অ্যান্টিঅক ফ্লুওরো গ্লোবটি নাড়ছিল। সেটি সচল করল সে। মুহূর্তে মহাবিশ্বের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র স্ফুলিঙ্গের মতো সর্বময় ছড়িয়ে পড়ল। তার চমৎকার উজ্জ্বল রূপ সারা ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

বলল 'আপনাদের আর কোনো উপায় নেই বন্ধুত্ব ছাড়া।'

'আমরা পালাতে পারতাম।' ফিসফিস করে বলল, সেফাসবাসী কিন্তু বিশ্বজগৎ তোমাদের সম্পত্তি, যাব কোথায় আমরা ?

'আপনারা ম্যাগলানিক মেঘদলে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারেন। সেখানে মানুষ এখনো যায়নি। এটি এখনো আবিষ্কৃত–'

'এবং আপনারা দয়া করে সেখানে যাবেন না। এই তো ? আমি জানি।'

'হ্যাঁ, আমরা আপনাদের ধ্বংস হতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু এটা ভুল দয়া, অন্যায়।'

'হতে পারে, কিন্তু আপনারা কি পুনর্গঠিত হতে পারেন না। সেটি আপনাদের বলতে হবে।'

'এই বিষয়টা অনেকটা ব্যাখ্যাতীত। আমরা কারো দয়া চাই না কিন্তু আমাদের দয়া করা ছাড়া আপনাদের কোনো উপায় নেই। আমরা এতে খাপ খাওয়াতে পারব না। আমার বিশ্বাস আপনি এসব আগেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেবে রেখেছেন। আপনাদের অধীনস্ত অপারগ মিত্রর ধারণা আপনাদের পূর্ব পরিকল্পিত এবং আমরা আপনাদের এই ফাঁদের শিকার। না হলে আপনারা এই বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপন করতেন না।'

অ্যান্টিঅক চোখ তুলে তাকাল আর অবাক হয়ে বলল, 'আপনি আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন!'

'এটি একটি অনুমান। মিলে গেছে দেখা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি আমার মনের কথা বুঝতে পারছেন? মানুষের মতো সাধারণভাবে খুব আগ্রহউদ্দীপক বিষয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, আপনারা পারেন। এ ব্যাপারটা আমার বেশ অবাক লাগে।'

'না– না।' গায়ের গরম জামাটা ভালো ভাবে জড়িয়ে নিয়ে সেফাসবাসী বলল, 'আপনারা এবং অন্য নাসাম ফ্রাস্টি অনেকে এই মনের কথা বোঝার ব্যাপারটি বলে। কিন্তু এটা ঠিক ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাদের।'

প্রাচীন প্রবাদ আওড়াল অ্যান্টিঅক, 'জন্ম হতে কেউ দৃষ্টির মহিমা বোঝতে পারে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, যে অনুভূতিটাকে আপনি মন বুঝতে পারা বলল–একেবারেই ভুল নাম। এটি আমরা পারি না। আমরা প্রয়োজনীয় অনুভূতি গ্রহণ করতে পারি না এমন নয়। কিন্তু আপনারা এ জন্য প্রয়োজনীয় অনুভূতি পাঠাতে পারেন না। আর আমাদের সঙ্গে এটি আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।'

'হু-ম-ম।'

'কখনো কখনো আমাদের অনেক দক্ষ কেউ কেউ প্রভূত মনো-সংযোগ দিয়ে অথবা মানসিক চাপের ফলে এমনটা করতে পারে। তবে এ ব্যাপারটা আমাদের অবাক করে।'

সাবধানতার সাথে অ্যান্টিঅক ফ্লুওরো গ্লোবটি ঘোরাতে লাগল। তার দৃষ্টি আগন্তুকের দিকে নিবদ্ধ আর বার্নেড তার নোট লিখতে ব্যস্ত। সেফাসবাসী অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ফ্লোরো গ্লোবটার দিকে। জিজ্ঞেস করল,

'এটা কী?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটা ? তিন বছর আগের মহাবিশ্বের মানচিত্র। অর্থাৎ একেবারেই সেকেলে রদ্দি মাল কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। বেনার্ড তুমি কি জানালাগুলো বন্ধ করে দেবে, আমাদের অতিথিকে এটি ভালো করে দেখাই।'

একটি বোতামে আলতো হাত ছোঁয়াতেই সব জানালা বন্ধ হয়ে গেল আর সবটুকু ঘর ঘন অন্ধকারে ভরে গেল। ঘরের মাঝখানে ফ্লোরোগ্লোবে প্রক্ষেপিত হলো এবং ফুটন্ত গোলাপের মতো তা ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে ঘর জুড়ে। মহাজগতের অস্বাভাবিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ল ঘর জুড়ে। রহস্যময় ঘরের রহস্যময় চরিত্রে অ্যান্টিঅক উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিল। ঝরনার মতো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং রং ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে লাগল চারদিকে।'

অ্যান্টিঅক ব্যাখ্যা করতে লাগল, 'যা দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে তার নাম চলক ফ্লুওরসেন্স। এটি প্রায় ভরহীন কিন্তু প্রচণ্ড প্রজ্বল। সুন্দর খুব না ?'

কোনো এক প্রান্ত থেকে লাল মানবের কণ্ঠ ভেসে এল 'অসাধারণ সুন্দর।'

'কিন্তু এই বিশেষ ভার্সনটির শুরুর অংশটুকু নেই যা আরও চমৎকার।'

বিগলিত কণ্ঠ বলল সেফাসবাসী, 'সত্যিই খুব চমৎকার।' এটা এমন একটা জিনিস যা আমার গোষ্ঠী উপভোগ করে।

তখন অ্যান্টিঅক উঠে দাঁড়াল, 'আপনার মনে হয় যাওয়া উচিত। এ ঘরের পরিবেশ আপনার জন্য অস্বাস্থ্যকর। আপনার অনুগ্রহের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য' জবাব দিল আগন্তুক।

'আপনার গোষ্ঠীর বেশিরভাগ সদস্যই আমাদের একটি প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। আমরা তাদের অনুরোধ করেছিলাম আমাদের সর্বাধুনিক মহাকাশ যান এর প্রস্তুত প্রণালি তা যেন পর্যবেক্ষণ করে।'

'চমৎকার ব্যাপার এটি। এ থেকে তারা বুঝতে পারে যে তারা সফলতার কত বাছাকাছি ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেফাসবাসী চলে গেল।

'তো' বার্নেডকে বলল সে, 'আমাদের চুক্তি মতে এর সাক্ষাৎকার তুমি প্রকাশ করবে না।'

'ঠিক আছে।' জবাব এল।

'সব দেখে কী মনে হচ্ছে বার্নেড ?' আপন আসরে আরাম করে বসে জিজ্ঞেস করল অ্যান্টিঅক।

'এদের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার মনে হয় আমি এদের বেদনা বুঝতে পারছি। আমাদের উচিত এদের আরো শিক্ষিত করে তোলা। দর্শন এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।'

'তাই মনে কর।'

'হ্যাঁ।'

'আমরা তাদের এভাবে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'না, কোনো মতেই না, এদের কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু আছে আমাদের। তারা মনে করছে তারা তাদের শেষ পর্যায়ে আছে । তাদের এ ধারণা ভেঙে যাবে। কেবল আমাদের তরফ থেকে একটু সাহায্য দরকার। তাদের সত্যিকার স্বাধীনতা, পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিতে হবে।

'হতে পারে। ফ্লোরো গ্লোব বিষয়ে কী ভাবছ বার্নেড ? সে এটি পছন্দ করেছে। এর কয়েক হাজার ফরমায়েশ দিয়ে এদের মাঝে বিতরণ করলে কেমন হয় ? এগুলো আবার খুব সস্তাও না।'

'ভালো বুদ্ধিই বের করেছেন।' বলল বেনার্ড।

'যদিও দপ্তর থেকে রাজি হবে না, জাবি।'

চোখ সরু করে তাকাল সাংবাদিক, 'কিন্তু এটির ঠিক জিনিস বলে মনে হয়। তাদের জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, আমরা এক কাজ করতে পারি, তুমি আজকের সাক্ষাৎকার-এর কিছু অংশ ব্যবহার কর। শুধু গ্লোব-এর বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি রিপোর্ট ছাপতে পার। তুমি দার্শনিকদের দলের লোক, বেশ ক্ষমতাবান। আমার চেয়ে বরং তোমার কথায় দপ্তর বেশি গুরুত্ব দেয়, বুঝেছ।'

'হ্যাঁ' মাথা ঝাঁকাল বার্নেড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেরক : এডিএইচকিউ–সেফ ১৮

প্রাপক : বিইউওইউপ্রোভ

বিষয় : ওইউপ্রোভ প্রজেক্ট ২৯১০, ২য় পর্ব, সেফাব ১৮-এর নন-হিউম্যানদের জন্মহার প্রসঙ্গে অনুসন্ধান।

সূত্র : এডিএইচকিউ–পত্র : সেপ-এন-সিএম/কার ১১৫০৯৭ তারিখ ২২৩/৯৭৭ জি.ই.

সংযুক্ত :

১. এল অ্যান্টিঅক, এডিএইচকিউ– সেফ ১৮ ও নি-সান প্রধান বিচারকর্তা, নন-হিউম্যান এর মধ্যে আলোচনার প্রতিলিপি।

সংযুক্ত

১. প্রয়োজনীয় তথ্য দিচ্ছে বিইউওইউপ্রোভ

২. বিইউওইউপ্রোভ দফতরকে এই মর্মে সতর্ক করা যাচ্ছে যে নন-হিউম্যানদের উপর প্রযুক্ত যেকোনো রকম পদক্ষেপ তাদের বর্তমান মানসিক পরিস্থিতিতে ক্ষতির কারণ হবে।

৩. উল্লেখ করা প্রয়োজন নন-হিউম্যানদের নেতা, প্রধান বিচারকর্তা ফ্লুওরো-গ্লোব বিষয়ে তার ও তার জনগোষ্ঠীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ক পদক্ষেপ তাদের মনস্তত্ত্বে পরিবর্তন আনতে পারবে বলে মনে হয়।

এল. অ্যান্টিঅক, প্রধান এডিএইচকিউ–সেফ-১৮
২৭২/৯৭৭ জি.ই.

প্রেরক : বিইউওইউপ্রোভ

প্রাপক : এডিএইচকিউ– সেফ ১৮

বিষয় : ওইউপ্রোভ প্রোজেক্ট ২৯১০; ২য় পর্ব, সেফাস ১৮ এর নন-হিউম্যানদের জন্মহার প্রসঙ্গে অনুসন্ধান

সূত্র :

এডিএইচকিউ– সেফ ১৮ প্রেরিতপত্র, এএ-এল/এএমএন, তারিখ ২৭২/৯৭৭ জি. ই

১. প্রেরিত প্রতিলিপি-১ আমলে এনে পাঁচ হাজার ফ্লুওরো গ্লোব মঞ্জুর করা হলো। মঞ্জুরিকৃত গ্লোব চালানি দেয়ার জন্য বাণিজ্য বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২. নন-হিউম্যান অসন্তোষ দৃঢ় করার জন্য সম্ভব সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এডিএইচকিউ– সেফ ১৮ কে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সি. মোরিলি, প্রধান রিইউওইউপ্রোভ,
২৮৩/৯৭৭ জি.ই.

৫

সান্ধ্যভোজের পর পানীয় এল, সিগার এল। আর আমন্ত্রিতেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করতে লাগল। ব্যবসায়িক কী চায় সবচেয়ে বড় দলটি কেন্দ্রের দিকে তৈরি করল। জোর ইউনিফর্মের উজ্জ্বল্যতা আর কথার উষ্ণতা তার শ্রোতাদের মগ্ন রেখেছিল।

তার বক্তব্যে ছিল শান্তির পরশ এবার আমার যাত্রা ছিল বেশ। আমার অধীনস্ত ছিল প্রায় তিনশো জাহাজ কিন্তু কখনোই আমি এমন মাল পরিবহন করিনি। আমি বুঝি না ঐ মরুভূমিতে পাঁচ হাজার ওদের গ্লোব কী কাজে লাগত পারে।

লুজন অ্যান্টিঅক হাসল, 'আশা করি ঐ নন-হিউম্যানদের জন্য এটি একটি চমৎকার কার্গো ছিল, বেশ কঠিন কাজ ছিল বোধহয়।'

'কঠিন নয় তবে বেশ ওজনদার। আমি একবারে ২০টির বেশি ফ্লুওরো গ্লোব পরিবহন করতে পারতাম না। আমি মাঝে মাঝে বুঝি না সরকার ঠিক কী খাতে টাকা ব্যয় করছে। সমগ্র ব্যাপারটা আমার কাছে অপব্যয় মনে হয়।'

জামো হাসল, 'এটা সরকারের সাথে আপনার প্রথম কাজ ? সরকারের কর্মপদ্ধতি আপনি জানেন না ?'

'না-না-আমি আরো অনেক কাজ করেছি। কিন্তু আমি চাইছিলাম এই কাজটা ছেড়ে দিতে। কিন্তু কখনো কখনো জড়িয়ে পড়তে হয়। আপনার যা করতে ভালো লাগে না তাও আপনি করতে বাধ্য থাকেন। আর তাছাড়া জানেন তো লাল ফিতা আর আমলাতান্ত্রিক কাগুজে কাজের দীর্ঘসূত্রতা এসব আপনার প্রবৃদ্ধি, আপনার প্রবহমানতার অন্তরায়। একদম জঞ্জাল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্টিঅক বলল, 'আপনি বেশ অবিচার করছেন ক্যাপটেন এবং বুঝতে পারছেন না।'

'তাই তবে ঐ আমলাতান্ত্রিকদের একজন হিসেবে আপনি আপনার দিক ব্যাখ্যা করুন।' হেসে বলল ক্যাপটেন।

'আচ্ছা,' ইতস্তত করে বলল অ্যান্টিঅক, 'সরকার গঠন পরিচালন খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের আওতাধীন হাজার হাজার গ্রহ আছে। এবং আছে সাম্রাজ্যে বহু কোটি লোকজন। কোনো কঠিন, শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছাড়া এইরকম একটি সরকারকে পরিচালনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমার মনে পড়ে প্রায় চল্লিশ কোটি লোক এখন সরকারি প্রশাসনিক পদে আছে। তাদের কাজ, তাদের শ্রম ও তাদের মেধাকে কাজে লাগতে হলে ঐ লাল ফিতা আর কাগুজে কাজ লাগবেই। আমার মনে হয় প্রতিটি ঐ কাগজ হলো এই চল্লিশ কোটি লোকের বন্ধন।

আর তুমি যদি প্রশাসনকে হেয় কর তার মানে তুমি সাম্রাজ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করছ এবং সেই সাথে শান্তি, শৃঙ্খলা আর সভ্যতাকেও হেয় করছ।'

'আ-হা-হা' বলল ক্যাপটেন।

'না, আমি তাই মনে করি। প্রশাসনিক নিয়ম এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। যাতে সাহায্য করতে চায় না এমন ক্যাপ্টন বা বিজ্ঞানী বা সাংবাদিকদের যদি বিয়োগ দেয়া হয় তবুও যাতে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় যেন ব্যবস্থাটি নিজে একা চলতে পারে।

'হ্যাঁ' হাসল ক্যাপ্টেন,' 'যদি তেমন কোনো প্রশাসক নিয়োগ হয় ?'

'না,' জবাব দিল অ্যান্টিঅক, 'একজন সক্ষম প্রশাসক এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে। সে তার নিয়ম এক সীমার মধ্যে থেকেই তার যা চাওয়া সেটা করতে পারে।'

'কীভাবে ?'

'যেমন,' অ্যান্টিঅক বলল, 'একটি পদ্ধতি হতে পারে কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া যদি সম্ভব হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেসে উঠল সবাই। এমন সময় হঠাৎ একটা লোক তীব্র গতিতে ঘরে ঢুকল। তার চেহারা ভীত এবং কথা অবোধগম্য। বলল, জনাব, জাহাজগুলো নেই, এই নঞ মানুষেরা এগুলো জোর করে নিয়ে গেছে।'

'কী ? সবাই।'

'সবাই, জাহাজ এবং জীবগুলো–'

দু'ঘণ্টা পর এই চারজন আবার অ্যান্টিঅক-এর অফিসে মিলিত হলো। অ্যান্টিঅক গম্ভীর গলায় বলল,' তারা কোনো ভুল করেনি। একটা জাহাজও রেখে যায়নি ; এমনকি প্রশিক্ষণ জাহাজও না। এবং আশপাশে আধ সেক্টর থেকে কোনো সরকারি জাহাজও যাওয়া যাবে না। আমরা প্রস্তুত হবার বহু আগেই তারা গ্যালারির থেকে বের হয়ে যাবে এবং ম্যগেলনি মেঘদলের দিকে অর্ধেক পথ এগিয়ে যাবে। ক্যাপ্টেন আপনি একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিন।'

ক্যাপ্টেন বলে উঠল : 'আজ মহাকাশে আমাদের প্রথম দিন –'

হঠাৎ জামো জোরের সাথে বলে উঠল : 'দাঁড়াও, থাম ক্যাপ্টেন, আমি বুঝতে শুরু করেছি অ্যান্টিঅক,' তার কণ্ঠে জোর, 'তুমি এ সব পরিকল্পনা করেছ।'

'আমি ?' তার অভিব্যক্তি আশ্চর্য শীতল। প্রায় অপরিবর্তিত।

'তুমিই আমাদের আজ বিকালে বলেছিলে প্রশাসক সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার পছন্দ মতো করে। তুমি এই প্রজেক্টটি নঞ মানবদের পালানোতে সাহায্য করার জন্য করেছ।'

'আমি করেছি ? আমি ক্ষমা প্রার্থী কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব ? তোমার রিপোর্টেই তো জন্মহার সমস্যাটি উঠে এসেছে। আর এই বেনার্ড - এর লেখায় দপ্তরকে প্রভাবিত করেছে। ভীত দপ্তর কর্তারা এই প্রোজেক্টকে " সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ " অভিধা দিয়েছে। আমার এখানে কিছুই করার নেই।'

'তুমি বলেছিলে বলে আমি এই রিপোর্ট দিয়েছিলাম' হিংস্রভাবে জামো বলল।

'আমি ?' অ্যান্টিঅক বলল।

'এবং' ঘুরে দাঁড়াল বেনার্ড, 'তুমি বলেছিলে বলেই আমি এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখেছিলাম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনজন তাকে ঘিরে ধরল। নানাভাবে দোষারোপ করতে লাগল। অ্যান্টিঅক সহজভাবে হেলান দিয়ে বসল, 'আমি বুঝাতে পারছি না তোমরা পরামর্শ বলতে কী বোঝাচ্ছ। তোমরা আমাকে দোষী করছ কিন্তু তোমরা কোনো প্রমাণ দিচ্ছ না–আইনগত প্রমাণ। সাম্রাজ্যের আইন লিখিত কাগজ, ধারণকৃত চলচিত্র লিপ্যন্তরকৃত দলিল যা সাক্ষীর বক্তব্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। প্রশাসক হিসেবে আমার পাঠানো বা গ্রহণ করা সব চিঠি এখানে এই দেরাজে আছে এবং আছে দপ্তর কার্যালয়ে এবং আরো অনেক জায়গায়। আমি কখনো এটির সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ করতে বলিনি। দপ্তর আমাকে এ অবস্থাতেই এই কাজটি দিয়েছিল। জামো আর বেনার্ড এজন্য দায়ী।'

জামো গুঙিয়ে উঠে বলল, 'তুমি আমাকে উস্কে ছিলে তাদের স্পেসশিপ চালাতে শেখাতে।'

'এটা তোমার পরামর্শ ছিল। তুমিই তোমার রিপোর্টে বলেছিলে তারা মানুষের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির প্রতি আকৃষ্ট। এ বিষয়ে দলিল আছে। আমার কাছেও দপ্তরেও। আইনগত প্রমাণ খুব সরল। আমার বা তোমার কিছু করার নেই।

'ঐ গ্লোবগুলোর বিষয়ে একথা প্রযোজ্য নয়।' দাবি করল বেনার্ড।

ক্যাপটেন ডুকরে উঠল হঠাৎ, 'আর তুমি আমার জাহাজগুলো এখানে আনিয়েছ। পাঁচ হাজার গ্লোব ! জান কয়েকজন বাহন দরকার হয় এগুলো বইতে ?'

'আমি গ্লোব দিতেও বলিনি' অ্যান্টিঅক বলল, 'এটা দপ্তরের পরিকল্পনা। এমনকি বেনার্ড-এর দার্শনিক বন্ধুরাও এতে সাহায্য করেছে।'

বেনার্ড বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে তাকাল, 'তুমি বলছিলে সেফাসবাসীরা টেলিপ্যাথি জানে। তুমি তাদের মনে মনে বলেছিলে গ্লোব বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে।'

'তোমরা আমাকে কোনোভাবেই অভিযুক্ত করতে পার না সব কিছুই বিধিবদ্ধ ভাবে চলেছে সব কিছুই লিপিবদ্ধ আছে। কোনো কিছুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রমাণ করা যাবে না। তোমাদের আরো কিছু বলার থাকলে একটি প্রতিবেদন দাও দপ্তরে।'

দরজার দিকে ফিরে অ্যান্টিঅক বলল, 'এভাবে নন-হিউম্যানদের সমস্যার সমাধান হলো অন্তত তাদের ইচ্ছানুযায়ী সমাধান হলো। এরা এখন বংশবিস্তার করতে পারবে। তারা এখন তাদের নিজেদের একটি জগৎ অর্জন করেছে।'

'আরেকটা ব্যাপার– আমাকে হাস্যকর কোনো বিষয়ে জড়াবেন না। আমি ২৭ বছর চাকরিতে আছি। আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি আমি আমার কার্যক্রম বিষয়ে সচেতন এবং আমি জানি আমি কী করছি। আর ক্যাপ্টেন আমি আজ বিকেলে আপনার সব আলোচনায় খুশি হয়েছি।'

আশ্চর্য বিষয় হলো যখন অ্যান্টিঅক সবার দিকে ফিরে তাকাল তার অমায়িক, গোলাপি শিশুতোষ চেহারাতেও অবজ্ঞা ফুটে উঠল।

প্রেরক : বিইউওইউপ্রোভ দফতর

প্রাপক : লুডন অ্যান্টিঅক, প্রধান জন প্রশাসক, এ-৮

সূত্র : প্রশাসনিক পদে অবস্থান প্রসঙ্গে।

সংযুক্ত :

প্রশাসনিক আদালতের সিদ্ধান্ত ২২৮৭-কিউ, তারিখ ১/৯৭৮ জি.ই.

১. সংযুক্ত আদেশ (ক) অনুসারে আপনাকে সেফাস-১৮ সংক্রান্ত সকল অভিযোগ থেকে সসম্মানে অব্যাহতি দেয়া হলো। আপনাকে বিনীতভাবে পরবর্তী নিয়োগের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আর হরপ্রিট,
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৫/৯৮৭ জি.ই.

অনুবাদ : রাশেদুল হক চয়ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মার্চিং ইন

জেমস বিশপ যে কিনা পেশায় একজন সুরকার ও বাঁশিবাদক। এর আগে কখনোই মানসিক হাসপাতালে যায়নি। এমনও সময় ছিল যখন সে সন্দেহ করত কোনো একদিন সে মানসিক হাসপাতালে যাবে (যে কিনা সুস্থ), কিন্তু সে এটা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি সে একদিন সত্যিই সেখানে যাবে একজন মানসিক বিভ্রান্তির পরামর্শক হিসেবে।

২০০১ সালে সে সেখানে বসেছিল যখন পৃথিবীটা সত্যিই ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন ছিল যদিও তারা বলছিল তারা এ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করছেন। এমন সময় এক মধ্যবয়সী মহিলা সেখানে প্রবেশ করল যার চুলগুলো সবে ধূসর হতে শুরু করেছে। সৌভাগ্যক্রমে তখনো বিশপের মাথায় ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল ছিল।

'তুমি কি মি. বিশপ' – সে জিজ্ঞেস করল।

'এতক্ষণ পর্যন্ত তো মনে হচ্ছিল' বিশপ উত্তর করল।

সে তার হাত এগিয়ে দিয়ে বলল– 'আমি ডা. ক্রে। তুমি কি আমার সাথে আসবে ?'

বিশপ তার সাথে করমর্দন করল এবং তাকে অনুসরণ করতে শুরু করল।

সে তার চলার পথের চারপাশের সকলের কুৎসিত রঙের ইউনিফর্ম দেখে ভয় না পাওয়ার চেষ্টা করল।

ডা. ক্রে তার ঠোঁটে অঙ্গুলি স্থাপন করে বিশপকে একটি চেয়ারে বসার নির্দেশ দিলেন। একটি বোতাম চাপার পর বাতি নিভে গেল এবং একটি জানালার সৃষ্টি করল যার পেছনে আলো ছিল। জানালার ভেতর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দিয়ে বিশপ একজন মহিলাকে দেখল একটি পেছন দিকে কাত করা চেয়ারে বসে থাকতে যা আপাত দৃষ্টিতে ডেন্টিস্টের চেয়ার মনে হচ্ছিল ।

তার হাতে ছিল একগুচ্ছ তার, একটি সরু আলোর রেখা কোনা থেকে কোনায় ছড়িয়েছিল এবং একটি সরু কাগজের ফালি উপরের দিকে ছড়ানো ছিল। আলো পুনরায় চলে আসার পর দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল।

'তুমি কি জান আমরা এখানে কী করছি, ডা. ক্রে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি মস্তিষ্কের তরঙ্গ রেকর্ড করছ, যদিও এটি একটি অনুমান।'

'ভালো অনুমান।' এটি একটি লেজার রেকর্ডিং। তুমি কি জান এটি কীভাবে কাজ করে ?'

'আমার জিনিসপত্র লেজারের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছে–' এক পায়ের উপর আরেক পা বিশপ আড়াআড়িভাবে স্থাপন করতে করতে বলল। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি জানি এটি কীভাবে কাজ করে।'

'প্রকৌশলীরাই এ সম্পর্কে ভালো বলতে পারবে... দেখ ডা. যদি তোমার মনে হয় আমি একজন লেজার প্রকৌশলী তবে তুমি ভুল করছ।

'না তুমি নও' –ডা. ক্রে তড়িঘড়ি করে বলল্। 'তোমাকে এখানে অন্য কিছুর জন্য আনা হয়েছে– আমি তোমাকে এটি ব্যাখ্যা করছি। আমরা একটি লেজার রশ্মির দিক খুবই সূক্ষ্ম, দ্রুত এবং সুচারুভাবে পরিবর্তন করতে পারি একটি ইলেকট্রিক কারেন্ট অথবা ইলেকট্রন প্রবাহের তুলনায়। তার মানে একটি জটিল তরঙ্গকে আরো বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করা সম্ভব যা কি না আগে কল্পনাতীত ছিল। আমরা এর উদাহরণ দিতে পারি একটি অতি সূক্ষ্ম, সরু লেজার বিম্বের মাধ্যমে এবং একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষণযোগ্য একটি তরঙ্গ পেতে পারি এবং সঠিক বিবরণ পেতে পারি যা কি না খালি চোখে বা অন্য যেকোনো উপায়ে লাভ করা অসম্ভব।'

বিশপ বলল, 'যদি তুমি আমার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করতে চাও তবে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়। তুমি শুধু এটুকুই জানতে পার।

যদি তুমি কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর পাশ দিয়ে লেজার প্রবাহিত কর তাহলে তুমি এর ফলটুকুই লাভ করতে পার প্রতিক্রিয়াটুকু নয়। প্রকৃতপক্ষে কিছু মানুষ বলে তারা নাকি গুনগুন আওয়াজ শুনতে পায় যা

www.BanglaBook.org

কি না সুরকে অভিভূত করতে শুরু করে : আমি এটি নিজের কানে শুনি নাই কিন্তু আমি তোমায় যেটা বলব সেটা হলো যদি তুমি সর্বোচ্চ ফল পেতে চাও তাহলে লেজার-এর প্রবাহ গতি পথের সর্বত্র সরু রেখো না... হতে পারে এটি মস্তিষ্কের তরঙ্গের চেয়ে ভিন্ন। আমি যা জানতাম এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে সেটুকুই বলেছি। সুতরাং আমি এখন যাব এবং গাড়ি ভাড়া বাদে অন্য কোনো বিল নেব না।'

সে যাবার জন্য উদ্যত হতেই ডা. ক্রে জোরে জোরে তার মাথা নাড়তে লাগল।

'অনুগ্রহ করে বসুন মি. বিশপ– মস্তিষ্কের তরঙ্গ রেকর্ড করা ভিন্ন একটি ব্যাপার। সেখানে আমাদের বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন হয়। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মস্তিষ্কের তরঙ্গ যা কিছু বের করতে পেরেছি তা হলো দশ বিলিয়ন মস্তিষ্ক কোষের ক্ষুদ্র ও প্রতিক্রিয়াশীল ফল।'

'ঠিক বলেছ।'

'তুমি সব সময় গোলমাল শুনতে পাও ?'

'সব সময় না–আমরা অনেক তথ্যও পাই যেমনটি পাই এপিলেপ্সি সম্পর্কে। যা হোক লেজার রেকর্ডিং এর মাধ্যমে আমরা চূড়ান্ত ফলগুলো পেতে শুরু করি। আমরা প্রতিটি পিয়ানোর স্বতন্ত্র সুরগুলো শুনতে পাই, বুঝতে পারি কোন নির্দিষ্ট পিয়ানোটিতে সুরের ব্যতিক্রম ঘটছে।'

বিশপ ভ্রু উঁচিয়ে বলল–'তার মানে তুমি বলতে পার কোন জিনিসটা একজন উত্তেজিত মানুষকে উত্তেজিত করে ?'

'এভাবেও বলা যায়।'

রুমের অন্য কোনায় একটি পর্দা জীবন্ত হয়ে উঠল যার উপর একটি দাগ উঠানামা করছিল। 'তুমি কি এটা দেখতে পাচ্ছ মি. বিশপ ?'

ডা. ক্রে তার হাতে রাখা একটি নির্দেশকের বোতাম চাপলেন এবং দাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ লাল হয়ে উঠল। দাগটি আলোকিত পর্দার উপর উঠানামা করতে লাগল এবং লাল ব্লিপগুলো ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হতে লাগল।

'এটি একটি মাইক্রোফটোগ্রাফ' ডা. ক্রে বলল। 'ঐ ছোট ছোট বিরতিগুলো খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় এবং লেজার ব্যতীত অন্য কোনো রেকর্ডকারী যন্ত্র দ্বারাও এগুলো এত সূক্ষ্মভাবে রেকর্ড করা সম্ভব নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটি তখনই দেখা যায় যখন নির্দিষ্ট রোগীটি হতাশাগ্রস্ত থাকে। হতাশা যত গভীর হয় দাগগুলো তত স্পষ্ট হয়।'

বিশপ কিছুক্ষণ একমনে ভাবল। তারপর বলল, 'তুমি কি এটি সম্পর্কে কিছু করতে পার ? এতক্ষণ পর্যন্ত বোঝা গেল যে তুমি ক্লিপ দেখেই বলতে পার হতাশা সম্পর্কে যা কি না তুমি রোগীর সাথে কথার মাধ্যমেই বুঝতে পার।'

'ঠিকই বলেছ কিন্তু এসব বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের অনেক সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা মস্তিষ্ক তরঙ্গকে উজ্জ্বল আলোক তরঙ্গে কিংবা সমতুল্য শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করতে পারি। তোমার মিউজিক রেকর্ড করার একই লেজার সিস্টেম আমরাও ব্যবহার করি। আমরা এক ধরনের হালকা গানের গুনগুন সুর পাই যা আলোর শিখার সাথে মিলে যায়। তুমি এটি এয়ারফোনের মাধ্যমে শুনতে পার।

'ঐ নির্দিষ্ট হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির থেকে উদ্ভূত সুর যার মস্তিষ্ক ঐ দাগ উৎপন্ন করেছিল ?'

'হ্যাঁ। এবং যেহেতু আমরা এটিকে সম্পূর্ণরূপে বিবর্ধিত করতে পারব না। তাই আমি চাই তুমি এটি এয়ারফোনের মাধ্যমে শোন।'

'এবং একই সাথে কি আলোও দেখতে হবে ?'

'এটি অবশ্য জরুরি নয়। তুমি তোমার চোখ বন্ধ করতে পার।'

'উজ্জ্বল আলোক শিখার যথেষ্ট সংখ্যক পরিমাণ তোমার চোখের পাতা ভেদ করবে এবং তোমার মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করবে।'

বিশপ তার চোখ বন্ধ করল। গুনগুনের মধ্য দিয়ে সে একটি জটিল ছোট দুঃখের বিট শুনতে পাচ্ছিল। একটি জটিল দুঃখভারাক্রান্ত বিট যা বহন করে চলছিল এই ক্লান্ত পুরনো বিশ্বের সকল সমস্যা। আলোক শিখা জ্বলে উঠার সময় সে তার অক্ষিগোলকে নিস্তেজ শিখার বিট শুনতে পেল। হঠাৎ সে অনুভব করল কেউ একজন তার সার্ট ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকাচ্ছে–

'মি. বিশপ ! মি. বিশপ–'

গভীর শ্বাস নিয়ে কিছুটা মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল– 'ধন্যবাদ। এটি আমাকে বিভ্রান্ত করে কিন্তু আমি এটি ছাড়তেও পারি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি একটি হতাশার মস্তিষ্ক তরঙ্গ শুনছিলে যা তোমার উপর ক্রিয়া করছিল। এটি তোমার নিজস্ব মস্তিষ্ক তরঙ্গের বিন্যাসকে বাধ্য করছিল তা করতে।

তুমি হতাশা বোধ করছিলে। কি করনি ?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো। যদি আমরা হতাশার তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের কিছুটা অথবা কোনো ধরনের মানসিক অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করতে পারি তবে তা দূর করে বাকি সব মস্তিষ্ক তরঙ্গকে বাজাতে পারলে রোগীর মস্তিষ্ক তরঙ্গের বিন্যাসকে সাধারণরূপে আনা সম্ভব।'

'কিন্তু কতক্ষণের জন্য ?'

'চিকিৎসা শেষের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত, যদিও কিছুক্ষণের জন্য। বেশি সময়ের জন্য নয়। এক সপ্তাহ, এক মাস– তারপর আবার রোগীটিকে ফিরে আসতে হবে।'

'কোনো কিছুই না থাকার চেয়ে অন্তত কিছু থাকা ভালো।'

'যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মি. বিশপ, একজন মানুষ নির্দিষ্ট জিন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা নির্দেশ করে একটি নির্দিষ্ট মস্তিষ্ক কাঠামোর। একজন ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট প্রভাবকের দ্বারা চালিত হয়। এগুলো প্রশমিত করা সহজ নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা যা করছি তা হলো আমরা প্রশমনের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী পন্থার খোঁজ করছি.... হয়ত তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার। তাই আমরা তোমাকে এখানে আসতে বলেছি।'

'কিন্তু আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। এমনকি ডা. আমি কখনো লেজারের মাধ্যমে মস্তিষ্ক তরঙ্গের রেকর্ডের কথাও শুনিনি।' সে তার হাত দুটি ছড়িয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় বলল– আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।'

ডা. ক্রে-কে অধৈর্য দেখাচ্ছিল। সে তার জ্যাকেটের পকেটের গভীরে হাত ঢুকিয়ে বলল – 'কিছুক্ষণ আগেই তুমি বলেছিলে লেজার অনেক বেশি বিবরণ কেরর্ড করেছিল যা কানের মাধ্যমে শোনা যায় না।'

'হ্যাঁ। আমি এটি সমর্থন করি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি জানি। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের "হাই ফিল্ডেটি ম্যাগাজিন"-এ তোমার একটি সাক্ষাৎকার আমার এক সহকর্মী পড়ে শুনিয়েছিল যেখানে তুমি এটি বলেছিলে ; এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তুমি জান লেজার এর বিবরণ কানের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয় যা কিনা সম্ভব চোখের মাধ্যমে। কম্পমান আলোক শিখাই মস্তিষ্ক তরঙ্গ বিন্যাসকে বিন্যস্ত করতে পারে। স্পন্দিত শব্দ তরঙ্গ নয়।

শব্দ একা কিছু করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র আলোর সাথে মিলে ফলটাকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে।'

'তুমি এ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করতে পার না।'

'আমরা পারি কেননা এক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রয়াসটাও যথেষ্ট নয়।'

শান্ত, সূক্ষ্ম এবং প্রায় অসীম ও জটিল শব্দের ভিন্নতা যা লেজার রেকর্ডিঙের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা আমাদের কানে আসার পূর্বেই হারিয়ে যায়। এটি পরিমাণে এতটাই বেশি থাকে যা বিকল্প অংশটুকুকে বের করে আনে।'

'তুমি কীভাবে বুঝলে সেখানে একটি বিকল্প অংশ রয়েছে ?'

'কারণ মাঝে মাঝে কিংবা কোনো ঘটনাক্রমে আমরা এমনকিছু উৎপন্ন করতে পারি যা সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক তরঙ্গের চেয়ে ভালো করতে পারে কিন্তু আমরা জানি না কেন এমনটি হয়। আমাদের একজন মিউজিশিয়ান দরকার। সেটি তুমিও হতে পার। যদি তুমি দুই রকমেরই মস্তিষ্ক তরঙ্গ শোন তখন হয়ত তুমি স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। তখন সেটা আলোর বিকল্প হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে।'

'এটা আমার দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দিচ্ছে'–বিশপ সতর্কভাবে বলল। আমি যখন গান লিখি তখন শুধুমাত্র কান এবং পেশির স্পন্দনকে প্রাধান্য দেই। আমি কোনো অসুস্থ মস্তিষ্ককে সুস্থ করার জন্য তা করি না।'

'তুমি কান এবং পেশির স্পন্দনকে প্রাধান্য দাও কিন্তু শুধু এটুকুই কর যাতে তা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক তরঙ্গের সাথে মিলে যায় এবং আমরা এটুকুই চাচ্ছি। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি তোমার দায়িত্ববোধকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আর তোমার মিউজিক অন্যের কোনো

www.BanglaBook.org

ক্ষতি করবে না এটাই স্বাভাবিক বরং তা উপকারে আসতে পারে। তুমি জিত অথবা হার তোমাকে তোমার যোগ্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে।'

'আচ্ছা। আমি চেষ্টা করব যদিও আমি কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতি দেব না।' বিশপ বলল।

সে দুদিন পর ফিরে আসল। ডা. ক্রে তার কনফারেন্স বাদ দিয়ে তার সাথে দেখা করতে আসল এবং ক্লান্ত, সরু চোখে তার দিকে তাকাল।

'তুমি কি কিছু পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ। আমি কিছু একটা পেয়েছি এবং হয়ত এটা কাজ করবে।'

'তুমি কীভাবে জান ?'

'আমি জানি না কিন্তু আমি এটি অনুভব করতে পেরেছি। দেখ তুমি আমাকে যে লেজার টেপগুলো দিয়েছিলে সেগুলো আমি শুনেছি যাতে মস্তিষ্কের তরঙ্গ সুর যা রোগীর হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক থেকে বের হয়েছিল এবং মস্তিষ্ক তরঙ্গ সুর যা রোগীর নরমাল অবস্থায় হওয়ার কথা ছিল তা রেকর্ড করা ছিল। কম্পিত আলোক শিখা ব্যতীত এটি আমার উপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। এক্ষেত্রে তোমার ধারণাই ঠিক ছিল। যা হোক ফল কী হয় দেখার জন্য আমি দ্বিতীয়টি থেকে প্রথমটি বিয়োগ দিয়েছিলাম।'

ডা. ক্রে বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করলেন–'তোমার কমম্পিউটার আছে ?'

'না। এক্ষেত্রে কম্পিউটার আমাকে সাহায্য করতে পারত না। এটি আমাকে অনেক বেশি দিত। তুমি একটি জটিল লেজার তরঙ্গের বিন্যাস নিয়ে তা থেকে আরেকটি জটিল লেজার তরঙ্গের বিন্যাস বাদ দিলে যা পাবে তা হলো আরেকটি জটিল লেজার তরঙ্গের বিন্যাস।'

'না এটি মনে মনে বিয়োগ করেছিলাম যাতে জানতে পারি এটি কোন ধরনের বিট ফেলে যাচ্ছে। এটি অবশ্য অস্বাভাবিক বিট হতো যেটিকে এর বিপরীত বিট দ্বারা প্রশমিত করতে হতো।'

'তুমি কীভাবে এটি নিজে নিজে বিয়োগ করলে ?'

বিশপকে অধৈর্য মনে হলো। 'আমি জানি না। বিটোফেন কীভাবে তার বিখ্যাত "নাইনথ সিম্ফোনি" লেখার আগেই শুনে ফেলল ? মস্তিষ্কও একটি ভালো কম্পিউটার। তাই নয় কি ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আশা করি তাই যেন হয়' –আলোচনা শেষ করার জন্য সে তড়িঘড়ি করে বলল। 'তুমি কি সেখানে কাউন্টার বিট পেয়েছ ?'

'আমি তাই মনে করি। আমি এটিকে একটি সাধারণ রেকর্ডিং টেপ-এ এনেছি কারণ এর জন্য বেশি কিছু দরকার নেই। এটি অনেকটা এরকম–"ডিআই এইচ ডিআই এইচ ডিআইএইচ ডিএএইচ–ডিআইএইচ ডিআইএইচ ডিআইএইচ ডিএএইচ–ডিএএইচ ডিএএইচ ডি আইএইচ ডিএএইচ"– এভাবেই চলতে থাকবে। আমি এর সাথে একটি সুর যোগ করে দিয়েছি যাতে যখন সে প্রজ্বলিত আলোক শিখা দেখছে তখন এটি তার স্বাভাবিক মস্তিষ্ক তরঙ্গ বিন্যাসের সাথে মিলে যায়। যদি আমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকে তবে এটি এর মধ্যে থেকে দিনের আলোকে বের করে আনবে।'

'তুমি কি নিশ্চিত ?'

'যদি আমি নিশ্চিত হতাম তবে তুমি এটি চেষ্টা করতে না। কী করতে ডা. ?'

ডা. ক্রে কিছুক্ষণ একমনে চিন্তা করল। 'আমি রোগীর সাথে একটি অ্যাপায়েন্টমেন্ট করব এবং আমি চাব তুমি এখানে থাকবে।'

'যদি তুমি আমাকে চাও। আমার মনে হচ্ছে এটি পরামর্শকের চাকরির একটা অংশ।'

'তুমি অবশ্য ট্রিটমেন্ট রুমে থাকতে পারবে না, তুমি জান। কিন্তু আমি চাব তুমি এখানে থাক।'

'তুমি যা বল।'

রোগীটি যখন পৌছাল তখন তাকে চিন্তাক্লিষ্ট মনে হচ্ছিল। তার চোখের পাতা অনেকটা বন্ধ ছিল, তার কণ্ঠস্বর ছিল নিচু এবং সে বিড়বিড় করছিল। বিশপ যখন ঘরের কোনায় গা ছাড়া ভাবে ধীরে সুস্থে বসল তখন তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সে তাকে ট্রিটমেন্ট রুমে ঢুকতে দেখল এবং অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছিল এবং চিন্তা করছিল–'কেমন হতো যদি এটা কাজ করত ?'

কেন মস্তিষ্কের তরঙ্গগুচ্ছ সঠিক শব্দ মাধ্যমের সাথে মিশে যুদ্ধ করে না, কেন শক্তি বাড়ায় না আর কেনই বা ভালোবাসা বৃদ্ধি করে না ?

শুধুমাত্র অসুস্থ মানুষদের জন্য নয় সুস্থ মানুষদের জন্যও যারা তাদের অনুভূতিগুলোকে মানিয়ে নেয়ার জন্য এতদিন ধরে যে তারা ওষুধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও মাদক ব্যবহার করে আসছে কেমন হতো যদি তারা জানত তাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গের মধ্যেই একটি তুলনামূলক নিরাপদ পরিপূরক রয়েছে।

এবং সবশেষে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সে বেরিয়ে আসল।

তাকে এখন ধীর দেখাচ্ছিল এবং যে কোনোভাবেই হোক তার মুখের উপর সে দাগগুলো এখন আর নেই।

'আমি এখন সুস্থ বোধ করছি। আমি এখন অনেক সুস্থ বোধ করছি ডা. ক্রে। সে হেসে বলল।

'তুমি সব সময়ই তা মনে কর'–ডা. ক্রে শান্তভাবে বলল।

'অন্তত এরকম নয়'– মহিলাটি বলল। 'এবারের অনুভূতিটি ভিন্ন। অন্য সময় যখন আমি ভাবতাম আমি ভালো বোধ করছি তখনো আমি অনুভব করতে পারতাম আমার মাথার ভেতরে কোনো ভয়ংকর হতাশা তৈরি হচ্ছে আমাকে বিপর্যস্ত করার জন্য যখনই আমি বিশ্রাম নিতে তৈরি হতাম।'

ডা. ক্রে বলল– 'আমরা এখনো নিশ্চিত করতে পারছি না এটি চিরদিনের মতো চলে যাবে। আমরা দু'সপ্তাহ পর এ বিষয়টি নিয়ে আবার বসব কিন্তু এর মধ্যে যদি আবার কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় তবে তুমি আমাকে ফোন করো, করবে তো ? চিকিৎসার সময় কি তোমার কোনো কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়েছে ?'

মহিলাটি একটুক্ষণ চিন্তা করল। 'না'– সে ইতস্তত করে বলল। তবে কম্পিত আলোক শিখাটি ভিন্নতর হতে পারত। হতে পারত আরো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ।

'তুমি কি কিছু শুনেছিলে ?'

'এমনটি কি হওয়ার কথা ছিল ?'

'খুবই ভালো। আমার সেক্রেটারির কাছে অ্যাপায়েন্টমেন্টটা করতে ভুলো না যেন।'

মহিলাটি দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভালো বোধ করাটাও এক ধরনের ভালো অনুভূতি' এবং তারপর চলে গেল।

ডা. ক্রে বললেন– 'সে কোনো কিছুই শোনেনি।' মি. বিশপ আমার মনে হয় তোমার কাউন্টার বিট স্বাভাবিক মস্তিষ্ক তরঙ্গ বিন্যাসকে এতই প্রাকৃতিকভাবে পুনঃস্থাপন করেছিল যেরকম শব্দটি ছিল। বলতে গেলে তা আলোতে হারিয়ে গিয়েছিল... এবং হয়ত এটাও কাজ করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে বিশপের মুখের দিকে ঘুরে তার মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে বলল– 'মি. বিশপ তুমি কি আমাদের সাথে অন্য কেস নিয়ে আলোচনা করবে ? আমরা এর জন্য তোমাকে আমাদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক দেব এবং আমরা এও দেখব যাতে এটি মানসিক রোগের সমাধানে কার্যকর প্রমাণিত হলে এর সবটুকু কৃতিত্ব যেন তুমি পাও।'

বিশপ বলল– 'আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব ডা. কিন্তু এটি এতটা কঠিন হবে না যতটা তুমি মনে করছ। কাজ তো প্রায় হয়েই গিয়েছে।'

'হয়ে গেছে ?'

'আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী মিউজিশিয়ান দেখে আসছি। হয়ত তারা মস্তিষ্কের তরঙ্গ সম্পর্কে জানত না কিন্তু তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল সেসব সুর এবং বিটগুলো বের করতে যা মানুষকে উদ্বেলিত করে। তাদের পায়ের শব্দ পেশির ব্যথা মুখের হাসি, অশ্রুনালির প্রবাহ, হৃদয়ের স্পন্দন সবকিছুর জন্য ঐ সুরগুলো অপেক্ষা করছে। একবার তুমি তাদের কাউন্টার বিটটা পেলেই উপযোগী সুরটা নিতে পার।'

'তুমি কি এটা করেছিলে ?'

'অবশ্যই। এ সঞ্জীবনী সুরের মতো আর কী আছে যা তোমার হতাশা দূর করতে পারে ? তারা এ কাজের জন্যই তৈরি হয়েছে।'

'এই বিট তোমাকেই তোমার মধ্যেই হারিয়ে ফেলে। এটি তোমাকে উল্লসিত করে। হয়ত এটি বেশিক্ষণ টিকে থাকে না কিন্তু যদি তুমি এর মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক তরঙ্গকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চাও তবে অবশ্যই এটি কাজে লাগে।'

'এটি সঞ্জীবনী গান ?'– ডা. ক্রে তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। অবশ্যই আমি এ কেসে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গানটি ব্যবহার করেছিলাম। আমি তাকে দিয়েছিলাম– "হোয়েন দ্যা সেইন্টস গো মার্চিং অন।" সে এটি আস্তে করে গাইতে লাগল, আঙুলের দ্বারা বিট দিতে লাগল এবং তৃতীয় মাত্রায় গিয়ে দেখা গেল ডা. ক্রে তার পা দিয়ে তাল দিচ্ছিল।

অনুবাদ : মারুফ আহমেদ মোল্লা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্রিডস দেয়ার আ ম্যান... ... ?

এই মুহূর্তে পুলিশ সার্জেন্ট ম্যানকিউইজ ফোনে কথা বলছেন, কথা বলতে একটুও ভালো লাগছে না বরং ভীষণ বিরক্ত লাগছে তার। সেই কথাবার্তার কোনো আড়াগোড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি বলছিলেন, 'ঠিক ধরেছেন। লোকটা এখানে এসে বলল, আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিন কারণ আমি আত্মহত্যা করতে চাই।

'নারে ভাই চাপা মারছি না। লোকটা এই কথাই বলেছিল। কথাগুলো আমার কাছেও উদ্ভট লেগেছে।'

'দেখুন মিস্টার লোকটার বর্ণনা আমি একবার বলেছি। আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমি বলেছি। ব্যস এই তো।'

'হ্যাঁ লোকটার ডানগালে একটা কাটাদাগ আছে। নিজের নাম বলেছে জন স্মিথ। না না, নামের আগে কোনো ডক্টর-ফক্টর বলেনি।'

'... উনি এখন জেলে।'

'হ্যাঁ সত্যি কথা।'

'... অফিসারের কাজে বাধা দান, শরীরিক লাঞ্ছনা আর সহিংস আচরণ, মোট তিনটা অভিযোগ।'

'সে কে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

'ঠিক আছে, আমি লাইনে আছি।'

মাউথপিসটা হাত দিয়ে চেপে ধরে অফিসার ব্রাউনের দিকে তাকালেন ম্যানকিউইজ। বিশাল থাবার ভেতরে টেলিফোনটা হারিয়ে গেল। সারা মুখ তার রাগে গনগন করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঝামেলা করে : পুলিশ স্টেশনের ভেতরে ঝামেলা করে। একদিন সব হারামজাদাকে প্যাঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব।' বললেন ম্যানকিউইজ।

'কে ফোন করেছে ?' ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন। মাত্রই রুমে ঢুকেছেন তিনি। রুমের পরিস্থিতি দেখছেন নিরাসক্ত চোখে, কিছুতেই কিছু যায় আসে না তার। এই ম্যানকিউইজ ব্যাটাকেও ধরে প্যাঁদানো দরকার। ম্যানকিউইজের কথা শোনার পর ব্রাউনের মনে হলো।

'লং ডিসট্যান্স কল, লোকটার নাম গ্রান্ট ভুং ভাং লোজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এর হেড। ব্যাটার প্রতি মিনিটে খরচ হচ্ছে পঁচাত্তর সেন্ট করে তারপর এখন কাকে যেন ডাকতে গেছে। হ্যালো... ....।'

ম্যানকিউইজ আবার শক্ত করে টেলিফোন ধরে বসলেন।

'দেখেন ভাই আমি আবার প্রথম থেকে বলি। আমি সোজাসাপ্টা বলছি আপনাকে, যদি আপনার কথা পছন্দ না হয় তাহলে অন্য কাউকে ফোনটা দিন। জেলে আটকানো লোকটা কোনো উকিল চায় না। তার দাবি হচ্ছে সে শুধু জেলে থাকতে চায়। তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই।'

'ঠিক আছে আবারও শুনুন। সে গতকাল স্টেশনে ঢুকে সোজা আমার কাছে চলে এসে বলল, 'অফিসার, আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিন কারণ আমার নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে।' তারপর আমি বললাম, 'মিস্টার, আপনি নিজেকে মেরে ফেলতে চাইছেন, খুবই দুঃখের কথা। এ কাজ ভুলেও করবেন না। একবার করলে পরে সারা জীবন পস্তাবেন।'

আমি সিরিয়াস। আমি যা বলেছি তাই বলছি মজা করছি না। আমি নিজেও অনেক যন্ত্রণার মধ্যে আছি। এখন রসিকতার সময় না। আপনার কি মনে হয় কিছু উন্মাদের উন্মাদীয় কথা শোনার জন্যে আমি পুলিশ স্টেশনে বসে থাকি ?

'আপনি কি আগে পুরো ঘটনাটা শুনবেন ? তারপর আমি বললাম, 'আপনার নিজেকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে এজন্যে আমি আপনাকে জেলে ঢোকাতে পারব না। এটা কোনো অপরাধ না।' তারপর লোকটা বলল, 'কিন্তু আমি তো মরতে চাই না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর আমি বললাম, 'দেখুন ভাই এখান থেকে ভাগেন,' একজন যদি আত্মহত্যা করতে চায় তো ভালো কথা, যদি না করতে চায় তো আরো ভালো কথা। কিন্তু কেউ আমার কাঁধে মাথা রেখে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে, এটা অসহ্য।

'হ্যাঁ ভাই আমি সিরিয়াস। তারপর সে আমাকে বলল, 'আমি যদি কোনো অপরাধ করি তাহলে কি আমাকে জেলে ঢোকাবেন ?' আমি বললাম, 'আপনি অপরাধ করার পর যদি আপনাকে হাতেনাতে ধরা হয় এবং কেউ যদি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করে, তাহলে তো অবশ্যই আপনাকে জেলে ঢোকাতে হবে। এখন যান, আমার কাজ আছে।'

'তারপর সে আমার টেবিল থেকে কালির দোয়াতটা নিয়ে সবটা কালি আমার ফাইলের উপর ঢেলে দিল।'

'ঠিক ধরেছেন, কিন্তু আপনার কেন মনে হচ্ছে সহিংস আচরণের অভিযোগটা পুলিশ ইচ্ছে করে লোকটার বিরুদ্ধে এনেছে ? কালি আমার সারা শরীরে লেগে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ শারীরিক নির্যাতনও করেছে। আমি তাকে থামানোর জন্যে দাঁড়ানোর সাথে সাথে সে আমার হাঁটু বরাবর লাথি ঝেড়ে দিল, চোখে খামচি মারল।

'না ভাই, কিছু বানানো না। আপনার বিশ্বাস না হলে এসে আমার চেহারাটা দেখে যান। তাহলেই বুঝবেন।'

'দুয়েক দিনের মধ্যেই কোর্টে চালান করে দেব। বৃহস্পতিবার নাগাদ বোধ হয়।'

'ডাক্তার যদি অভিযুক্তকে মানসিকভাবে অসুস্থ দাবি না করে তাহলে অন্তত নব্বই দিন জেল খাটতে হবে ওকে। আমার মনে হয় শাস্তিটা ওর দরকার।'

'কাগজপত্রে ওর নাম জন স্মিথ, নিজের নাম সে এটাই বলেছে।'

'কাগজপত্র ছাড়া ওনাকে ছাড়া যাবে না।

'আপনি আপনারটা দেখেন, আমি স্রেফ আমার কাজ করছি এখানে, আর কিছু না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি দুম করে ক্রেডলে আছড়ে ফেললেন রিসিভার। তারপর আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করা শুরু করলেন ম্যানকিউইজ। জিজ্ঞাসা করলেন 'জিয়ানোও ?' ঠিকঠাক উত্তর পাবার পর কথা শুরু করলেন তিনি।

'AEC টা কী ? আমি জো না ফো কী একটা লোকের সাথে ফোনে কথা বললাম, ব্যাটা বলল কিনা ...

'আরে নাহ্। আমি মজাটজা করছি না। মজা করলে তো আগেই বলতাম তাই না ? এই ছাতার মাথা AEC টা কী ?'

চুপচাপ শোনার পর ম্যানকিউইজ খুব আস্তে করে ধন্যবাদ বলার পর ফোন রাখলেন।

মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেছে। 'দ্বিতীয় লোকটা ছিল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের হেড। যা বললাম তাতে বোধহয় এবার ওকরিজে থাকা হবে না বদলি করে দেবে ওয়াশিংটনে।' ব্রাউনকে বললেন ম্যানকিউইজ।

ব্রাউন একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন, 'ঘটনার পেছনে বোধ হয় এফবিআই আছে, জন স্মিথ বোধহয় ওদেরই কেউ। হয়ত অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের বিজ্ঞানী।' রুমের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন ব্রাউন, একটু উদাস হয়ে গেলেন।' 'পরমাণু গবেষণার ব্যবহারগুলো তো এফবিআই বিজ্ঞানীদের জানতে দেয় না। জেনারেল গ্রোভ যদি জানেন তাহলে সব ঠিক আছে কিন্তু তার বাইরে কেউ জানুক এফবিআই তা চায় না। বোধহয় এরকম কোনো তথ্য এই বিজ্ঞানীর কানে...'

ধ্যাত্তেরিকা, চুপ করো তো। ম্যানকিউইজ মুখ ঝামটা দিলেন।

২

ড. ওসওয়াল্ড গ্রান্ট গাড়ি চালাচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে। তার সমস্ত মনোযোগ এখন রাস্তার মাঝখানের সাদা দাগের উপর, দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি যেন পেছনে কেউ তাড়া করছে তাকে। তিনি গাড়ি এভাবেই চালান। বেশ লম্বা, ঋজু শরীরের মানুষ তিনি। চেহারায় এক ধরনের নিস্পৃহতার ছাপ। পা ব্যস্ত গাড়ির গতি নিয়ে আর যখনই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো মোড় ঘুরছেন তখনই হাতের আঙুল শক্ত করে চেপে বসছে স্টিয়ারিং হুইলে।

ড. ওসওয়াল্ডের পাশেই বসে আছেন ইন্সপেক্টর ডেরিটি। পাগুলো একটার উপর আরেকটা। উপরের পা গিয়ে লেগে আছে গাড়ির দরজায়। পায়ের ছাপ পড়ে যাচ্ছে দরজায়। হাতে একটা পেননাইফ। এক হাত থেকে আরেক হাতে লোফালুফি করছেন তিনি। কিছুক্ষণ আগে ছুরির ব্লেড বের করে যত্নের সাথে নখের ময়লা পরিষ্কার করছিলেন তিনি। হঠাৎ ব্রেক কষার সময় তার আঙুল আরেকটু হলেই কাটা যেত। তারপর ব্লেড ভেতরে ঢুকিয়ে এখন ছুরি নিয়ে লোফালুফি করছেন তিনি।

'বালসন সম্পর্কে আপনি কী জানেন ?' জিজ্ঞাসা করলেন ইন্সপেক্টর ডেরিটি।

ড. ওসওয়াল্ড একমুহূর্তের জন্যে রাস্তার উপর থেকে চোখ সরিয়ে ডেরিটির মুখের দিকে তাকালেন তারপর আবার রাস্তায় মনোযোগ দিলেন তিনি। 'ও যখন প্রিন্সটনে ডক্টরেট করছিল তখন থেকে আমি ওকে চিনি। অসম্ভব মেধাবী মানুষটা।' অস্বস্তি নিয়ে উত্তর দিলেন ড. ওসওয়াল্ড।

'কী ? মেধাবী ? আচ্ছা আপনারা বিজ্ঞানীগুলো সব সময় একজন আরেকজনকে মেধাবী বলেন, ঘটনাটা কী ? আপনাদের কোনো মাঝামাঝি ধরনের বিজ্ঞানী নেই ?'

'অনেকেই আছে মাঝামাঝি ধরনের। আমি নিজেই তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু রালসন আমাদের মতো মাঝামাঝি না। আপনার যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ওপেন হেইমারকে জিজ্ঞাসা করুন। বুশকে জিজ্ঞাসা করুন। অ্যালামাগোরডো তে ওর বয়স সবচেয়ে কম।

'আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম উনি মেধাবী। উনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানেন ?'

গ্রান্ট একটু সময় নিলেন। 'আমার তো জানার কথা না।'

'আপনি রালসনকে প্রিন্সটন থেকে চেনেন। কত বছর আগের ঘটনা ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়াশিংটন থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছে গাড়ি। প্রায় দুঘণ্টা ধরে গাড়ি চালাচ্ছেন ড. গ্রান্ট : এতক্ষণ খুব একটা কথা হয়নি তাদের মধ্যে। গাড়ির আবহাওয়া বদলাচ্ছে। কথাবার্তা শুরু হয়েছে দুজনের :

'রালসন ভার্সিটিতে এল ১৯৪৩-এ।'

'তাহলে আট বছর ধরে আপনি ওনাকে চেনেন।'

'হ্যাঁ।'

'আর আপনি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলতে চাচ্ছেন ?'

'দেখুন ইন্সপেক্টর, একটা মানুষের জীবন তার একান্তই নিজস্ব। তাছাড়া রালসন তেমন সামাজিক না। বিজ্ঞানীদের বেশিরভাগই এরকম। অনেক চাপের মধ্যে ওদের কাজ করতে হয়। যখন ল্যাবরেটরি থেকে ওরা বের হয় তখন ওরা ল্যাবের কারো সাথে কথা বলতে চায় না।'

'কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে সে কি জড়িত ছিল ?'

'আপনি কিছু জানেন এ ব্যাপারে ?'

'না।'

তারপর ইন্সপেক্টর বললেন, 'তিনি কি এমন কিছু কখনো বলেছেন যাতে করে আপনার মনে হয়েছে লোকটা তেমন বিশ্বাসী না ?'

'না।' গ্রান্ট একটা ছোটখাটো চিৎকার করে বললেন কথাটা। তারপর গাড়িতে একটু নীরবতা নেমে এল।

গ্রান্ট এবারে স্টিয়ারিং-এ ঝুঁকে গিয়ে বললেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা মানুষকে যতটা গুরুত্ব দেয়া দরকার তাকে ঠিক ততটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠান কাউকে ছাড়া অচল হয়ে যাবে ঘটনা এরকম না। কিন্তু রালসনের ব্যাপারটা একদম আলাদা। ও ইঞ্জিনিয়ারিং মেন্টালিটির মানুষ।'

'এর মানে কী ?'

'তাকে সরাসরি একজন গণিতবিদ বলা যাবে না বরং সে যেসব যন্ত্রপাতি তৈরি করে তাতে গণিতকে সরাসরি জীবন দেয়া হয়। গণিত তখন আর শুধু কাগজপত্রে থাকে না। ওর মতো আর কেউ নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময়, ইন্সপেক্টর। ব্যাপারটা হচ্ছে সময়ের। প্রতিটি সময় আমাদের গবেষণায় নানারকম সমস্যা তৈরি হয় কিন্তু সেইসব সমস্যা সমাধানের সময় আমাদের থাকে না। এই সমস্যা নিয়ে আমরা মাথা ফাঁকা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করি কিন্তু রালসন এসে সমস্যাটা শোনে তারপর কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বলে, 'এটা এরকম করে চেষ্টা করে দেখুন তো।' তারপরই চলে যায় সে। যাবার পর তার এটা জানারও কৌতূহল থাকে না যে তার সমাধানটায় কোনো কাজ হলো কি না। কিন্তু মূল ব্যাপার হলো ওর সমাধানেই কাজ হয়। সব সময়। এই সমস্যাগুলো নিয়ে যদি আমরা ভাবতাম তাহলে ঐ একই সমাধানটা বের করতে হয়ত কয়েক মাস লেগে যেত। আমি জানি না রালসন এত দ্রুত কাজ করে কীভাবে, ওকে জিজ্ঞাসা করেও কোনো লাভ নেই, কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে, 'এরকমই তো হবার কথা' তারপর আবার চলে যাবে।'

ইন্সপেক্টর কোনো কথা বললেন না। ড. গ্রান্টের কথা চুপচাপ শুনলেন। যখন গ্রান্টের কথা শেষ হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন সে অসুস্থ, মানসিকভাবে ?'

একজন মানুষ অস্বাভাবিক রকম মেধাবী হলে তাকে কি আপনি মানসিকভাবে সুস্থ আশা করেন ?'

'হয়ত না। কিন্তু এই অস্বাভাবিক মেধাবী মানুষটা কতটা অসুস্থ।'

'রালসন কথা বলে খুবই কম। মাঝে মাঝে কোনো কাজ করত না।'

'ঐ সময় কি বাড়িতে থাকত নাকি মাছ মারতে বাইরে যেত ?'

'কোথাও যেত না। সে ল্যাবে ঠিক থাক মতই আসত। কিন্তু ল্যাবে আসার পর নিজের সিটে চুপ চাপ বসে থাকত। এই অবস্থা কখনো কখনো কয়েক হপ্তা চলত। তখন সে কারো দিকে তাকাত না এমনকি কারো কোনো প্রশ্নের উত্তরও দিত না।'

'কখনো ছুটি নেয়নি ল্যাব থেকে ?'

'এবারের আগে ? না নেয়নি কখনো।'

'সে কি কখনো বলেছে যে সে আত্মহত্যা করতে চায় কিংবা জেলের বাইরে কোনো নিরাপদ জায়গা নেই ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না।'

'আপনি নিশ্চিত যে জন স্মিথই হচ্ছে রালসন ?'

'আমি প্রায় নিশ্চিত। একবার কেমিক্যাল ল্যাব-এ অ্যাসিডে ওর ডান গাল পুড়ে গিয়েছিল। ঐ দাগটা ওর গালে রয়ে গেছে। এটাতে তো ভুল হবার কথা না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, কথা বলে দেখি।'

এরপর গাড়িতে আর কোনো কথা হলো না। ড. গ্রান্ট তীক্ষ্ণ মনোযোগে গাড়ি চালাতে লাগলেন আর ইন্সপেক্টর ছুরি লোফালুফি করা শুরু করলেন আবারও।

৩

ওয়ার্ডেন ভিজিটরদের দিকে তাকালেন।

'লোকটাকে এখানে নিয়ে আসুন।' বললেন ইন্সপেক্টর ডেরিটি।

'কী দরকার ? আমরাই বরং ওর কাছে যাই।' প্রস্তাব দিলেন ড. গ্রান্ট।

'ব্যাপারটা কি রালসনের জন্যে ভালো হবে ড. গ্রান্ট ? সেল থেকে বের করতে কি গার্ডের টানাহেঁচড়া করতে হবে নাকি আবার ?' ইন্সপেক্টর বললেন।

'বলা তো যায় না।' ড. গ্রান্ট বললেন।

ওয়ার্ডেন একটু উদাস হয়ে আছেন। হাত পা ছড়িয়ে বসলেন। তার মোটা নাকটা কুঁচকে বললেন, 'ওয়াশিংটন থেকে টেলিগ্রাম পাবার পর ওনার সাথে আমরা আর কিছু করিনি, সত্যি বলছে কী এরকম বিজ্ঞানীদের চোর-ছ্যাচড়দের জেলে ঠিক মানায় না। ওনাকে এখান থেকে নিয়ে গেলে খুশি হব।'

'ওর সাথে আমরা ওর সেলে দেখা করতে চাই।' ডেরিটি বললেন।

লম্বা, সরু করিডর দিয়ে হেঁটে গেলেন তারা। দুপাশে সেল, উৎসুক চোখে সেল থেকে লোকজন তাদের দেখল।

ঘেন্নায় পেট মুচড়ে এল ড. গ্রান্টের। 'ওকে কি এই সেলেই রাখা হয়েছে প্রথম থেকে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেরিটি কোনো উত্তর দিলেন না।

গার্ড তাদের সামনে হাঁটছিলেন। একটা সেলের সামনে গিয়ে থামলেন তিনি। 'এটাই সেই সেল।'

ডেরিটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি ড. রালসন ?'

ড. গ্রান্ট সেলের ভেতর খাটের উপর শুয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকালেন নিঃশব্দে। প্রথমে লোকটা শুয়েছিল তারপর কনুই-এর উপর ভর দিয়ে উঠল বিছানায়। লোকটা যেন চেষ্টা করছে দেয়ালের ভেতর ঢুকে যাবার। মাথার চুল কটা রঙের, পাতলা। শরীর হালকা-পাতলা, শূন্য চোখে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে আছে লোকটা, চোখ নীল, যেন দুটুকরো আকাশ। ডান গালে গোলাপি ক্ষতচিহ্ন, ব্যাঙাচির মতো দেখতে চিহ্নটা।

'ও রালসন', ড. গ্রান্ট বললেন।

গার্ড সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন, ইন্সপেক্টর ডেরিটি তাকে বাইরে যেতে বললেন। রালসন নিঃশব্দে দেখছেন তাদের। দুপায়ে দাঁড়ালেন খাটের উপর, বারবার ঢোঁক গিলছেন।

ডেরিটি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ড. এলউড রালসন।'

'কী চান আপনি ?'

গলা আশ্চর্য রকমের খাদে নামিয়ে বললেন রালসন।

'আপনি কি একটু আমাদের সাথে আসবেন ? আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'না ! আমাকে একা থাকতে দিন।'

'ড. রালসন' বললেন গ্রান্ট, 'আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।'

রালসন তাকালেন গ্রান্টের দিকে। ভয়ের বদলে অন্য এক ধরনের আলো ফুটে উঠল তার চোখে। 'হ্যালো গ্রান্ট' খাট থেকে নেমে এলেন রালসন, 'শুনুন, আমি ওদেরকে বলেছিলাম আমাকে একটা প্যাড লাগানো সেল দেবার জন্যে। আমাকে একটা প্যাড লাগানো সেল যোগাড় করে দিতে পারবেন ? আপনি তো জানেন গ্রান্ট কোনো কিছু খুব বেশি দরকার না হলে আমি চাই না। একটু সাহায্য করুন। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শক্ত দেয়ালের মধ্যে থাকতে পারছি না। শক্ত দেয়াল দেখলেই আমার মাথা...' এই পর্যন্ত বলে রালসন শক্ত খাটের উপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন।

ডেরিটিকে চিন্তিত মনে হলো। পকেট থেকে পেন নাইফটা বের করে ঝকঝকে ব্লেডটা বের করলেন। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করা শুরু করলেন।

'আপনি কি ডাক্তার দেখাবেন ?' ডেরিটি জিজ্ঞাসা করলেন।

রালসন কোনো উত্তর দিলেন না। অদ্ভুত লোভী চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন ডেরিটির হাতের ছুরির ব্লেডে। উত্তেজনায় ঠোঁট ভিজে যাচ্ছে তার। নিশ্বাস হচ্ছে আরো দ্রুত, খসখসে।

তিনি বললেন, 'সামলে রাখুন।'

'কী সামলাব ?' আজব উত্তরে স্তম্ভিত ডেরিটি প্রশ্ন করলেন।

'ছুরিটা, আমার সামনে ছুরি আনবেন না, আমার সহ্য হয় না।'

'কেন ?' বলার পর ছুরিটা চোখের সামনে ধরলেন ডেরিটি 'ছুরিতে কি কোনো ঝামেলা আছে ? ছুরিটা কিন্তু ভালো।'

রালসন দ্রুত সামনে ঝুঁকে এলেন। ডেরিটি পিছিয়ে গেলেন একপা। ছুরিটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে আবার ধরলেন।

'কী ব্যাপার রালসন ? আপনি কী করতে চাচ্ছেন ?'

গ্রান্ট ব্যাপারটা থামানোর চেষ্টা করলেন। ডেরিটি কোনো পাত্তাই দিলেন না।

'আপনি কী চান রালসন ?' আবারও প্রশ্ন করলেন ডেরিটি।

রালসন শূন্যে ছুড়ে দেয়া ছুরি ধরার চেষ্টা করছেন আর ডেরিটি তাকে একহাতে আটকে রেখে আরেক হাতে ছুরি লোফালুফি করছেন।

'ছুরিটা দিন আমাকে।' ফিসফিস করে বললেন রালসন।

'কেন রালসন ? কী করবেন আপনি ছুরি দিয়ে ?'

প্লিজ, আমি... অনুনয় ঝরে পড়ে রালসনের গলায়, 'আমাকে মরতে হবে।'

'আপনি মরতে চান ?'

'না, কিন্তু মরতে যে হবেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেরিটি ধাক্কা দিয়ে রালসনকে সরিয়ে দিলেন

রালসন ধাক্কা খেয়ে খাটের উপর গিয়ে পড়লেন। বেশ ভালো শব্দ হলো সেলের ভেতর। ডেরিটি ছুরি ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালেন। রালসন দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন খাটের উপর। স্থির। মাঝে মাঝে শুধু তার কাঁধ কেঁপে উঠছে।

সেলের আওয়াজ অন্য সেলের কয়েদিদের কানে যাওয়ামাত্র তারা চেঁচামেচি শুরু করল। তাদের থামাতে গার্ড চিৎকার করলেন।

ডেরিটি গার্ডের দিকে তাকালেন।

'সব কিছু ঠিকই আছে।'

বড় একটা সাদা রুমালে হাত মুছলেন ইন্সপেক্টর ডেরিটি। 'ওনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

৪

ড. গটি ফ্রাইড ব্লাউস্টেইন। ছোটখাটো একটা মানুষ, কালো। কথায় অস্ট্রিয়ান টান আছে। দেখতে তেমন সুবিধার নন তিনি। মূর্খের মতো চেহারা। কিন্তু তিনি সব সময়ই নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্ন ফিটফাট পোশাক পরে থাকতে ভালোবাসেন। গ্রান্টকে সাবধানে মাপছেন তিনি ; আসছেন ছোট ছোট সিদ্ধান্তে। যে কারো সাথে দেখা হবার পরপরই এটা করা তার অভ্যাস।

তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে মোটামুটি ধরনের একটা ধারণা দিয়েছেন। আপনি একজনের কথা বললেন যার মেধা ভয়াবহ– খুব সম্ভবত জিনিয়াস ধরনের মানুষ তিনি। সে লোকজনের সাথে মিশতে পছন্দ করেন না– এমনকি ল্যাবের পরিবেশেও তিনি অস্বস্তি বোধ করে। আপনার কি জানা আছে, কী ধরনের পরিবেশে তিনি স্বস্তি অনুভব করে ?'

'বুঝলাম না।'

'আমরা যেখানে থাকি কিংবা যেখানে কাজ করি সেখানে সব সময় মনের মতো সঙ্গ বা মানুষ পাবার সৌভাগ্য আমাদের সব সময় হয় না। এই শূন্যতা আমরা নানাভাবে পূরণের চেষ্টা করি। কেউ বাজনা বাজায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ পাহাড়ে বেড়াতে যায়, কেউ ক্লাবে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা আসলে কাজের জায়গার বাইরে একটা নতুন ধরনের সমাজ তৈরি করি যেখানে আমরা ঘরের মতো স্বস্তি পাই। আমরা যে চাকরি করি কিংবা যেখানে কাজ করি সেখানকার পরিবেশের সাথে হয়ত এই নতুন গড়ে তোলা সমাজের কোনো যোগাযোগই নেই। যদিও এটা আসলে এক ধরনের পালিয়ে যাওয়া কিন্তু এই পালানো তেমন ক্ষতিকর কিছু না।' বলার পর হাসলেন ড. ব্লাউস্টেইন।

'আমি নিজে স্ট্যাম্প জমাই আর আমেরিকান সোসাইটি অফ ফিলাটেলিস্টদের একজন সক্রিয় সদস্য।' যোগ করলেন ড. ব্লাউস্টেইন।

গ্রান্ট মাথা নাড়লেন। 'কাজের বাইরে রালসন কী করে আমি জানি না। আপনি যেরকম বললেন সেরকম কিছু হয়ত করে সে।'

'উম... ম... ম। এরকম কিছু না করলে তো খারাপ। জীবনে একটু বিশ্রাম আর উপভোগের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিসে একটা মানুষ বিশ্রাম পাবে কিংবা কোন ব্যাপারটা তার জন্যে উপভোগ্য এটা তাকেই আবিষ্কার করতে হয়। বিষয়টা যাই হোক বিশ্রামটা খুব জরুরি।'

'আপনি কি ড. রালসনের সাথে কথা বলেছেন ?'

'উনার সমস্যা সম্পর্কে ? না।'

'বলবেন না ?'

'অবশ্যই। কিন্তু ভদ্রলোক এখানে এসেছেন মাত্র সপ্তাহখানেক। একটু সময় দিচ্ছি এখানকার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার জন্যে। উনি প্রথমদিন যখন এখানে এলেন তখন খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। প্রায় ডিলিরিয়ামের মতো অবস্থা। এ জায়গার সাথে পুরোপুরি মানিয়ে যাক আগে তারপর উনার সাথে কথা বলব।'

'আপনি কি ওকে সুস্থ করে কাজে ফিরিয়ে নিতে পারবেন ?'

ব্লাউস্টেইন হাসলেন। 'কীভাবে বলি ? আমি তো এখনো ওর সমস্যাটাই জানি না।'

'আপনি শুধু ওর আত্মহত্যা করার ইচ্ছে নষ্ট করে দিন। বাকিটা ও যখন কাজে যাবে তখন আমরা সামলাতে পারব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দেখি আগে ঘটনাটা কী। 'কয়েকটা ইন্টারভিউ ছাড়া কিছুই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।'

'কী রকম সময় লাগতে পারে ?'

'এই সব ব্যাপারে কিছু নিশ্চিত করে বলা যায় না। ড. গ্রান্ট।'

'আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। ওর সুস্থ হওয়াটা আপনি যতটা ভাবতে পারছেন তার চেয়েও জরুরি।'

'আপনি হয়ত আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ড. গ্রান্ট।'

'কীভাবে ?'

'আমাকে কিছু তথ্য দিতে হবে আপনার। তথ্যগুলো হয়ত টপ সিক্রেট।'

'কী ধরনের তথ্য ?'

'১৯৪৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত কতজন পরমাণু বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করেছেন এ তথ্যটা আমার দরকার। আর কতজন পরমাণু বিজ্ঞান বাদ দিয়ে অন্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন বা সোজাসাপ্টা গবেষণাই ছেড়ে দিয়েছেন এটাও আমার জানা দরকার।'

'রালসনের সাথে কি এ তথ্যের কোনো যোগাযোগ আছে ?'

'নিজেকে নিয়ে অসম্ভব ধরনের অসুখী থাকাটা যে পেশা সম্পর্কিত কোনো রোগ হতে পারে এটা কি আপনার কখনো মনে হয় না ?'

'হতে পারে। অনেকে তো স্বাভাবিকভাবেই চাকরি ছেড়ে চলে যায়।'

'স্বাভাবিকভাবে কেন গ্রান্ট ?'

'গবেষণা বিষয়টা কী এ ব্যাপারটা তো জানেনই আপনি ড. ব্লাউস্টেইন। আণবিক গবেষণার ব্যাপারটাই অনেক চাপের আর সাথে রেড টেপ-এর ব্যাপারটা তো আছেই। আপনাকে কাজ করতে হবে সরকারি তত্ত্বাবধানে আর সাথে থাকবে সামরিক বাহিনীর লোকজন। কী নিয়ে কাজ করছেন সেটা নিয়ে কোনো কথা বলতে পারবেন না, আপনি কী বলছেন এই ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আপনি যখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাবেন সেখানে যখন নিজের জীবন নিজের অধীনে কাটাতে পারবেন, নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারবেন, নিজের গবেষণার কাগজপত্র অ্যাটমিক এনার্জি

www.BanglaBook.org

কমিশনে জমা না দিয়ে নিজের কাছেই রাখতে পারবেন, বিভিন্ন কনভেনশনে যোগ দিতে পারবেন– তখন কে আর সব সময় আটকা থাকতে চায় ? স্বাধীনতা তো সবাই চায়, তাই না ? তাই চাকরি ছেড়ে সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায়।'

'নিজের কাজের জন্যে সেরা জায়গাটা তো ছাড়তে হচ্ছে।'

'তা ঠিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা তো সব সময় অসামরিক ব্যবহারের জন্যে। মানুষ মারার জন্যে না। একবার একজন আমাকে বলেছিল সে রাতে ঘুমাতে পারে না কারণ ঘুমালেই হিরোশিমার লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের চিৎকার শুনতে পায়। শেষ খবর যা পেলাম তা হচ্ছে সে হেবাউশেরিতে কেরানির কাজ করছে।'

'আপনি নিজে কোনো চিৎকার শুনতে পান না ?

গ্রান্ট মাথা নাড়লেন।

'আণবিক বোমার বিস্ফোরণের পেছনে কিছুটা দায়িত্ব আমার, এই অনুভূতিটা, এই জানাটা তেমন সুখকর না।'

'এ ব্যাপারে রালসনের অনুভূতি কী ?'

'কখনো কিছু বলেনি রালসন।'

'আরেকভাবে যদি বলি তাহলে রালসনের এটা নিয়ে কোনো বক্তব্য থাকলেও সেটা আপনাদের জানার কথা না।'

'আমার মনে হয় রালসনের এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য নেই।'

'তারপরেও আণবিক গবেষণা চালাতেই হয়, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার অনেক কিছু করার ছিল কিন্তু আপনি করতে পারেননি এরকম ভাবনা যদি আপনার মনে আসে তখন আপনি কী করবেন ড. গ্রান্ট ?'

'জানি না তো', শ্রাগ করলেন গ্রান্ট।

'এরকম হলে অনেকে আত্মহত্যা করে।'

'আপনি কি রালসনের ক্ষেত্রেও এটাই বলতে চাইছেন ?'

'জানি না, জানি না। আমি আজ বিকেলে ড. রালসনের সাথে কথা বলব, কোনো কথা দিতে পারছি না কিন্তু যদি কিছু জানতে পারি তবে অবশ্যই আপনাকে জানাব। কথা দিচ্ছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্রান্ট উঠে দাঁড়ালেন। 'ধন্যবাদ ড. ব্লাউস্টেইন। আপনার তথ্যগুলো জোগাড় করার চেষ্টা করব।'

৫

এলউড রালসনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে স্যানাটোরিয়ামে আসার পর। আগের ভাঙাচোরা গালে মাংস লেগেছে, অস্থিরতাটাও উধাও, তাকে কোনো টাই কিংবা বেল্ট দেয়া হয়নি। জুতোতে ফিতাও নেই।

'কেমন আছেন ড. রালসন ?' জিজ্ঞাসা করলেন ব্লাউস্টেইন।

'বেশ ভালো।'

'আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়েছে তো ?'

'কোনো অভিযোগ নেই ডক্টর।'

'বসুন ড. রালসন। আপনার সমস্যার কী অবস্থা ?'

'আপনি কি আমার আত্মহত্যা করার প্রবণতাটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন ? কখনো ভালো থাকি কখনো খারাপ। আসলে নির্ভর করে আমি কী ভাবছি সেটার উপর। কিন্তু সব সময়ই আত্মহত্যার ইচ্ছাটা থাকে, আপনি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন না।'

'হয়ত আপনি ঠিক কথাই বলছেন। প্রায় অনেক ঘটনাতেই আমার কিছু করার থাকে না। কিন্তু আমি আপনার সমস্যাটা যতদূর সম্ভব জানতে চাই, আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ...'

রালসন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আপনার কি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মনে হয় না ?'

'না। একটা ব্যাকটেরিয়া আর একটা মানুষের গুরুত্বের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।'

'বুঝলাম না কথাটা।'

'জানতাম, আপনি বুঝবেন না।'

'কিন্তু এটা বুঝতে পারছি এই বক্তব্যের পেছনে বেশ চিন্তাভাবনা রয়েছে। আমি আপনার সেই ভাবনাটা শুনতে আগ্রহী।'

প্রথমবারের মতো রালসনকে হাসতে দেখলেন ব্লাউস্টেইন। কুৎসিত হাসি। সাধারণত যারা সহজে হাসে না তাদের হাসি সুন্দর হয় কিন্তু রালসনের তা না। কুৎসিত হাসি তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনাকে দেখলে ভালো লাগে ডাক্তার আপনার কাজটা আপনি বেশ ভালো বোঝেন। আপনাকে তো আমার কথা শুনতেই হবে। তাই না ? আপনার এই আগ্রহের পেছনে থাকবে অল্প আগ্রহ আর বিরাট সহানুভূতি। আমি জঘন্য কিছু বললেও আপনি সেটা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনবেন, তাই না ?'

'আমার আগ্রহটা মেকি এটা কেন ভাবছেন ? আমার পেশাটাই তো তাই। আমি পুরোপুরি পেশাদার একজন মানুষ। এটাই আমার কাজ।'

'আমি আপনার সাথে কথা বলতে কোনো আগ্রহ পাচ্ছি না। আপনি কি রুমে ফিরে যাবেন ?'

'না।' হঠাৎ করেই রালসনের গলা চড়ে গেল ; উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন, 'কিছু মনে করবেন না।' একটু শান্ত হবার চেষ্টা করলেন রালসন।

'আমি কেন আপনার সাথে কথা বলব না ? আমার লোকজনের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বেশিরভাগই নির্বোধ, মোটা দাগের মানুষ। কোনো কিছু খুঁটিয়ে দেখে না। বোঝার চেষ্টা করে না, ওদের সাথে কথা বললে কিছুই বুঝবে না ওরা উল্টো হাসবে। আর আপনাকে শুনতেই হবে। এটাই আপনার কাজ। রোগীর কথা শোনা। আমার কথাবার্তা আপনার কাছে পাগলের মতো মনে হলেও আপনি বলতে পারবেন না আমি পাগল।'

'আপনি যাই বলবেন আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবো। শ্রোতা হিসেবে আমি খুব ভালো।'

রালসন লম্বা একটা দম নিলেন। 'আমি বেশ কয়েক বছর ধরে একটা ব্যাপার জানি। ব্যাপারটা খুব বেশি লোক জানে না। সম্ভবত আমি ছাড়া আর কোনো জীবিত লোক ঘটনাটা জানে না। আপকি কি জানেন মানব সভ্যতার অগ্রগতি খুবই অল্প সময়ের জন্যে বিকশিত হয়। একটা জায়গায়।

'আরো উদাহরণ আছে। গ্রেসরেঙ্গে মেডিসিস, ইংল্যান্ডে এলিজাবেথ, স্পেনে কর্ডোভান প্রিমিরস। যিশু খ্রিস্টের জন্মের সাত থেকে আটশো বছর আগে ইসরাইলি এলাকায় বেশ কিছু সমাজ

www.BanglaBook.org

সংস্কারক কাজ করে গেছেন। আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কী বলছি ?'

ব্লাউস্টেইন মাথা নাড়লেন। 'ইতিহাসে তো বেশ ভালোই আগ্রহ আছে আপনার।'

'থাকবে না কেন ? নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী বলে শুধু এই ব্যাপারেই আগ্রহ থাকতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।'

'তা অবশ্য ঠিক। তারপর... ?'

'প্রথমে ভাবলাম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির চক্রটা নিয়ে ইতিহাসের কোনো পণ্ডিতের সাথে কথা বলব। এরকম কয়েকজনের সাথে কথা বলেছিও। স্রেফ সময় নষ্ট হয়েছে আমার।'

'সেই পণ্ডিতদের নাম কী ?'

'নাম জানাটা কি জরুরি ?'

'না বলতে চাইলে দরকার নেই। পণ্ডিত সাহেব আপনাকে কী বলল ?'

'সে বলল আমি ভুল বলছি। কোনো সভ্যতা হঠাৎ তৈরি হয়েছে এটা শুধু বাইরে থেকেই মনে হয়। ইজিপ্ট আর সুমেরীয় সভ্যতা খুব কাছ থেকে খেয়াল করলে দেখা যায় এরা হঠাৎ করে একেবারে শূন্য থেকে সমৃদ্ধ সভ্যতায় পৌঁছেনি। তখন আশপাশে ঈজিপ্ট কিংবা সুমেরীয় সভ্যতার কাছাকাছি কিছু উপ-সভ্যতা ছিল। সেই উপ-সভ্যতাগুলো শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। সে বলল পেরিক্লিন অ্যাথেন্সের সভ্যতা তৈরি হয়েছে তারচেয়ে কম সমৃদ্ধ প্রি-পেরিক্লিন অ্যাথেন্স সভ্যতা থেকে। এই প্রি-পেরিক্লিন অ্যাথেন্স সভ্যতা না থাকলে অ্যাথেন্সের সভ্যতার জন্মই হতো না।

'তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে পেরিক্লিন অ্যাথেন্স সভ্যতার পর কেন আরো সমৃদ্ধ কোনো পোস্ট-পেরিক্লিন অ্যাথেন্স সভ্যতার জন্ম হলো না। সে উত্তর দিল যে অ্যাথেন্স সভ্যতাটা ধ্বংস হয়ে গেছে প্লেগে আর স্পার্টাদের সাথে যুদ্ধ করে। আমি তাকে অন্যান্য সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সবকটা সভ্যতাই শেষ হয়েছে হয় যুদ্ধ করে না হয় কোনো মহামারীতে। সবকটা ইতিহাসের পণ্ডিত একরকম। কিন্তু

www.BanglaBook.org

এইসব সভ্যতার শেষ হবার পেছনে সত্য অন্য একটা কারণ আছে ব্যাপারটা তাদের চোখেই পড়ে না।'

রালসন মেঝের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলে, 'ওরা মাঝে মাঝে আমার ল্যাবে আসে, ডক্টর। ওরা বলে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। 'কী ঝামেলা হচ্ছে দেখ তো রালসন' তারপর ওরা আমাকে তার-টার দিয়ে বোঝাই যন্ত্রপাতি দেখায়, আমি বলি, 'ঝামেলা তো তোমাদের চোখের সামনে, কাজটা এইভাবে করো।'

'তারপর আমি সোজা চলে যাই, চারপাশে মাছের মতো হা হয়ে যাওয়া চেহারাগুলো দেখতে ভালো লাগে না। কিছুক্ষণ পর ওরা আবার এসে বলে, 'কাজ হয়েছে রালসন কিন্তু তুমি করলে কীভাবে ?' আমি ওদেরকে ব্যাখ্যা দিতে পারি না ডক্টর। ব্যাপারটা আমার কাছে জল কেন ভেজা এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করার মতো। আমি ইতিহাসের ঐ পণ্ডিতটার কাছেও সভ্যতা ধ্বংসের গোপন সত্য কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারিনি। আমি আপনার কাছেও ব্যাখ্যা করতে পারব না। চেষ্টা করলে শুধু সময়ই নষ্ট হবে।'

'আপনি কি রুমে ফিরতে চান, রালসন ?'

'হ্যাঁ।'

রালসন চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ারে বসে রইলেন ব্লাউস্টেইন। কটকট শব্দে আঙুল ফোটালেন তিনি।

তারপর দ্রুত টেলিফোন তুলে নাম্বার ডায়াল করলেন। নাম্বারটা লিস্টে টোকা হয়নি।

'ব্লাউস্টেইন বলছি। ড. রালসন ইতিহাসের একজন অধ্যাপকের সাথে কথা বলেছিলেন, বছরখানেক আগে বোধহয়। আমি সেই অধ্যাপকের নাম জানি না, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান এটাও জানি না। আপনি যদি খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে জানাবেন। আমি লোকটার সাথে দেখা করতে চাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৬

থেডিউস মিল্টন পি. এইডডি চিন্তিত। চেয়ে আছেন ব্লাউস্টেইনের দিকে। ঘনঘন চোখের পাতা ফেলছেন, মাঝে মাঝে লোহা রঙের চুলে আনমনে হাত বোলাচ্ছেন।

'ওরা আমার কাছে এসেছিল, আমি বলেছি রালসনের সাথে আমার দেখা হয়েছে, যদিও লোকটার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। ওর সাথে আমার বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। এর বেশি কিছু না।'

'আপনার সাথে ওর দেখা হলো কীভাবে ?'

'আমাকে চিঠি দিয়েছিল রালসন। অন্য অধ্যাপকদের বাদ দিয়ে আমাকেই কেন চিঠি দিয়েছিল তা অবশ্য আমার জানা নেই। ঐ সময় মোটামুটি ধরনের জনপ্রিয় একটা পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম, ওগুলো অবশ্য খুব বেশি লোকের ভালো লাগেনি। বোধহয় ওগুলোই রালসনকে আকৃষ্ট করেছিল।'

'আচ্ছা, প্রবন্ধগুলোর বিষয় কী ছিল ?'

'একই ধরনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা সম্পর্কিত প্রবন্ধ। একটা নির্দিষ্ট সভ্যতা অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং হ্রাসের সূত্র মেনে চলে এবং এই সূত্রটি মোটামুটি প্রতিটি সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই জাতীয় কথাবার্তা ছিল প্রবন্ধতে।'

'আমি টয়নবি পড়েছি ড. মিল্টন।'

'তাহলে তো বুঝতে পারছেন আমার কথা।'

'ড. রালসন আপনার সাথে যখন কথা বলেছিলেন তখন কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে কোনো উদাহরণ দিয়েছিলেন ?'

'উম ... ম... ম। এক হিসেবে বলতে হয় তিনি উদাহরণ দিয়েছেন। লোকটা তো ইতিহাসবিদ নন, তার কিছু কথা ছিল সভ্যতার শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারে, কথাগুলো নাটকেই ভালো মানাত। মাফ করবেন ড. ব্লাউস্টেইন, প্রশ্নটা হয়ত ভালো শোনাবে না, তাও করছি। ড. রালসন কি এখন আপনার চিকিৎসাধীন ?'

www.BanglaBook.org

'ড. রালসন এখন অসুস্থ, আমার চিকিৎসা নিচ্ছেন। আমাদের কথাবার্তাগুলো আপনাকে গোপন রাখতে হবে। খুবই কনফিডেন্সিয়াল।'

'আমি বুঝতে পারছি। ওর কিছু ধারণা একটু অস্বাভাবিক। সব সময় কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত আচরণ ছিল লোকটার। সংস্কৃতির উৎকর্ষ আর দুর্যোগ এই দুই ব্যাপারে রালসন অনেক চিন্তা করত। এই উৎকর্ষ আর দুর্যোগের যে একটা যোগাযোগ আছে এটা এখন স্বীকৃত সত্য। একটা জাতি যখন সভ্যতার উৎকর্ষে পৌঁছায় তখন সেই উৎকর্ষতা সভ্যতার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। নেদারল্যান্ডের কথাই ধরুন। অসাধারণ সব চিত্রশিল্পী। রাজনৈতিক নেতা আর নাবিক যখন এই নেদারল্যান্ডে জন্মাল তখন সেই সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইয়োরোপের পরাক্রমশালী দেশ স্পেন দেশটাকে চেপে ধরেছিল। রাজধানী ধ্বংস হয়ে যাবার আগে ওরা আবাস গাড়ল আরো পুবে, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর দিকের উপকূলে। তখন আবার জলপথে ওদের যুদ্ধ করতে হলো ইংল্যান্ডের সাথে। শেষ পর্যন্ত দেশটার রাজনৈতিক নিরাপত্তা যখন নিশ্চিত ততদিনে দেশটার আর নিজের বলতে কিছুই ছিল না।'

ব্যাপারটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু না। একটা দল, যদি আপনি আলাদাভাবে ধরে নেন, অনেক কিছু করতে পারে যদি তাদের সামনে কোনো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয় কিন্তু যদি চ্যালেঞ্জ না থাকে তাহলে দলটা কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই ঘটনাক্রমের চক্রে পড়ে ড. রালসনের মাথা বিগড়েছে। তার দাবি যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য দুর্যোগ সংস্কৃতি আর সভ্যতাকে চরমে পৌঁছাতে সাহায্য করে না বরং ঘটনা হয় পুরো উল্টো। তার ভাষ্য হচ্ছে যখন কোনো সভ্যতা অসাধারণ মেধা আর কর্মক্ষমতার পরিচয় দেয় তখন তাদের ভবিষ্যতের উৎকর্ষতা ধ্বংস করার জন্যেই যুদ্ধ কিংবা কোনো দুর্যোগ হয়।'

'আচ্ছা!' ব্লাউস্টেইন বললেন।

'আমি বোধহয় ওর কথা শুনে হেসে ফেলেছিলাম। সম্ভবত এ কারণেই শেষদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্টে আমার সাথে দেখা করতে আসেনি রালসন। শেষ যেদিন আমার সাথে দেখা হলো তখন একেবারে শেষের দিকে রালসন জিজ্ঞাসা করেছিল যে এমন কি হতে পারে যে অসম্ভব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেধাবী কেউ এই মানব সভ্যতা আর সংস্কৃতির উৎকর্ষ ঘটাচ্ছে পর্দার আড়ালে থেকে ? আমি তখন খুব জোরে হেসে ফেলেছিলাম। কাজটা করা উচিত হয়নি। কী করব বলুন। বেচারা।'

'এটাই স্বাভাবিক। আপনার আর সময় নষ্ট করব না আমি। অনেক সাহায্য করেছেন আপনি। ধন্যবাদ আপনাকে।'

হাত মিলিয়ে থেডিউস মিল্টন বিদায় নিলেন।

৭

'এখানে বিজ্ঞানীদের আত্মহত্যা সম্পর্কিত তথ্য আছে। এই তথ্য থেকে কি কিছু বের করা যাবে ?' বললেন ইন্সপেক্টর ডেরিটি।

'আমিও আপনাকে এই প্রশ্নটাই করতাম।' শান্তভাবে বললেন ব্লাউস্টেইন। 'এফবিআই নিশ্চয়ই তথ্যগুলোর উপর কাজ করেছে। তাই না ?'

'বাজি ধরে বলতে পারি ঘটনাগুলো নির্ভেজাল আত্মহত্যার। কোনো সন্দেহ নেই। এফবিআই না অন্য একটা ডিপার্টমেন্ট এই তথ্য নিয়ে কাজ করেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, বয়স সবদিক দিয়ে বিচার করলে এই বিজ্ঞানীদের আত্মহত্যার সংখ্যাটা সাধারণ মানুষদের চেয়ে চারগুণ বেশি।'

'ব্রিটেনের বিজ্ঞানীদের কী অবস্থা ?'

'একদম একই রকম।'

'সোভিয়েত ইউনিয়নের ?'

'কে জানে ? ডেরিটি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন। আপনার কি মনে হয় বেজন্মা রাশিয়ানগুলো কোনো বিশেষ ধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেছে যেগুলো মানুষের উপর ফেললে মানুষ আত্মহত্যা করে ? শুধু আণবিক গবেষণা কেন্দ্রের লোকগুলো আক্রান্ত হচ্ছে, ব্যাপারটা সন্দেহজনক।'

'আরে না ! এই নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীগুলো বোধহয় বিচিত্র কোনো প্রজাতি। পুরোপুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বলা সম্ভব না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি কি কোনো মানসিক জটিলতার কথা বলছেন ? বেশ খোলামেলাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ডেরিটি।

ব্লাউস্টেইন পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ডেরিটির দিকে। 'ইদানীং সাইকিয়াট্রি বেশ জনপ্রিয় একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই খুব সহজে নিউরোসিস, সাইকো, কমপালসন এই সব বিষয়ে গড়গড় করে কথা বলে। কেউ অপরাধবোধে ভুগছে এটা শুনলে আরেকজন রাতে ঘুমাতে যায়। আত্মহত্যা করেছে এরকম লোকের সাথে কথা বলতে পারলে ভালো হতো। কিছু হয়ত জানা যেত।'

'আপনি তো রালসনের সাথে কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ বলছি।'

'তার কি কোনো অপরাধবোধ আছে ?'

'ঠিক তা নেই। তার যে অতীত জীবন তাতে মৃত্যু সম্পর্কে একটা অসুস্থ ধারণা যদি তার থাকে আমি অবাক হব না। বারো বছর বয়সে গাড়ি চাপা পড়ে মাকে মরতে দেখেছে চোখের সামনে। বাবা ক্যান্সারে মারা গেছে। মরার আগে অনেকদিন ভুগেছিলেন। কিন্তু তার বর্তমানের সমস্যার উপর সেই ঘটনাগুলোর প্রভাব আছে কি না এটা পরিষ্কার না।

ডেরিটি উঠে দাঁড়ালেন, মাথায় হ্যাট পরে নিলেন। 'আশা করি রালসনের রোগটা কোথায় ধরতে পারবেন। ওর সুস্থ হবার সাথে হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে বড় কোনো ব্যাপার জড়িত। হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে বড় কী আছে আমি জানি না কিন্তু সেই বড় ব্যাপারটা রালসনের উপর।'

৮

রালসন বসতে চাচ্ছে না, দাঁড়িয়েই কথা বলছে।

'ডাক্তার সাহেব গত রাতটায় আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি।'

'আশা করি আমাদের কথাবার্তার কোনো প্রভাব আপনার ঘুমের উপর পড়েনি,' উত্তর দিলেন ব্লাউস্টেইন।

'খুব সম্ভবত পড়েছে। মাথায় আবার চিন্তাটা ঢুকেছে। যখনই আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করি তখনই ঝামেলা হয়। আচ্ছা ডাক্তার আপনি

www.BanglaBook.org

যদি আবিষ্কার করেন যে আপনি ব্যাকটিরিয়ার কালচার প্লেটের একটা ব্যাকটিরিয়া, আপনার কেমন লাগবে ?'

'ভাবিনি তো কখনো। ব্যাকটিরিয়ার জন্যে কালচারের ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক লাগার কথা।'

রালসনের কানে কিছু ঢুকছে না, ফিসফিস করে আপন মনে কথা বলে চলেছেন তিনি। 'একটা কালচারে যদি মেধার উপর পরীক্ষা চালানো হয়। জিনেটিক সম্পর্ক আবিষ্কারের পর আমরা অনেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আমরা ডুমো মাছির ক্রসব্রিড করেছি। লাল রঙের চোখের মাছির সাথে সাদা রঙের চোখের মাছি। বোঝার চেষ্টা করেছি ক্রসব্রিডে কী হয়। নতুন মাছিগুলোর কোন রঙের চোখ তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না বরং এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমরা জিনেটিকস-এর মূল সূত্রগুলো গোছানোর চেষ্টা করেছি। আমি কী বলছি আপনি কি বুঝতে পারছেন ?'

'অবশ্যই।'

'মানুষের ক্ষেত্রেও তাদের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। হিমোফিলিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে তার উত্তর পুরুষদের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এই রোগটা স্পেন আর রাশান রাজবংশেও ছড়িয়েছে। আপনার কি জিউকস আর ক্যাল্লিকাকস বংশের বংশগত হৃদরোগের কথা জানা আছে ? এসব ব্যাপারে অবশ্য স্কুলের বায়োলোজি বইতেই লেখা-টেখা থাকে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ডুমো মাছির উপর ক্রসব্রিডের যে পরীক্ষাটা চালানো যায় মানব সম্প্রদায়ের উপর তা করা যায় না। মানুষের জীবনের ব্যাপ্তি বেশ বেশি। মানব সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করে কোনো উপসংহারে আসতে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে। আমাদের মধ্যে যদি একটা প্রজাতি থাকত যেটাকে সপ্তাহ পরপর প্রজনন করানো যাবে তাহলে ভালো হতো, তাই না ?

কথাগুলো শেষ করার পরই রালসন উত্তর শোনার জন্যে ব্লাউস্টেইনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু ব্লাউস্টেইন শুধুই হাসলেন।

রালসন আবারও কথা শুরু করলেন।

www.BanglaBook.org

'অন্য কোনো প্রজাতি যদি থাকে যাদের জীবনকাল কয়েক হাজার বছর তাহলে তাদের পক্ষে মানব সম্প্রদায় নিয়ে শংকরায়ণের পরীক্ষা চালানো সম্ভব : ওদের জীবনকাল সাপেক্ষে আমাদের জীবনকাল যথেষ্ট কম হবার জন্যে সুবিধাটা ওরা পেত, ওরা ধরুন তখন আমাদের ক্রসব্রিড করে বৈজ্ঞানিক মেধা-মনন, সংগীত সৃষ্টিশীলতা এসব ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা করতে পারত। আমরা ডুমো মাছির চোখের রং কী হবে ক্রসব্রিড করে এ প্রশ্নের উত্তর আগ্রহ নিয়ে খুঁজি ওরা তখন আরো আগ্রহ নিয়ে এসব ব্যাপারের উত্তর খুঁজত।'

'আপনার ধারণাটা ইন্টারেস্টিং তো'– ব্লাউস্টেইন বললেন।

'কথাগুলো শুধু ধারণা না, কথাগুলো সত্যি। আমার কথাগুলো নিয়তির মতো সত্যি আপনি যাই ভাবুন না কেন। চারপাশে তাকান। এই গ্রহ, পৃথিবীর দিকে তাকান। যে পৃথিবীটাতে ডায়নোসোররা রাজত্ব করতে পারেনি সেখানে আমাদের কী এমন আছে যে, এখন আমরা সৃষ্টির সেরা জীব ? আমাদের অসম্ভব বুদ্ধি, মেধা আছে, কথাটা সত্যি কিন্তু এই মেধা, বুদ্ধি এগুলো কী ? আমাদের কাছে বুদ্ধি, মেধা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার কারণ আমাদের এগুলো আছে। আমরা ভাবি শ্রেষ্ঠ প্রজাতি আমরা কারণ আমাদের মেধা, বুদ্ধি আছে। কিন্তু যদি একটা টিরনোসরাস ডায়নোসোরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হতে হলে কী থাকতে হবে ? তার বলার কথা আকার আর শক্তি। এই আকার আর শক্তি দিয়েই ওরা আমাদের চেয়ে বেশি বছর ধরে দুনিয়ায় রাজত্ব করে গেছে।

'প্রজাতি হিসেবে টিকে যাবার জন্যে বুদ্ধিই শেষ কথা এটা ঠিক না। একটা হাতির যেটুকু ব্রেইন তার চেয়ে কম চড়ুই পাখির। তাও চড়ুই হাতির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। মানুষের সাথে থাকলে কুকুরও বেশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠে। কিন্তু যে মাছি আমরা অবিরত মেরে ফেলি তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি কুকুরের নেই। অথবা আপনি যদি অন্যান্য প্রাইমেটকে দল হিসেবে ধরেন তাহলে কী দেখা যায় ? দলের ছোটখাটো সদস্য শত্রুর সামনে থেকে পালায় কিন্তু বড় আকারেরগুলো যুদ্ধ করে আর

www.BanglaBook.org

বেবুনরা এই যুদ্ধ করে মরে না যাওয়া পর্যন্ত কারণ তাদের শ্বদন্ত আছে, বুদ্ধির জন্যে কিন্তু না।'

রালসন না থেমেই কথা বলে চলেছেন। উত্তেজনায় সারা মুখে হাল্কা একটা ঘামের প্রলেপ পড়েছে।

একটু ঠিক করে খেয়াল করলেই দেখবেন মানব সম্প্রদায়ে খুব সূক্ষ্ম ধরনের কাটছাঁট চলছে। যারা আমাদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তারা কাজটা করছে খুব সাবধানে। খুব সাবধানে। সাধারণত প্রাইমেটদের জীবনকাল খুব বেশি হয় না। যে সব প্রাণীর আকার যত বড় তা বেশি বাঁচে। এটা জীবজগতে স্বাভাবিক একটা সূত্র। মানুষ বন মানুষের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সময় বেশি বাঁচে এমনকি যে গরিলা তাদের আকার আমাদের চেয়ে বেশি তাও আমরা কিন্তু ওদের চেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকি। আমাদের পরিপূর্ণতা আসতে সময় লাগে বেশি। পুরো ব্যাপারটা এমন যেন আমাদের বোর্ড ক্রসব্রিড করছে খুব সাবধানে যাতে আমাদের জীবনকাল বাড়ে, তাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সময় পাওয়া যাবে বেশি।'

এরপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন রালসন। মাথার উপর উন্মাদের মতো হাত ছুড়তে লাগলেন। 'আমাদের হাজার বছর হচ্ছে ওদের জন্যে এক দিন।'

ব্লাউস্টেইন দ্রুত একটা বোতাম চাপলেন।

এক মুহূর্ত পর কয়েকজন ডাক্তার ঢুকলেন ব্লাউস্টেইনের চেম্বারে। রালসনকে ধরে সেলে নেবার চেষ্টা করলেন, প্রথমে রালসন বাধা দিলেও পরে বাধ্য ছেলের মতো সেলে চলে গেলেন।

ব্লাউস্টেইন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রালসনের দিকে। মমতা অনুভব করলেন তিনি। হাতের কাছের টেলিফোন তুলে নিলেন। ফোন করলেন ইন্সপেক্টর ডেরিটিকে।

'ইন্সপেক্টর, রোগটা সারতে সময় নেবে।'

তারপর মনোযোগ দিয়ে অপরপ্রান্তের কথা শুনলেন তিনি। উত্তরে বললেন, 'আমি জানি, আমি আপনাদের প্রয়োজনটাকে খাটো করে দেখছি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রিসিভারে অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বরটাকে তীক্ষ্ণ শোনাচ্ছে। 'ডাক্তার সাহেব আপনি আমাদের প্রয়োজনটা বুঝতেই পারছেন না, আমি ড. গ্রান্টকে পাঠাচ্ছি। এখানকার পুরো পরিস্থিতিটা ও ব্যাখ্যা করবে আপনার কাছে।'

৯

ড. গ্রান্ট ব্লাউস্টেইনের সাথে দেখা হবার সাথে সাথেই রালসনের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। রালসনের ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করলেন ব্লাউস্টেইন।

'আমাকে আণবিক গবেষণার সাম্প্রতিক অবস্থাটা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করার জন্যে বলা হয়েছে।' গ্রান্ট বললেন।

'যাতে আমি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝি, তাই না ?'

'হ্যাঁ। আমরা একটা ব্যাপারে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি একটা কথাও বাইরে...'

'ফাঁস করব না। আমি জানি কথাগুলো ফাঁস করা যাবে না। আচ্ছা আপনারা লোকগুলো সব সময় গোপন রাখতে হবে গোপন রাখতে হবে এরকম অবস্থায় থাকেন কেন ? খুব বাজে অভ্যাস। আপনি তো জানেনই আপনাদের গবেষণার ব্যাপারগুলো গোপন রাখা যাবে না।'

'আমাদের গোপনীয়তা নিয়ে বাঁচতে হয়।'

'তা ঠিক। আপনাদের সাম্প্রতিক গোপন ব্যাপারটা কী ?'

'আমরা... হয়ত আমরা আণবিক বোমার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়তে পারব।'

'এটাই গোপন কথা ? এই ঘটনাটা আপনাদের বরং চিৎকার করে লোকজনকে জানানো উচিত।'

'আপনি তো অদ্ভুত কথা বলছেন। আমার কথা আগে শুনুন ডাক্তার সাহেব। ব্যাপারটা এখনো কাগজপত্রে আছে। অনেকটা $E=mc^2$ সূত্রের মতো। বাস্তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমরা এখনো তৈরি করতে পারিনি। হয়ত বাস্তবে এটা তৈরি করা যাবে না। লোকজনের আশা জাগিয়ে আবার আশাভঙ্গ করার ব্যাপারটা ভালো হবে না। আরেক দিকে আমরা যদি মোটামুটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দাঁড় করাতে পারি তাহলে

www.BanglaBook.org

হয়ত ব্যাপারটা পুরোপুরি দাঁড় করাবার আগেই আমরা একটা যুদ্ধ শুরু করে দেব।'

'যুদ্ধের ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করি না। যুদ্ধ কেউ শুরু করে না। এটা হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কাউকে আঘাত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় না। আপনাদের এই নতুন ধরনের প্রতিরক্ষার রকম-সকম কী ? আমাকে কি বলা যায় ? আমাকে কতটুকু বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে ?'

'রালসনকে সুস্থ করে ফিরিয়ে নেবার জন্যে এবং দ্রুত নেবার জন্যে ঠিক যতটা বলা দরকার হবে আমি ততটুকুই বলতে পারব।'

'তাহলে ঠিক আছে, বলুন আপনার গোপন কথা, নিজেকে কেমন যেন কেবিনেট মেম্বার বলে মনে হচ্ছে।'

'তারচেয়ে বেশি কিছু। আপনাকে আমি পুরো ব্যাপারটা সাধারণ ভাষায় বুঝিয়ে বলছি। আদি যুগ থেকে আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা ভারসাম্য রক্ষা করে সামরিক বাহিনী এগিয়ে চলেছে। গান পাউডার আবিষ্কার হবার পর অবশ্য প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা পিছিয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে ট্যাঙ্ক আর পাথরের দুর্গের জায়গায় কনক্রিট পিলবক্স তৈরি হয়ে আবার ভারসাম্য তৈরি হয়েছিল। যেখানে যেভাবে যত ধূর্ত আক্রমণ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তার বিপরীতে সমান তালে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে।'

'বুঝলাম তো ভালোই কিন্তু আণবিক বোমার ক্ষেত্রে তো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়ে গেছে। এই একটা ক্ষেত্রে তো আপনাকে কনক্রিট আর স্টিলের চাইতে বেশি কিছু ভাবতে হবে, তাই না ?'

'ঠিক ধরেছেন। আমরা আর কত মোটা দেয়াল বানাব ? এই আণবিক বোমার বিরুদ্ধে কাজ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী কোনো পদার্থই পাওয়া যাচ্ছে না। যদি আণবিক আক্রমণ হয় এই অণুর স্রোত আটকে দিতে হবে আমাদের। এজন্যে, এই অণুর শক্তি প্রতিহত করতে আমরা শক্তিই ব্যবহার করব, একটা ফোর্স ফিল্ড, শক্তি ক্ষেত্র।'

'এই ফোর্সফিল্ড জিনিসটা কী ?' শান্তভাবে ড. ব্লাউস্টেইন জিজ্ঞাসা করলেন।

www.BanglaBook.org

'আপনাকে দেখাতে পারলে বুঝতেন। কিন্তু এই ফোর্স ফিল্ডের ব্যাপারটা এখনো কাগজপত্রের সমীকরণ হিসেবেই আছে। তাত্ত্বিকভাবে এই শক্তি দিয়ে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বস্তুবিহীন কিন্তু জড়তা যুক্ত একটা দেয়াল তৈরি করা সম্ভব। বাস্তবে আমরা তৈরি করার উপায়টাই জানি না।'

'আপনি একটা দেয়াল বানাতে চাইছেন যেটাকে ভেদ করা যাবে না, এমনকি অণুর পক্ষেও অসম্ভব। তাই না?'

'হ্যাঁ অণুর পক্ষেও অসম্ভব। এই দেয়ালের ক্ষমতা নির্ভর করবে আমরা ঠিক কতটা শক্তি এতে ব্যবহার করব তার উপর। তাত্ত্বিকভাবে এই দেয়ালের পক্ষে রেডিয়েশনও ঠেকিয়ে দেয়া সম্ভব। গামারশ্মি এই দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাবে। আমরা যে স্বপ্ন দেখছি তা হচ্ছে প্রতিটি শহরকে আলাদাভাবে এই দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করা হবে কিন্তু এই দেয়ালের জন্য আমরা ন্যূনতম শক্তি খরচ করে বাস্তবে প্রায় কোনো শক্তিই খরচ না করে সুরক্ষাটা পেতে চাই। এক মিলি সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে আমরা এই ফোর্স ফিল্ডটা তৈরি করতে চাই কিন্তু জ্বালানি হিসেবে একটা ওয়রহেড-এ যতটুকু প্লুটোনিয়াম দরকার ততটুকুই প্লুটোনিয়ামের শক্তি ব্যবহার করব। ব্যাপারগুলো তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব।'

'কিন্তু আপনাদের এই প্রজেক্টে রালসনকে দরকার কেন?'

'কারণ এই দেয়াল বানাতে আমরা যতটুকু শক্তি খরচ করতে চাই সেই সীমায় দেয়ালটা একমাত্র এই রালসনই বানাতে পারবে। আর সে বানাবে খুব অল্প সময় নিয়ে। প্রতিটি মিনিট এখন অসম্ভব মূল্যবান। আণবিক যুদ্ধ হবার আগেই আমাদের দরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।'

'আপনি বিশ্বাস করেন রালসন কাজটা করতে পারবে?'

'আমার নিজের উপর যতটুকু বিশ্বাস তারচেয়ে বেশি বিশ্বাস এই লোকটার উপর। এই লোকটা অবিশ্বাস্য সব কাজ করে। কোনো ভুল করে না। কেউ ধরতেও পারে না ওর কাজের ধরনটা কী?'

'ব্যাপারটা কি ইনট্যুসন? সাইকিয়াস্ট্রিস্টকে একটু এলোমেলো মনে হয়। তার চিন্তাভাবনা চলে ঝড়ের গতিতে। সাধারণ মানুষের

www.BanglaBook.org

মগজে যে ধরনের চৌম্বকীয় অনুরণন তৈরি হয় তারচেয়ে রালসনের অনুরণন আলাদা ধরনের। ব্যাপারটা কি তাই ?' প্রশ্ন করেন ডাক্তার।

'মূল ঘটনা আমি জানি না।'

'রালসনের সাথে আমি আরেকবার কথা বলে নিই। তারপর আপনাকে জানাব।'

'ঠিক আছে।' বলেই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন ড. গ্রান্ট। কী ভেবে আবার বললেন, 'আপনি যদি কিছু না করতে পারেন তাহলে কমিশন বোধহয় তাকে এই অবস্থাতেই নিয়ে যেতে পারে।'

'অন্য কোনো সাইকিয়াট্রির ডাক্তার দেখাবে ? কমিশন কাজটা করতে চাইলে আমি তাতে বাধা দেবো না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি কোনো উঁচুদরের ডাক্তারই বলবে না রালসন পুরোপুরি সেরে যাবে।'

'আমরা হয়ত তার আর কোনো চিকিৎসা করাব না। ওকে সোজা কাজে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বাধা দেব। আপনারা ওকে দিয়ে কোনো কাজই করাতে পারবেন না।'

'হয়ত কোনো কাজ করাতে পারব না।'

'তারপরেও কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকে, তাই না ?'

'আমাদের আশা তাই, আর একটা কথা, আমি রালসনকে এখান থেকে নিয়ে যাবার কথা বলেছি একথাটা কাউকে বলবেন না।'

'বলব না। আবারও সতর্ক করবার জন্য ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ ড. গ্রান্ট।'

১০

'একটু বেকুবের মতো আচরণ করে ফেলেছি ডাক্তার সাহেব, তাই না ?' রালসন বলল। নিজের উপর বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে আছে তার।

'আপনি যে কথাগুলো বলেছিলেন আপনি কি তাহলে সেই কথাগুলো বিশ্বাস করেন না ?'

'অবশ্যই করি,' সে বিশ্বাস করে একথাটা শক্তভাবে বোঝানোর জন্যে, কথাগুলো বলার সময় রালসন ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে এগিয়ে এল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর জানালার দিকে ঘুরে গেল রালসন। ব্লাউস্টেইন তার আচরণ দেখার জন্যে সুইভেল চেয়ারে বসেই একটু ঘুরলেন। জানালায় গরাদ লাগানো, চাইলেও রালসন লাফ দিয়ে নিচে পড়তে পারবে না। আর জানালার কাচও ভাঙা সম্ভব না।

মন্দ মন্থরে সন্ধ্যা নামছে, আকাশে তারাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে, রালসন মুগ্ধ চোখে তারা দেখছে, ব্লাউস্টেইনের দিকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশের তারার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ঐ তারাগুলোর প্রত্যেকটা একেকটা ইনকিউবেটর। এগুলোর তাপমাত্রা একেবারে নিখুঁতভাবে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বজায় রাখা হয়। প্রতিটি আলাদা পরীক্ষার জন্যে আলাদা তাপমাত্রা। আর এই যে গ্রহগুলো এই নক্ষত্রগুলোর চারপাশে ঘুরছে, এগুলো প্রত্যেকটা বিশাল বিশাল কালচার প্লেইট, প্রত্যেকটায় আলাদা আলাদা মিশ্রণের পুষ্টি ব্যবস্থা, আর বিবিধ রকমের প্রাণী আছে। এই পরীক্ষাগুলো কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সাশ্রয়ী, কাজটা যারা যেভাবেই করুক তাদের অর্থনৈতিক চিন্তাটা উঁচু দরের। একটা নির্দিষ্ট টেস্টটিউবে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। একই জায়গায় ডায়নোসোর নিয়ে যখন পরীক্ষা চলল তখন পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল আর্দ্র আর গরম আর আমরা যখন এখানে তখন তাপমাত্রা আগের চেয়ে অনেক কম। ওরা সূর্যোদয় সূর্যাস্ত তৈরি করে আর আমরা এর পেছনে পদার্থ বিজ্ঞানের যুক্তি দাঁড় করাই।' বলার পর রালসন ঠোঁট উল্টে ভেংচি কাটার মতো করলেন।

'সূর্যোদয় সূর্যাস্তের নিয়মগুলো তো অবশ্যই পদার্থ বিজ্ঞানের। ইচ্ছে করলেই যখন তখন সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত ঘটানো তো সম্ভব না।' উত্তর দিলেন ব্লাউস্টেইন।

'কেন যাবে না ? সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ব্যাপারটা তো ওভেনের হিটিং সিস্টেমের মতোই। কালচার প্লেটে ব্যাকটিরিয়া কালচার করার সময় যে তাপ দেয়া হয় সেটা কীভাবে কাজ করে তা ব্যাকটিরিয়ারা জানে। আপনার কি তাই মনে হয় ? কে জানে হয়ত ব্যাকটিরিয়ারা জানে। হয়ত এ ব্যাপারে ব্যাকটিরিয়ারা নিজেরা কোনো সূত্র দাঁড় করিয়ে বসে আছে। পেট্রিডিশে লাইন বাল্বগুলো যে শব্দ করে তা হয়ত ব্যাকটিরিয়ার

www.BanglaBook.org

জন্যে কসমিক কোনো ঝড়-টড় হবে। হয়ত এই ঝড় নিয়েও ওরা সূত্র বানিয়ে বসে আছে। তারা হয়ত ভাবে তাদের কোনো স্রষ্টা আছে। সেই স্রষ্টা তাদের খাবার দেয়, পর্যাপ্ত আলো, তাপ দেয় আর বলে সংখ্যা আরো বাড়াও, আরো বাড়াও।

'আমরাও ব্যাকটিরিয়াদের মতো জন্মাচ্ছি কিন্তু জানি না এই জন্মের উদ্দেশ্য কী। আমরা তথাকথিত প্রকৃতির সূত্র মেনে চলি। আর এই প্রকৃতির সূত্রগুলো হচ্ছে আমাদের উপর যে অজানা বল প্রয়োগ করা হয় তার উপর আমাদের করা ধারণা।

'আমাদের নিয়ে যে কয়টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে তার মধ্যে এই মুহূর্তে যে পরীক্ষাটা চালানো হচ্ছে সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারা শিল্প ও কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকে একটা নতুন পরীক্ষা করে চলেছে প্রায় দুইশো বছর ধরে। আমার ধারণা পরীক্ষাটা শুরু হয়েছে সতেরোশো সালের দিকে ইংল্যান্ড থেকে। আমাদের কাছে যুগটা হচ্ছে যান্ত্রিক যুগ। শুরু হয়েছে বাষ্প থেকে তারপর ইলেকট্রিসিটি আর এ ধারার সর্বশেষ সংযোজন আণবিক শক্তি। পরীক্ষাটা নিঃসন্দেহে ইন্টারেস্টিং। আণবিক গবেষণার ব্যাপারটা তারা সারা পৃথিবীতে ছড়াতে চায়নি কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে, তারা এখন যেকোনো মূল্যে এই গবেষণা বন্ধ করতে ইচ্ছুক।'

'গবেষণা বন্ধ করতে চাইলে তাদের একটা পরিকল্পনা থাকার কথা। এই পরিকল্পনাটা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?' ব্লাউস্টেইন জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি আমাদের ওদের পরিকল্পনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। আপনার চারপাশের পৃথিবীর দিকে তাকান তারপর বলুন আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতা কীভাবে শেষ হবে। পুরো পৃথিবী এখন আণবিক যুদ্ধের ভয় পাচ্ছে। এই যুদ্ধ এড়াতে পৃথিবীর মানুষ যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু তারপরেও একটা আণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

'অন্যভাবে বলি। এই পরীক্ষার শেষে একটা আণবিক যুদ্ধের আয়োজন করা হবে সেটা আমরা চাই বা না চাই, সেই আণবিক যুদ্ধের

www.BanglaBook.org

মাধ্যমে আমাদের যন্ত্র সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে। সবকিছু আবার শুরু হবে একেবারে নতুন করে। এই তো মামলা, তাই না ?'

'কথাটায় কিন্তু যুক্তি আছে। যখন আমরা কোনো যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করি তখন কি জীবাণুরা জানতে পারে সেই তীব্র তাপ কেন আসল ? কী জন্যে আসল ? আমাদের নিয়ে যারা পরীক্ষা করছে তারা কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে আমাদের আবেগের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে তারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে।'

'আপনি কি এ কারণেই আত্মহত্যা করতে চাইছেন ? সভ্যতা ধ্বংসের সময় হয়ে আসছে এবং কোনো মূল্যেই এটা ঠেকানো যাবে না এই মনোকষ্টই কি আপনার আত্মহত্যা করতে চাইবার কারণ ?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ব্লাউস্টেইন।

'আমি মরতে চাই না কিন্তু আমাকে মরতেই হবে।' রালসন বললেন। তার চোখে ফুটে উঠেছে বেদনা।

'ডাক্তার সাহেব, আপনি যদি ভয়াবহ কোনো জীবাণু কালচার করেন তাহলে সেই কালচার মিডিয়াটিকে খুব যত্ন করে সামলে রাখবেন। কালচার প্লেইটে একটা নির্দিষ্ট অংশ জীবাণুদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে সেই অংশের বাইরে জীবাণু নিয়ন্ত্রণের জন্যে, ধরুন পেনিসিলিন দিয়ে রাখবেন যাতে জীবাণুরা সীমা অতিক্রম করতে না পারে। তাই না ? কোনো জীবাণু সীমা অতিক্রম করলেই পেনিসিলিনে মারা যাবে। এই পেনিসিলিন দিয়ে রাখলে কোনো জীবাণু সীমা অতিক্রম করল কি না সেই ব্যাপারে আপনার ভাবতেই হবে না। সীমা অতিক্রম করলেই অটোমেটিক মারা পড়বে জীবাণুরা।

'ডাক্তার সাহেব, ঠিক এই ধরনের একটা পেনিসিলিন রিং আছে আমাদের মেধার ক্ষেত্রে। যখনই আমরা খুব বেশি বুঝে ফেলি, আমাদের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্যটুকু ধরে ফেলি তখনই আমরা এই অদৃশ্য পেনিসিলিনের জগতে ঢুকে যাই। তখনই আমাদের মরতে হয়। সেই মৃত্যুটাও হয় খুব ধীরে, কিন্তু হয়।'

একটু হাসলেন রালসন। তীব্র বিষাদযুক্ত গলায় বললেন, 'ডাক্তার সাহেব আমি কি আমার রুমে ফিরে যেতে পারি ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১১

পরদিন দুপুরে ড. ব্লাউস্টেইন রালসনের সেলে গেলেন। ছোটখাটো একটা ঘর, একদম সাধারণ দেখতে। দেয়ালে প্যাড লাগানো, ধূসর রং সেগুলোর। ছোট ছোট দুটো জানালা, অনেক উপরে, ওখানে যাওয়া যায় না। শোয়ার তোশক মেঝেতেই পাতা। পুরো রুমটাতে ধাতব কিছু নেই। আত্মহত্যা করা যেতে পারে এমন সব জিনিসপত্র খুব সাবধানে চিন্তাভাবনা করে রুম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রালসনের নখও ছোট করে কেটে দেয়া হয়েছে।

রালসন বিছানার উপর উঠে বসলেন, 'হ্যালো।'

'হ্যালো, ড. রালসন। আপনার সাথে কথা বলতে এলাম।'

'এখানে ? আপনাকে তো বসার জায়গা দিতে পারব না।'

'কোনো সমস্যা নেই। দাঁড়িয়েই বরং কথা বলি। আমি সারাদিনই কাজ করি বসে বসে, মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করলে খারাপ লাগে না। ড. রালসন, আপনি গত দুদিন আমাকে যা বলেছেন সেগুলো নিয়ে গতরাতে চিন্তা করলাম।'

'আপনি এখন এসেছেন আমার ডিলিরিয়াম চিকিৎসা করতে, তাই না ?'

'তা না। আমি এসেছি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার জন্যে। আপনার দেয়া তত্ত্বগুলোর প্রকৃতি জানার জন্যে প্রশ্নগুলো করব, মাপ করবেন, আপনি সম্ভবত আপনার এই তত্ত্বের পুরোটা ভাবেননি।'

'কী ?'

'দেখুন ড. রালসন আপনি যখন আপনার তত্ত্ব পুরোটা ব্যাখ্যা করলেন তখন আমিও পুরো ব্যাপারটা জানলাম তাই না ? কিন্তু তারপরেও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে না।

'বিশ্বাস জিনিসটা মেধার চাইতেও বড় কিছু, ডাক্তার সাহেব। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে পুরো অস্তিত্ব দিয়ে আপনি তো সেটা করতে পারেননি।'

'আপনার তত্ত্বের পুরো ব্যাপারটা কি এক ধরনের প্রাণীজ অভিযোজন হতে পারে না ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটা আপনি কীভাবে বলেন ?'

'ড. রালসন আপনি কোনো প্রাণীবিজ্ঞানী নন। আপনি পদার্থবিজ্ঞানে অসাধারণ মেধা আর জ্ঞানের অধিকারী। আপনি আপনার তত্ত্বে যে ব্যাকটিরিয়ার কালচারের কথা বলেছেন সেই কালচারের সূত্রগুলো কিন্তু আপনি ঠিকমতো ব্যবহার করেননি। কিছু স্ট্রেইনের ব্যাকটিরিয়া কিন্তু ক্রসব্রিডের মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব যেগুলোর উপর পেনিসিলিন কাজ করতে পারে না। ওই ব্যাকটিরিয়াগুলো পেনিসিলিন রেজিস্টেন্ট।'

'তাই ?'

'যারা আমাদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে তারা অনেক প্রজন্ম ধরেই মানবিক গুণাবলি নিয়ে কাজ করছে, তাই না ? তারা গত দু শতাব্দী ধরে যে নির্দিষ্ট স্ট্রেইনটি নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে তা যে দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এরকম কোনো নাম গন্ধ কিন্তু নেই। বরং এই নতুন স্ট্রেইনটি অনেক সংক্রামক। প্রাচীন উচ্চ শিল্পবোধ সম্পন্ন স্ট্রেইনটি একটি ছোট এলাকা কিংবা সভ্যতায় হয়ত এক বা দুই প্রজন্ম ধরে টিকে থাকত। কিন্তু নতুন এই প্রকৌশল মেধা সম্পন্ন স্ট্রেইনটি কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট সভ্যতায় আটকে থাকেনি, পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনার কি মনে হয় না এই নতুন স্ট্রেইনটি পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটিরিয়ার মতো ? অন্যভাবে ভাবলে অবশ্য বলা যায় আমাদের নিয়ে যারা পরীক্ষা করছে তারা আমাদের ঠিকঠাকভাবে ধ্বংস করতে পারছে না। তাই না ?'

'কিন্তু ধ্বংসের প্রক্রিয়াটা আমার উপর কাজ করছে।' রালসন মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলেন।

'আপনি সম্ভবত রেজিস্ট্যান্ট নন কিংবা হয়ত আপনি বেশিমাত্রার পেনিসিলিনে পড়ে গেছেন। কিছু লোক ইদানীং আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তারা একটি আণবিক যুদ্ধের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। ওদের কথা ভাবুন। এই প্রতিবাদে কিন্তু যথেষ্ট কাজ হচ্ছে।'

'এইসব প্রতিবাদে অবশ্যম্ভাবী আণবিক যুদ্ধ আটকানো যাবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই প্রতিবাদে হয়ত যুদ্ধ আটকানো যাবে না কিন্তু হয়ত আরেকটু চেষ্টা করলে যুদ্ধ ঠেকানো যাবে। শান্তির বাণী বলছে মানুষ মেরো না। ধীরে ধীরে অনেক মানুষ এই পরীক্ষার বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি কি জানেন আপনাদের ল্যাবে কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছে ?'

'আমি জানতে চাই না।'

'আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। ল্যাবে একটা ফোর্স ফিল্ড তৈরি করার চেষ্টা চলছে যেটা আণবিক বোমার বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করবে। ড. রালসন আমি যদি কোনো ভয়াবহ প্লেগের কোনো জীবাণু নিয়ে কাজ করি তাহলে সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বনের পরেও কিন্তু সেই জীবাণু থেকে ভয়াবহ প্লেগ ছড়াতে পারে। আমরা হয়ত তাদের কাছে ব্যাকটিরিয়া, আমরা কিন্তু সেই সাথে তাদের বিপদের কারণও হতে পারি।'

'তাদের কাজের ধারা কিন্তু দ্রুত নয়, তাই না ? আমাদের হাজার বছর ওদের জন্যে একদিন। যখন ওরা ধরতে পারবে আমরা ওদের দেয়া পেনিসিলিনের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে এসেছি ততক্ষণে যথেষ্ট দেরি হয়ে যাবার কথা। ওরা আমাদের হাতে অণু তুলে দিয়েছে এখন আমরা যদি এই আণবিক শক্তি একজন আরেকজনের উপর না প্রয়োগ করে শান্তিতে বাস করতে থাকি তাহলে সম্ভবত আমরা ওদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারব।'

রাসলন উঠে দাঁড়ালেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছোটখাটো হলেও ড. ব্লাউস্টেইনের চেয়ে দেড় ইঞ্চি লম্বা। 'ল্যাবে কি আসলেই ফোর্স ফিল্ড নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে ?'

'তারা চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের দরকার আপনাকে।'

'আমি পারব না।'

'আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে। আপনার তত্ত্ব যদি সত্যি হয়েই থাকে তাহলে আপনারই দরকার লাগবে গিয়ে কাজটাতে ওদের সাহায্য করা। মনে রাখবেন আপনি সাহায্য না করলে যারা আমাদের নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে তাদের কাছে হেরে যাবে পুরো মানব সভ্যতা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রালসন সেলে অস্থিরভাবে হাঁটাহাঁটি শুরু করল, ফাঁকা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কথা বলা শুরু করল সে।

'হারতে আমাদের হবেই। ল্যাবে একটা ফোর্স ফিল্ড যদি সত্যি সত্যি বানানো শুরু হয় তাহলে সবাইকে মরতে হবে আরো তাড়াতাড়ি।'

'ওদের মধ্যে কেউ কেউ কিংবা হয়ত সবাই ননরেজিস্ট্যান্ট। সেক্ষেত্রেও ওদেরকে মরতে হবে। তাও তারা বাঁচার একটা চেষ্টা তো করছে।'

'আমি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব।' রালসন বললেন, 'আপনি কি এখনো আত্মহত্যা করতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করবেন না, তাই না ?'

'চেষ্টা না করার চেষ্টা করব। পুরো ব্যাপারটা দেখতে হবে।' চিন্তায় নিজের মনেই নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন ড. রালসন।

১২

ব্লাউস্টেইন সিঁড়ি দিয়ে উঠেই লবিতে গার্ডকে তার পাস দেখালেন। বাইরের গেইটে তাকে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করা হয়েছে। তারপরেও ভেতরে তাকে এবং পাসটা খুঁটিয়ে দেখা হলো। তারপর ব্লাউস্টেইনকে বসিয়ে রেখে গার্ড ফোনে কথা বললেন। সন্তোষজনক উত্তর পাবার পর ব্লাউস্টেইনকে ছাড়লেন। পরমুহূর্তেই লবিতে বেরিয়ে এলেন ড. গ্রান্ট। গ্রান্টের সাথে হাত মেলালেন ব্লাউস্টেইন।

'আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও এখানে ঢুকতে গেলে বেশ ঝামেলা পোহাতে হবে। তাই না ?' জিজ্ঞাসা করলেন ব্লাউস্টেইন।

হাসলেন ড. গ্রান্ট। 'যদি না জানিয়ে আসে তাহলে ঝামেলা পোহাতে হবে।'

তারপর এলিভেটরে চড়ে বারো তলায় ড. গ্রান্টের অফিসে গেলেন ব্লাউস্টেইন। পুরো অফিস সাউন্ডপ্রুফ এবং এয়ারকন্ডিশনড। অফিস রুমের ফার্নিচারগুলো ওয়ালনাটের। ঝকঝক করছে পালিশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খোদা ! আপনার রুমটা তো বোর্ড অফ ডিরেকটরের চেয়ারম্যানের মতো লাগছে। বিজ্ঞানের সাথে বেশ ভালোভাবেই টাকাপয়সা জড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে।' ব্লাউস্টেইন অফিসের সাজসজ্জায় বেশ অবাকই হয়েছেন।

একটু বিব্রত বোধ করলেন ড. গ্রান্ট। 'অফিস রুম এরকম টিপটপ না রাখলে কংগ্রেসম্যানদের বোঝানো কষ্ট যে আমাদের কাজটার আলাদা গুরুত্ব আছে।

ব্লাউস্টেইন চেয়ারে বসলেন। চেয়ারের গদিতে নিচের দিকে ডেবে গেলেন তিনি। 'ড. রালসন কাজে ফিরতে রাজি হয়েছে।'

'চমৎকার। আমি একথাটাই আপনার কাছ থেকে শোনার আশায় ছিলাম।' আনন্দে ড. গ্রান্ট একটা সিগারেট অফার করে বসলেন ব্লাউস্টেইনকে। ব্লাউস্টেইন ফিরিয়ে দিলেন।

'যাই হোক, ড. রালসন এখনো অসুস্থ। উনার সাথে সাবধানে কথা বলতে হবে।' ব্লাউস্টেইন বললেন।

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

'আপনি ব্যাপারটা যতটা সহজ ভাবছেন ততটা সহজ না। ওর অবস্থাটা কী পরিমাণ স্পর্শকাতর, নাজুক তা আমি একটু বললেই আপনি বুঝতে পারবেন।'

সবকিছু খোলামেলা বললেন ব্লাউস্টেইন। খুব আগ্রহ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ড. গ্রান্ট, একসময় বিস্ময়ে হলেন হতবাক। 'এই লোকের মাথা তো পুরোটাই গেছে। ওকে দিয়ে আমাদের কোনো কাজই হবে না ডাক্তার সাহেব। রালসন পুরো উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'আপনি কীভাবে উন্মাদ শব্দটাকে সংজ্ঞায়িত করেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু উন্মাদ শব্দটা খুবই খারাপ। এই শব্দটা ব্যবহার করবেন না। রালসনের ডিলিউশন আছে কথাটা সত্যি কিন্তু ডিলিউশন জিনিসটা তার মেধার উপর কতটা প্রভাব ফেলে তা কেউ বলতে পারবে না।'

'কিন্তু কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে তো–'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'প্লিজ, প্লিজ, একজন মানুষের মানসিক সুস্থতা নিয়ে আপনার সাথে লম্বা কোনো আলোচনায় বসতে আমি আগ্রহী নই। রালসনের ডিলিউশন আছে, কথাটা আমি মানছি। আমি একটা জিনিস বুঝেছি যে একটা মানুষ যেভাবে তার কাছে আসা কোনো সমস্যা সমাধান করে সেই প্রক্রিয়াটা থেকেই মানুষটার ক্ষমতা বোঝা যায়। অন্য মানুষের কাছে সেই সমাধানের রাস্তাটা কেমন মনে হচ্ছে সেটা কোনো ব্যাপার না, তাই না ?'

'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি।'

'অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ওর মতো চিন্তা করে না ? বাকিরা ওর মতো চিন্তা করে কি না সেটা আমরা কী করে বুঝবো, আচ্ছা আপনার কখনো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়নি ? আমার তো মনে হয় করেছে।'

'অবশ্যই না।'

'আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, ফোর্স ফিল্ড নিয়ে গবেষণার সময় এর সাথে জড়িত সব বিজ্ঞানীকে চোখে চোখে রাখবেন। সে যেখানেই থাকুক, ল্যাবে কিংবা বাড়িতে। ভালো হয় যদি তাদের এখানে, ল্যাবেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এখানের কিছু অফিসকে তো ডরমিটরি বানানো সম্ভব–কাজের জায়গায় ওদের ঘুমাতে কখনো রাজি করানো যাবে না।'

'ও আচ্ছা। কিন্তু আপনি যদি ওদের সত্যি কারণটা না বলে শুধু নিরাপত্তাজনিত কারণ বলেন তাহলে বোধহয় বিজ্ঞানীরা রাজি হবে। এখনকার দিনে নিরাপত্তাজনিত কারণ শব্দগুলো বেশ বিশ্বাসযোগ্য। আর অন্য যে কারো চাইতে বেশি চোখে চোখে রাখতে হবে রালসনকে।'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু এগুলো বড় কথা না। রালসনের থিওরি যদি সত্যি হয়েই থাকে তাহলে আমার আরো কিছু কাজ বাকি আছে। আমি কিন্তু ওর কথা বিশ্বাস করি না, জানি ওগুলো ডিলিউশন কিন্তু ডিলিউশন হিসেবেও যদি ধরে নিই তাও আমাকে জানতে হবে রালসনের অতীত, আর ওর মনে কী আছে। ঠিক কী কারণে ওর এ ধরনের ডিলিউশন তৈরি হয়েছে

www.BanglaBook.org

এটা জানা খুব জরুরি। এর কোনো সহজ উত্তর নেই। হয়ত টানা কয়েক বছর সাইকো ইনালিসিস এর মাধ্যমে উত্তরটা জানা যাবে। যতক্ষণ না উত্তরটা জানা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওকে সুস্থ করা অসম্ভব।

'অবশ্যই মাথা খাটিয়ে আমরা কিছু আন্দাজ করে নিতে পারি। শৈশবটা তার ভালো কাটেনি, খুব বিশ্রী উপায়ে বারবার তাকে মৃত্যুর চেহারা দেখতে হয়েছে। ছোটবেলায় অন্য বাচ্চাদের সাথে সে মিশতে পারেনি, বড় হয়েও একই অবস্থা। সবকিছুতেই অন্যদের চাইতে চালু ছিল রালসন। অন্যদের ধীরগতি তাকে বারবার অধৈর্য করেছে। মেধাগত এই পার্থক্য সমাজ আর তার মাঝে গড়ে তুলেছে অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী এক দেয়াল অনেকটা আপনাদের ফোর্স ফিল্ডের অদৃশ্য দেয়ালের মতো। ঠিক একই কারণে তার কোনো স্বাভাবিক যৌন জীবন নেই এমনকি তার কোনো প্রিয়তমাও নেই। সে বিয়েও করেনি।

সমাজের কেউ তার সাথে মেলামেশা করে না এই নিয়ে তার কষ্ট ছিল, কষ্টটা সে দমিয়েছে এই বলে যে, সে অন্যদের চাইতে অনেক উপরে। অনেক মেধাবী। অবশ্য কথাটা সত্যিও বটে। মানুষের মনে অনেক বাঁক, খাঁজ থাকে। প্রতিটি বাঁকে একজন মানুষ নিজেই শ্রেষ্ঠ এমন দাবি করে না, করতে পারে না কেউই। রালসনও দাবি করেনি। কিন্তু তার আশপাশে যারা ছিল তারা এই চুপচাপ রালসনের এত উঁচু জায়গায় চলে যাওয়াটাকে সহজভাবে নিতে পারেনি। তারা রালসনকে অযথাই বিরক্ত করত, তাকে দেখে হাসাহাসি করত। এই ব্যাপারগুলোই, মানুষ যে নিচু স্তরের প্রাণী এটা ভাবতে, গভীরভাবে বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছে। মানব সম্প্রদায় অনেকটা ব্যাকটিরিয়ার মতো, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান কেউ আমাদের নিয়ে পরীক্ষা করছে এক সময় এই বিষয়টা ভাবতে সে বাধ্য হয়েছে। আর শেষমেশ আত্মহত্যা করতে চাওয়ার কারণ হচ্ছে সে নিজেকে কালচার প্লেটের ব্যাকটিরিয়া হিসেবে কল্পনা করতে ঘৃণা করে। মানুষ পরিচয়টা মুছে ফেলার জন্যেই সে আত্মহত্যা করতে চায়। বুঝেছেন ?'

'আহা রে...।' মাথা নাড়লেন গ্রান্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কিঞ্চিত কষ্টের অবশ্যই। ওর ছেলেবেলাটা যদি ঠিকঠাক কাটত...! যাই হোক ড. গ্রান্ট, রালসনের এই ল্যাবে আর কারো সাথে পরিচয় নেই, কোনোরকম যোগাযোগও নেই। নতুন করে লোকজনের সাথে পরিচিত হবার মতো মানসিক অবস্থাতেও সে নেই। আপনি নিজে ওর খোঁজ খবর নেবেন, কথা বলবেন, মিশবেন। আপনার সাথে কথা বলতে রাজি হয়েছে ড. রালসন। তার ধারণা আশপাশের সবার মতো আপনিও মূর্খ নন।'

ড. গ্রান্টের মুখে হাসি ফুটল কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ নেই। 'শুনে ভালো লাগল।'

'আপনাকে খুব সাবধান হতে হবে। আমি ওর সাথে কাজ ছাড়া আর কিছু নিয়ে আলাপ করিনি। আপনিও করবেন না। যদি স্বেচ্ছায় এসে নিজের থিওরি সম্পর্কে কিছু বলতে চায় তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনবেন কিন্তু তাচ্ছিল্য করে কিছু বলবেন না। আশপাশে ধারালো এবং তীক্ষ্ণ কিছু রাখবেন না। জানালার কাছে যেতে দেবেন না। সব সময় ওর হাতের দিকে খেয়াল রাখবেন। বুঝতেই পারছেন। আমি আমার রোগীকে আপনার হাতে ছেড়ে যাচ্ছি।'

'আমি আপনার কথা মনে রাখার চেষ্টা করবো ডাক্তার সাহেব।'

১৩

গত দুমাস ধরে রালসন ড. গ্রান্টের অফিসে আছে। ড. গ্রান্ট আছেন তার সাথে। জানালায় গরাদ লাগানো হয়েছে, কাঠের ঝকঝকে ফার্নিচারের জায়গায় শুধু সোফাসেট। আর উবু হয়ে লেখার জন্যে একটা টুল। এই এখন গ্রান্টের অফিস।

অফিসের বাইরে Do Not Disturb সাইনবোর্ড লাগানোর পর আর সরানো হয়নি। খাবার দরজার বাইরে রেখে যাওয়া হয়। অফিসের পাশের টয়লেটটা বন্ধ করা হয়েছে শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে। অফিস আর টয়লেটের মাঝে দরজাটা খুলে ফেলা হয়েছে। শেভের জন্যে ব্লেডের বদলে ইলেকট্রিক রেজর যোগ হয়েছে। প্রতি রাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রালসন স্লিপিং পিল খেল কি না নিশ্চিত হয়ে নেন ড. গ্রান্ট আর রালসন ঘুমুবার পর ঘুমুতে যান ড. গ্রান্ট।

প্রতিদিনের গবেষণার রিপোর্ট দেয়া হয় রালসনকে। রালসন রিপোর্ট পড়ার সময় ড. গ্রান্ট লুকিয়ে তার দিকে খেয়াল রাখেন।

'কিছু পেলে ?' গ্রান্ট জিজ্ঞাসা করেন।

প্রতিবারই রালসন দুপাশে মাথা নাড়েন।

'শিফট বদলের সময় আমি পুরো ল্যাব বিল্ডিং খালি করে দেব। এক্সপেরিমেন্টের যন্ত্রপাতিগুলো তুমি একবার দেখলে ভালো হয়।' গ্রান্ট প্রস্তাব করেন।

শিফট বদলের সময় পুরো বিল্ডিং ফাঁকা হয়ে যায়। তারা পরীক্ষা করতে বের হন। পুরো বিল্ডিং-এ দুজন ভূতের মতো ঘুরতে থাকেন হাতে হাত রেখে। গ্রান্ট হাঁটার সময় রালসনের হাত শক্ত করে ধরে রাখেন। প্রতিবার ল্যাব ঘুরে এসে রালসন আরো দ্রুত দুপাশে মাথা নাড়েন। 'হচ্ছে না কিছুই।'

এর মধ্যে ছয়-সাত বারের বেশি তারা ফাঁকা ল্যাবে ঘুরে এসেছেন। প্রতিবার আসার পরই রালসন লিখতে বসেন। প্রতিবার কাগজে দু-এক লাইন দুর্বোধ্য হিজিবিজি দাগ কাটেন আর রাগে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে টুলটাতে সমানে লাথি মারেন।

শেষে একবার রালসন প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠা লিখে ফেললেন। গ্রান্ট লেখা দেখার জন্যে এগিয়ে এলেন। রালসন কাঁপা হাতে লেখাগুলো ঢাকার চেষ্টা করলেন।'

'ব্লাউস্টেইনকে খবর দিন।' রালসন বললেন।

'কী ?'

'বললাম ব্লাউস্টেইনকে ডাকতে। ওকে এখানে আসতে বলুন। এক্ষুণি।'

গ্রান্ট টেলিফোন করতে গেলেন।

রালসন মাথা গুঁজে দ্রুত লিখছেন, মাঝে মাঝে শুধু কপালের ঘাম মোছার জন্যে থামছেন তিনি, খুব ঘামছেন রালসন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একসময় মাথা উঁচু করে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্লাউস্টেইন কি আসছেন ?'

'তিনি অফিসে নেই'– গ্রান্ট উত্তর দেন।

'বাসায় ফোন করুন, যেখান থেকে পারেন ওকে খবর দিয়ে আসতে বলুন। টেলিফোনটা ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করুন। ওটা তো খেলনা না।'

গ্রান্ট আবারও টেলিফোন করলেন। রালসন দ্রুত আরো কিছু কাগজ নিলেন।

মিনিট পাঁচেক পর গ্রান্ট বললেন, 'আসছেন ব্লাউস্টেইন। কী হয়েছে আপনার ? আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

রালসন ফ্যাসফেসে গলায় শুধু বলতে পারলেন, 'সময় নেই, কথা বলতে পারব না।'

রালসন লিখেই চলেছেন, চুল খামছে ধরছেন, কাঁপা হাতে ডায়াগ্রাম আঁকছেন। লিখতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে তাকে। যেন হাতগুলো অন্য কারো।

'আপনি বলুন, আমি লিখি।' গ্রান্ট অনুনয় করেন। রালসনের কষ্ট তার সহ্য হচ্ছে না।

রালসন মাথা ঝাঁকালেন। তার কথা বোঝা গেল না। বাম হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে আছেন তিনি। মনে হচ্ছে ডান হাতটা কাঠের একটা টুকরো। শেষমেশ শরীর ভেঙে সে টুলের উপর পড়ে গেল।

রালসনকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে কাগজগুলো গুছিয়ে রাখলেন ড. গ্রান্ট। ব্লাউস্টেইন না আসা পর্যন্ত অস্থিরভাবে রুমে হাঁটাহাঁটি করতে থাকলেন ড. গ্রান্ট।

ব্লাউস্টেইন আসার পর রালসনের দিকে একপলক তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে ?'

'বোধহয় বেঁচে আছে রালসন।' কিছু বলার আগেই ব্লাউস্টেইন রালসনকে পরীক্ষা করা শুরু করেছেন। এর মধ্যেই গ্রান্ট সব ঘটনা খুলে বললেন ব্লাউস্টেইনকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্লাউস্টেইন হাইপোডারমিক দিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন একসময় রালসন চোখ খুললেন, সে চোখে কোনো ভাষা নেই, ফাঁকা গুঙিয়ে উঠলেন রালসন।

ব্লাউস্টেইন রালসনের দিকে ঝুঁকলেন, 'রালসন !'

রালসনের হাত ল্যাগব্যাগ করতে করতে ডাক্তারকে ধরল, 'ডাক্তার সাহেব, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।'

'অবশ্যই, এক্ষুণি নিয়ে যাব ফোর্স ফিল্ড তো তৈরি করে ফেলেছেন তাই না ?'

'সব কাগজে আছে, গ্রান্ট, কাগজে সব লেখা আছে।'

গ্রান্ট কাগজ নিয়ে সন্দেহভরা চোখে কাগজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দুর্বল গলায় রালসন বললেন, 'সবটা নেই এখানে। আমি এতটুকুই লিখতে পেরেছি। বাকিটা এটা থেকেই আপনাকে বের করে নিতে হবে। ডাক্তার সাহেব, আমাকে নিয়ে চলুন।'

'একটু দাঁড়ান। পরীক্ষা করা পর্যন্ত ওকে এখানে রাখা যায় না ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন ড. গ্রান্ট। ওর লেখার বেশিরভাগই বুঝতে পারছি না। লেখা পড়া যাচ্ছে না। ওকে জিজ্ঞাসা করুন তো উনি কীভাবে বুঝলেন এতেই কাজ হবে।'

'জিজ্ঞাসা করব ? আপনি এই মানুষটা সম্পর্কে বলেছিলেন না যে ওর সব কাজই ঠিক হয় ?' শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ব্লাউস্টেইন।

'আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।' রালসন বললেন। সোফা থেকে আধশোয়া অবস্থায় বসেছেন তিনি। হঠাৎ করেই তার চোখ বড় হয়ে গেল, চকচক করছে চোখ।

দুজনেই রালসনের দিকে তাকালেন।

'ওরা ফোর্স ফিল্ড বানাতে দিতে চায় না। ওরা মানে যারা আমাদের নিয়ে পরীক্ষা করছে। এর আগে যা লিখেছি তাতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এবার লেখার পর আমি অনুভব করতে পারছি ডাক্তার সাহেব।'

'কী অনুভব করেছেন ?' ব্লাউস্টেইন জিজ্ঞাসা করলেন।

রালসন এবারে ফিসফিস করে কথা বলা শুরু করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অনুভব করতে পারছি আমি পেনিসিলিনের ভেতর ডুবে যাচ্ছি। যখনই এই লেখাগুলো শুরু করলাম তখনই আমার উপর পেনিসিলিনের এই আক্রমণ নতুন করে আরো বেশি করে শুরু হলো। এজন্যেই আমি বলছি কাগজে যা লেখা আছে, তাতেই কাজ হবে। আমাকে নিয়ে যান ডাক্তার।'

ব্লাউস্টেইন উঠে দাঁড়ালেন। 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতেই হবে। আর কোনো উপায় নেই। যা লেখা আছে তা থেকে যদি জিনিসটা বানাতে পারেন তাহলে তো হলোই, যদি না পারেন তাহলে আর কিছু করার নেই। এই লোকটাকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানো যাবে না। বুঝতে পারছেন ?'

'কিন্তু ও তো কাল্পনিক একটা ব্যাপারে মারা যাচ্ছে।' ড. গ্রান্ট বললেন।

'যাই হোক কাল্পনিক কিংবা বাস্তব, লোকটা তো মারা যাচ্ছে, তাই না ?'

রালসন আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কথাবার্তার কিছুই কানে ঢুকছে না তার।

গ্রান্ট রালসনের দিকে তাকালেন, 'ঠিক আছে, নিয়ে যান।'

১৪

ইন্সটিটিউটের সেরা দশজন গম্ভীর মুখ নিয়ে একের পর এক স্লাইড দেখছেন। ঝকঝকে পর্দায়। দেখানো শেষ হবার পর ড. গ্রান্ট বসা দশজনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চোয়াল শক্ত, কিন্তু তার মুখে কোনো অনুভূতি নেই।

'কাজটা সহজ। আপনারা এখানে গণিতবিদ আছেন, আছেন ইঞ্জিনিয়াররাও। লেখাগুলো হয়ত ঠিকমতো পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু লেখাগুলোর পেছনে অর্থ ঠিকই লুকানো আছে। প্রথম পৃষ্ঠাটা যথেষ্ট পরিষ্কার, পড়া যায়, শুরুটা অন্তত ভালোই হবে আমাদের। আপনারা প্রত্যেকে প্রতিটি পৃষ্ঠায় বারবার, বারবার দেখবেন এবং প্রত্যেকে যতভাবে পৃষ্ঠাগুলোকে বুঝবেন সবকয়টা লিখে রাখবেন। প্রত্যেকে কাজ

www.BanglaBook.org

করবেন আলাদাভাবে এবং আমি কোনোরকম আলোচনা চাই না। বক্তৃতা শেষ করলেন ড. গ্রান্ট।

একজন বলে উঠল, 'আপনি বুঝলেন কীভাবে এই লেখাগুলোর মানে আছে ?'

'কারণ নোটগুলো রালসনের।'

'রালসন ! আমি তো ভেবেছি রালসন–'

'ভেবেছিলেন রালসন অসুস্থ, তাই তো ? হ্যাঁ সে অসুস্থ। এই লেখাগুলো একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে লেখা, রালসন এর কাছ থেকে পাওয়া আমাদের সর্বশেষ নোট। রালসনের কাছ থেকে আর কিছুই পাওয়া যাবে না। এই লেখাগুলোর কোথাও আমাদের ফোর্স ফিল্ড সমস্যার সমাধান দেয়া আছে। আমরা যদি সেটা ধরতে না পারি তাহলে হয়ত আরো বছর দশেক লেগে যাবে একটা ফোর্স ফিল্ড তৈরি করতে।'

সবাই ঘাড় গুঁজে বসে গেল। রাত কেটে গেল। দুই রাত কাটল, কাটল তৃতীয় রাত...।

১৫

ড. গ্রান্ট রেজাল্টগুলোর দিকে তাকালেন। মাথা নাড়লেন। 'আশা করছি আগের প্রজেক্টগুলোর মতো রালসনের এই প্রজেক্টটাও কাজ করবে। যদিও আমি দাবি করছি না যে ওর লেখা আমার মাথায় ঢুকেছে।'

ড. গ্রান্টের সামনে দাঁড়ানো লোকটার নাম লুই। রালসনের পর ইন্সটিটিউটের সেই সবচেয়ে ভালো ইঞ্জিনিয়ার। লুই স্বীকার করল। 'আমার কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার না। যদি প্রজেক্টটা কাজ করেও তার ব্যাখ্যা আমরা জানি না। রালসন তো কোনো ব্যাখ্যা দেননি।'

'ব্যাখ্যা করার মতো সময় রালসনের হাতে ছিল না। ওর ডিজাইন মতো জেনারেটরটা কি আপনি বানাতে পারবেন ?'

'চেষ্টা করে দেখি।'

'সম্ভাব্য অন্য কয়টা ভার্সন কি আপনি দেখেছেন ?'

'বাকিগুলোর পূর্বাপর কোনো মিল নেই।'

www.BanglaBook.org

'আরেকবার দেখবে নাকি ?'

'অবশ্যই।'

'তুমি কি বানানো শুরু করে দেবে ?'

'শুরু করি আগে। তারপর দেখি কী হয়। কিন্তু একটা কথা খোলামেলা বলি, আমি কিন্তু জিনিসটা নিয়ে আশাবাদী হতে পারছি না।'

'আমি জানি। আমারও একই অবস্থা।'

শেষ পর্যন্ত প্রজেক্টটা দাঁড় করানো শুরু হলো। সিনিয়র মেকানিক হ্যাল রসকে মূল কনস্ট্রাকসনের ইনচার্জের দায়িত্ব দেয়া হলো। তার ঘুম পুরো বরবাদ হয়ে গেল। দিন নেই, রাত নেই, যখন তখন যন্ত্রপাতির ভেতর টাকমাথাটা চুলকাতে চুলকাতে কাজ করতে দেখা গেল তাকে।

হ্যাল রস একবার প্রশ্ন করলেন, 'ড. লুই জিনিসটা কী ? এরকম জিনিস তো বাপের জন্মে দেখিনি। কী করা হবে এটা দিয়ে ?'

'আপনি কোথায় আছেন এটা নিশ্চয়ই জানেন রস। এখানে কোনো প্রশ্ন করা যায় না। আর কোনো প্রশ্ন কখনো করবেন না।' লুই এর কাঠখোট্টা উত্তর।

রস আর কোনো প্রশ্ন করেননি কখনো তবে জিনিসটা তার ভালো লাগছিল না। একদম না। তিনি জিনিসটাকে ডাকা শুরু করলেন কুৎসিত, অপ্রাকৃতিক জিনিস ! সব সময় জিনিসটা এড়িয়ে চলতেন তিনি।

১৬

এর মধ্যে ব্লাউস্টেইনকে ডাকা হলো একদিন।

'রালসন কেমন আছে ?' ড. গ্রান্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

'ভালো না। তিনি ফিল্ড প্রোজেক্টরটা টেস্ট করা দেখতে চাইছেন।'

'ওকে দেখাতে চাইছি আমরাও। যত যাই হোক জিনিসটার মূল নকশাটা তো ওরই' গ্রান্ট দ্বিধা নিয়ে উত্তর দিলেন।

'আমাকেও ওর সাথে আসতে হবে তাহলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'টেস্টটা কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে। যদিও পাইলট টেস্ট তারপরেও এই টেস্টেও ভয়াবহ পরিমাণ শক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে আমাদের :' গ্রান্ট অস্বস্তির সাথে উত্তর দিলেন।

'আমাদের জন্যে যেটা বিপদের সেটা তো আপনার জন্যেও হবার কথা।' ব্লাউস্টেইন বললেন।

'ভালো বলেছেন। দর্শক হিসেবে যারা থাকবে তাদের লিস্টটা কমিশন আর এফবিআই-এর কাছ থেকে অনুমোদিত করে আনতে হবে। আমি আপনাদের নাম লিস্টে দিয়ে দেব।'

১৭

ব্লাউস্টেইন গ্যালারিতে ড. গ্রান্টকে খুঁজছেন। বিশাল টেস্টিং ল্যাবের মাঝখানে ফিল্ড প্রজেক্টর বসানো হয়েছে। সবকিছু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ফিল্ড প্রজেক্টরে একগাদা প্লুটোনিয়াম দেখা যাচ্ছে কিন্তু এর সাথে মূল যন্ত্রাংশের কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ব্লাউস্টেইন জানেন যোগাযোগ ঘটানো হয়েছে নিচ দিয়ে।

প্রথমে পুরো ফিল্ড প্রজেক্টরটি দর্শকদের দেখানো হলো। সবাই গোল হয়ে জিনিসটি দেখলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললেন। সবশেষে সবাই গ্যালারিতে গিয়ে বসলেন। গ্যালারিতে তিনজন জেনারেল দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদেরও দেখা যাচ্ছে। ব্লাউস্টেইন গ্যালারির ফাঁকা একটি অংশ বেছে নিলেন, নিজের জন্যে না, রালসনের জন্যে।

'আপনি কি এখানে থাকতে চান ?' শেষবার রালসনকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্লাউস্টেইন।

ল্যাবের ভেতর যথেষ্ট গরম তারপরেও রালসন কোট পরে আছেন এবং সেই কোটের কলার উঠানো। অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্যটা বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে। ভাবলেন ব্লাউস্টেইন। রালসনকে চেনে এরকম কারো চোখে পড়লে তারা এই অবস্থায় রালসনকে আরো ভালোভাবে চিনতে পারবে।

'আমি থাকব।' রালসন জবাব দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্লাউস্টেইন খুশিই হলেন। পরীক্ষাটা দেখার ইচ্ছা আছে তার একটা নতুন ধরনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি সেদিকে তাকালেন।

'হ্যালো ড. ব্লাউস্টেইন।'

এক মিনিটের জন্যে ব্লাউস্টেইন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। শেষে বললেন, 'আরে ! ইন্সপেক্টর ডেরিটি যে। আপনি এখানে কী করছেন ?'

'আপনি যা করছেন' বলেই পাশের দর্শকদের দিকে আঙুল দেখালেন ডেরিটি।

'এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বলে যদি কাউকে খুঁজতে যান তাহলে আপনি সমস্যায় পড়ে যাবেন।' বলেই ডেরিটি পকেট নাইফ উপরে ছুড়ে আবার লুফে নিলেন।

'তা অবশ্য ঠিক ! নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বলতে কিছু কি আছে ? আপনি এখন আমার পাশেই দাঁড়াবেন, তাই না ?

'দাঁড়াতে পারি।' ডেরিটি কুটিল একটা হাসি দিলেন। 'এখানে আসার আগে বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলেন, তাই না ?'

'চিন্তা আমার নিজের জন্যে ছিল না। আপনি কি দয়া করে আপনার ছুরিটা সরিয়ে রাখবেন ?'

ব্লাউস্টেইন মাথা নেড়ে তার সাথে রালসনকে দেখালেন। ইন্সপেক্টর রালসনকে দেখে বেশ অবাক হলেন, দ্বিতীয়বার রালসনকে দেখে ছুরিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

'হ্যালো, ড. রালসন।' ডেরিটি জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যালো', ব্যাঙের মতো ঘ্যাগর ঘ্যাগর করে উত্তর দিলেন রালসন।

ব্লাউস্টেইন ডেরিটির প্রতিক্রিয়ায় অবাক হননি। স্যানাটরিয়ামে ফিরে যাবার পর রালসনের ওজন কমেছে কম করে হলেও বিশ পাউন্ড। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। হঠাৎ করেই বয়স বেড়ে গেছে। তাকে এখন ষাট বছরের বৃদ্ধের মতো লাগে।

'টেস্ট কি এখনই শুরু হবে ?' ব্লাউস্টেইন জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাই তো মনে হচ্ছে'– ডেরিটি উত্তর দিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেরিটি সামনে এগিয়ে রেইলিং-এর উপর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। ব্লাউস্টেইন রালসনকে ধরে উঠালেন। 'ওখানেই বসে থাকেন, উঠার দরকার নেই।' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ইন্সপেক্টর ডেরিটি।

ব্লাউস্টেইন ল্যাবের দিকে তাকালেন। চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস অস্বস্তিতে ভারি হয়ে আছে। দূর থেকে ড. গ্রান্টকে চেনা যাচ্ছে। লম্বা একজন মানুষ। লোকটা একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে কী মনে করে আবার লাইটার আর সিগারেট পকেটে রেখে দিলেন। কন্ট্রোল প্যানেলে বসা লোকগুলো বয়স কম। সবাই অপেক্ষা করছে। উদ্বিগ্ন সবাই।

হঠাৎ করেই কোত্থেকে যেন গুমগুম শব্দ আসতে লাগল। বাতাসে ওজোনের হালকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

রালসন হঠাৎ খসখসে গলায় বলে উঠল– 'দেখুন।'

ব্লাউস্টেইন, ডেরিটি দুজনেই রালসন যেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকালেন। প্রজেক্টরের ভেতর আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। তাদের হঠাৎ করেই মনে হলো আশপাশের বাতাসও গরম হয়ে উঠছে।

একটা লোহার বল পেন্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে প্রজেক্টরের ভেতরে অগ্নিময় এলাকা পার হতে লাগল।

'গতি কমে যাচ্ছে, তাই না ?' উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলেন ব্লাউস্টেইন।

রালসন মাথা নাড়ল। 'তাপমাত্রা বাড়ার সাথে গতি কতটা কমছে এইটা মাপছে ওরা। বেকুবের দল। আমি তো বললামই কাজ হবে।' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে রালসনের।

'স্রেফ দেখে যান ড. রালসন। উত্তেজিত হবার দরকার নেই।' ব্লাউস্টেইন বললেন।

দোলানো বন্ধ করে পেন্ডুলামটি উঠিয়ে নেয়া হলো। আগুনের পরিমাণ আরো বাড়ানো হলো। আবার নামানো হলো পেন্ডুলাম।

একই ঘটনা ঘটতে থাকল বারবার। প্রতিবারই পেন্ডুলামের গতি কমে আসে। ঝাঁকুনির পরিমাণ বাড়ে আরো। যখনই শিখা ছোঁয়

www.BanglaBook.org

পেন্ডুলাম তখন ঝাঁকুনি বাড়ে। শেষ বার পেন্ডুলামটা যেন পুরো ধাক্কা খেয়ে পেছনে ফিরে গেল, সামনেই আর এগুতে পারল না। প্রথমে এই ধাক্কাটা খেল যেন নরম কোনো বস্তুতে, শেষের দিকে আগুনের শিখাটা যেন পরিণত ধাতব কোনো পদার্থে, প্রতিবার পেন্ডুলাম ধাক্কা খায় আর গমগম শব্দ হয়। শেষমেশ পেন্ডুলাম বব সরিয়ে নেয়া হলো। এর কাজ শেষ। আগুনের শিখা তখন ভয়াবহ রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শিখা আর দর্শকদের মাঝখানে যে প্রজেক্টরের পুরু প্লেট আছে তা আর বোঝা যাচ্ছিল না।

গ্রান্ট একটা কিছু নির্দেশ দিলেন। বাতাসে আবারও তীক্ষ্ণ ওজোনের গন্ধ ভেসে এল। প্রতিটি দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে প্রজেক্টরের দিকে। প্রত্যেকেই পাশের জনকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

ব্লাউস্টেইন বাকিদের মতো উত্তেজনায় রেলিঙে ঝুঁকে গেলেন। পুরো প্রজেক্টরটাকে এখন দেখাচ্ছে একটা অর্ধবৃত্তাকার আয়নার মতো। নিখুঁত ঝকঝকে আয়না। ব্লাউস্টেইন তাতে নিজের প্রতিবিম্বও দেখতে পেলেন, একটা ছোটখাটো মানুষ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু প্রতিবিম্বের উপর আর নিচে ছড়িয়ে গেছে। আশপাশের ঝকঝকে বাতির আলোর প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে। অসাধারণ। অসম্ভব ঝকঝকে আয়না।

চিৎকার করলেন ব্লাউস্টেইন। 'রালসন, দেখুন। প্রজেক্টরটা শক্তি প্রতিফলিত করতে পারছে। ওটা আলোকেও আয়নার মতো প্রতিফলিত করতে পারছে, রালসন–'

ঘুরে দাঁড়ালেন ব্লাউস্টেইন। 'রালসন ! ইন্সপেক্টর রালসন কই ?

'কী ?' ডেরিটি ঘুরে দাঁড়ালেন ব্লাউস্টেইনের দিকে। 'আমি তো ওকে দেখিনি।'

চারদিকে তাকাল ডেরিটি। 'বেরুতে পারবেন না। এখান থেকে বেরুবার সবকটা রাস্তা বন্ধ, আপনি একদিকে যান, আমি আরেক দিকে।' তারপর আনমনেই প্যান্টের পকেট চাপড়ালেন ইন্সপেক্টর ডেরিটি। 'আমার ছুরিটা গেল কই ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্লাউস্টেইন খুঁজে পেলেন রালসনকে। হ্যাল রসের ছোট্ট অফিসে রালসন। ব্যালকনির এক প্রান্তে রসের অফিস। ওখান থেকেই ব্যালকনি শুরু হয়েছে। অফিসে কেউ নেই। দর্শকদের দলে হ্যাল রস নেই। এই সিনিয়র মেকানিককে দর্শকদের দলে রাখা হয়নি।

আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল এই রসের অফিসটা। দরজায় একবার দাঁড়ালেন ব্লাউস্টেইন। তার অসুস্থ লাগছে। ব্যালকনির অফিসের ঠিক একশো ফিট নিচে এরকম আরেকটা অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন ডেরিটি। উপরে তাকালেন ডেরিটি। ব্লাউস্টেইনের চোখে চোখ পড়ল তার। ব্লাউস্টেইন ইশারায় উঠে আসার নির্দেশ দিলেন। ডেরেটি দৌড়ে উপরে আসছেন।

১৮

ড. গ্রান্ট উত্তেজনায় কাঁপছেন। প্রতিবার সিগারেট ধরিয়ে দু টান দেবার পরেই সিগারেট ফেলে দিয়ে পা দিয়ে পিষে ফেলছেন। তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতে যাচ্ছেন তিনি, হাত কাঁপছে।

তিনি বললেন, 'আমরা যতটা আশা করেছি তার চাইতে অনেক ভালো ফল পেয়েছি। কালকে আমরা গান-ফায়ার টেস্ট করব। যদিও জানি ফলাফলটা কী হবে, তারপরেও যেহেতু আমরা আগেই পরিকল্পনা করেছি, আমাদের সেই পথেই এগুতে হবে। স্বল্প পাল্লার অস্ত্র বাদ দিয়ে বাজুকার মতো কিছু দিয়ে পরীক্ষা শুরু করতে হবে। হয়ত এই পরীক্ষার কোনো দরকারই নেই। তবে ওটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা প্রজেক্টাইল-এর জন্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।'

তিনি তৃতীয় সিগারেটটাও ফেলে দিলেন।

একজন জেনারেল বললেন, 'একটা ছোটখাটো আণবিক বোমা ফাটিয়ে দেখা গেলে ভালো হতো না?'

'হ্যাঁ, ভালোই হয়। ইনিওয়েটক এ একটা নকল শহর বানানোর কাজ পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এ সকল শহরের ভেতর একটা জেনারেটর বানাব, শহরে কিছু প্রাণীও রাখা হবে তারপরে একটা বোমা ফেলা হবে।'

www.BanglaBook.org

'আর আপনার মনে হচ্ছে পুরো শক্তি প্রয়োগ করা হলে জিনিসটা বোমা ঠেকিয়ে দেবে ?'

'ব্যাপারটা শুধু তাই নয়, বোমাটা যখন ফেলা হবে তখন এ ধরনের কোনো দেয়াল দেখাই যাবে না। প্লুটোনিয়ামের রেডিয়েশন শক্তি যোগান দিয়ে বোমা ফাটার ঠিক আগেই দেয়ালটাকে তৈরি করে ফেলবে। আমরা এখানে একদম শেষ ধাপে যেটা করেছি আরকি ! পুরো ব্যাপারটার মজাটা এখানেই।'

প্রিন্সটনের একজন প্রফেসর বললেন, 'আমি কিন্তু কিছু সমস্যাও দেখতে পাচ্ছি। যখন দেয়ালটা পুরোপুরি তৈরি হবে তখন এর নিচে সূর্যের আলো পৌঁছাবে না। আর তাছাড়া আমাদের শত্রুরা তো বিধ্বংসী কোনো আণবিক বোমার বদলে শুধু সামান্য মাত্রার তেজস্ক্রিয় কোনো পদার্থ কিছুদিন পরপর ফেলে ঝামেলা করতে পারে। তখন তো ব্যাপারটা আমাদের বাঁচানোর বদলে এক ধরনের ঝামেলা তৈরি করবে। আমাদের বাজেটেও বেশ ভালো একটা চাপ পড়বে।'

'এই জাতীয় ঝামেলা দূর করা হবে। একের পর এক সমস্যার সমাধান করা হবে। তবে আমার ধারণা আমরা মূল সমস্যাটার সমাধান করতে পেরেছি।' ড. গ্রান্ট বললেন।

ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন ড. গ্রান্টের দিকে। হাত মেলালেন ; বললেন, 'এখন আমাদের লন্ডন শহর নিরাপদ মনে হচ্ছে। আপনাদের সরকার যদি মূল নকশাটাই আমাকে দেখতে দিতেন তাহলে খুব ভালো হত। দেখার পর আমার মনে হয়েছে, যে পেছনে অসাধারণ কোনো মেধা আছে। এ ধরনের দেয়াল আজকের বিশ্বের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জিনিসটা মানুষটাকে ভাবলো কি করে ?'

গ্রান্ট হাসলেন। 'ড. রালসন যতগুলো যন্ত্র তৈরি করেছেন তার সবকটাকে দেখেই লোকজন আপনার এই প্রশ্নটা করেছে।'

এই সময় কাঁধে টোকা খেয়ে পেছনে ঘুরলেন ড. গ্রান্ট। 'আরে ড. ব্লাউস্টেইন যে, আমি আপনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এদিকে আসুন, আপনার সাথে কথা আছে।' গ্রান্ট ব্লাউস্টেইনকে টেনে একপাশে নিয়ে গেলেন, কানে কানে বললেন, 'আপনি কি রালসনকে

www.BanglaBook.org

বুঝিয়েটুঝিয়ে ওদের সাথে কথা বলার জন্যে রাজি করাতে পারবেন ? আজ ওর বিজয়ের দিন।'

ব্লাউস্টেইন বললেন, 'রালসন মারা গেছে।'

'কী ?'

'আপনি কি একটু আসতে পারবেন আমার সাথে ?'

তাড়াহুড়া করে তিনি ব্লাউস্টেইনের সাথে রওনা দিলেন।

১৯

ফেডারেল ব্যুরোর লোকজন ইতিমধ্যে সব দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। রসের অফিসের দরজার জায়গাটা তারা ঘিরে রেখেছে। সেই ব্যারিকেডের বাইরে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রজেক্টরের ব্যাপারে ক্রমাগত নিজেদের মতামত দিচ্ছে। ড. গ্রান্ট এবং ব্লাউস্টেইনকে দেখামাত্র ব্যুরোর ব্যারিকেড করা লোকগুলো সরে জায়গা করে দিল। ওরা ভেতরে ঢোকামাত্র আবার ব্যারিকেড তৈরি করল তারা।

গ্রান্ট রালসনের মুখের উপর থেকে প্লাস্টিকের কভার সরালেন এক মুহূর্তের জন্যে। বললেন, 'লোকটার চেহারায় শক্তির ছাপ পড়েছে।

'আমি বলব সুখের ছাপ', ব্লাউস্টেইন বললেন।

ডেরিটি বিবর্ণ গলায় বললেন, আত্মহত্যার অস্ত্রটা হচ্ছে আমার ছুরি। রিপোর্টে তাই বলা হবে। আমারই দোষ, ছুরির ব্যাপারটা আমি কোনো পাত্তাই দিইনি।'

'আরে না না। তা কী করে হয় ? রালসন আমার রোগী ছিল, দোষটা আমারই। অবশ্য তার আর বাঁচার সম্ভাবনা এমনিতেই ছিল না। প্রজেক্টর আবিষ্কারের পর থেকে তিনি প্রতিদিনই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।'

গ্রান্ট বললেন, 'ফেডারেল ব্যুরোর ফাইলে কি এসব লেখার কোনো প্রয়োজন আছে ? আমরা কি ওর পাগলামির কথা ভুলে যেতে পারি না ?'

'তা হয় না ড. গ্রান্ট।' বললেন ডেরিটি।

'আমি ওকে পুরো ঘটনা বলেছি।' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, ব্লাউস্টেইন।

www.BanglaBook.org

গ্রান্ট দুজনের দিকে তাকালেন। 'আমি ডিরেক্টরের সাথে কথা বলব, দরকার হলে প্রেসিডেন্টের কাছে যাব। তার পাগলামি কিংবা আত্মহত্যার কথা কোথাও বলার দরকার আমি দেখি না। জনগণ তাকে চিনবে, জানবে ফিল্ড প্রোজেক্টরের উদ্ভাবক হিসেবে। ওর জন্যে অন্তত এটুকু আমাদের করা উচিত।'

'রালসন একটা নোট রেখে গেছেন।' ব্লাউস্টেইন বললেন।

'নোট ?'

ডেরিটি ড. গ্রান্টের হাতে নোটটা দিয়ে বললেন, 'সবাই আত্মহত্যা করার আগে এই কাজটা করে। নোটা লিখে যায়। রালসনের আত্মহত্যার কারণটা ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেছেন।'

নোটটা ব্লাউস্টেইনকে লেখা। লেখাটা এরকম :

'প্রজেক্টর কাজ করছে। আমি জানতাম কাজ করবে। সব বিতর্কের অবসান হলো। আপনাদের যা দরকার ছিল আপনারা তা পেয়েছেন। আমাকে আর আপনাদের দরকার নেই। তাই আমি যাচ্ছি। ডাক্তার সাহেব, আপনাকে আর মানব সম্প্রদায় নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আপনি ঠিক বলেছেন, ডাক্তার সাহেব। ওরা আমাদের নিয়ে অনেকদিন ধরে পরীক্ষা করছে। ওরা অনেক সুযোগ নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। আমরা এখন কালচার-এর বাইরে, ওরা আমাদের আর নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে না। আমি জানি। এর চেয়ে বেশি কিছু আমার বলার নেই। এই পৃথিবীতে এখন প্রচুর মানুষ আছে যারা পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট।'

কথাগুলোর নিচে দ্রুত এবং কাঁপা হাতের স্বাক্ষর। গ্রান্ট কাগজটা মুচড়ে ধরলেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর ডেরিটি দ্রুত তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে বললেন।

'রেকর্ডের জন্যে লাগবে ডক্টর।'

'বেচারা রালসন ! এই বিচিত্র জিনিসে বিশ্বাস করেই মারা গেলেন।'

'হ্যাঁ, আশা করি যদি মানবিক অসুস্থতা আর আত্মহত্যার ব্যাপারটা চেপে গিয়ে ফিল্ড প্রজেক্টর-এর উদ্ভাবক হিসেবে রালসনকে জনগণের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে উপস্থাপন করা হয় তাহলে ওর শেষকৃত্যটা জাঁকজমকপূর্ণ হবে। কিন্তু সরকারের লোকজন তো ওর উন্মাদীয় তত্ত্বে আগ্রহী হবার কথা। ওরা হয়ত রালসনের মতো পাগলের মতো তত্ত্বটা বিশ্বাস করবে না তাই না ?' ব্লাউস্টেইন বললেন।

'জঘন্য কথা ডাক্তার সাহেব।' বললেন ড. গ্রান্ট। 'এই কাজটার সাথে জড়িত প্রতিটা বৈজ্ঞানিক কাজ নিয়ে অস্বস্তিতে ছিল। ওকে বলুন তো ইন্সপেক্টর ডেয়ারি।' ব্লাউস্টেইন বলল।

ডেরিটি বলল। 'আত্মহত্যা আরো একটা হয়েছে। না না আপনার কোনো বিজ্ঞানী না। ডিগ্রিধারী কেউ না। আজকের সকালের ঘটনা। আমরা তল্লাশি চালিয়েছি ব্যাপারটা নিয়ে কারণ প্রথমে আমাদের ধারণা ছিল আত্মহত্যাটার আজকের পরীক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি তাই আমরা পরীক্ষা পর্যন্ত ঘটনাটা চেপে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পরীক্ষার সাথে আত্মহত্যার একটা সম্পর্কে আছে।

'লোকটার স্ত্রী ছিল, তিনটা বাচ্চা ছিল, মরার কোনো কারণ নেই। মানসিক অসুস্থতার কোনো ইতিহাস নেই। তিনি সোজা একটা গাড়ির নিচে ঝাঁপ দিয়েছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে। সে বলেছে লোকটা নিজেই ঝাঁপ দিয়ে গাড়ির নিচে পড়েছেন। লোকটা ডাক্তার আসা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কিন্তু পুরো শরীর প্রায় ভর্তা হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও কথা বলেছিলেন মানুষটা। বলেছিলেন, আমার এখন অনেক ভালো লাগছে। বলার পরই মারা যান।'

'কিন্তু লোকটা কে ? বললেন ড. গ্রান্ট। হতাশায় তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে।

'হ্যাল রস। এই মানুষটা নিজ হাতে প্রজেক্টরটা তৈরি করেছেন। এখন যে অফিসে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা ওরই অফিস।' ব্লাউস্টেইন জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। আকাশ হয়ে যাচ্ছে নিকশ কালো, সেই আঁধারের মাঝে নক্ষত্রেরা উঁকি দিচ্ছে।

ব্লাউস্টেইন বললেন, 'হ্যাল রস রালসনের দর্শনের কিছুই জানেন না। তিনি কোনোদিন রালসনের সাথে কথাও বলেননি। তথ্যটা আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েছেন মি. ডেরিটি। বিজ্ঞানীরা প্রায় সবাই খুব সম্ভবত রেজিস্ট্যান্ট। হয় রেজিস্ট্যান্ট নয়ত তারা দ্রুত চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেঁচে যায়। এদের মধ্যে রালসনই ব্যতিক্রম। পেনিসিলিন নন- রেজিস্ট্যান্ট হয়েও এখানে শেষ পর্যন্ত চাকরি করেছেন। দেখলেই তো ওর শেষ পর্যন্ত কী হলো। অন্যদের কী হবে ? জীবনের এই মেলায় তো নন- রেজিস্ট্যান্টদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমাদের মধ্যে কতজন মানুষ পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট ?'

'আপনি রালসনের কথা বিশ্বাস করেন ?' আতঙ্কে জমে গেলেন ড. গ্রান্ট।

'আমি আসলেই বিশ্বাস করি কি না জানি না।'

ব্লাউস্টেইন উদাস দৃষ্টিতে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ওগুলো কি আসলেই ইনকিউবেটর ?

অনুবাদ : মানিক চন্দ্র দাস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এমনকি কেবিন থেকেও যেখানে তিনি এবং তার যাত্রীরা দ্রুতগতিতে ছুটে চলছিলেন কর্নেল এস্থনি উন্ডহ্যাম যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে নীরবতা নেমে এল, কোনো ঝাঁকুনিও ছিল না, এর ফলে বোঝা যাচ্ছিল, যে আকাশযানটি জ্যোতিষ্ক দূরত্বে যুদ্ধ করছিল সেটি শক্তি বিস্ফোরণ এবং বলশালী ফোর্সফিল্ড প্রতিরক্ষার সামনে পড়েছিল।

তিনি জানতেন যে তার শুধুমাত্র একটি সুযোগই আছে। তাদের পৃথিবীর যানটিতে শুধুমাত্র একটি সশস্ত্র বাণিজ্যপোত ছিল এবং ক্রুদের দ্বারা যখনই তিনি ডেক পরিত্যাগ করছিলেন তার ঠিক পূর্বে ক্লোরো শত্রুরা তার ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হলো এবং দেখা গেল যে, এটা হলো একটা হালকা ক্রুসার।

এবং আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে, সেখানে কঠিন আঘাত নেমে এল যার জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। যানটির ওঠানামা এবং দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে যাত্রীরাও সামনে পেছনে দুলছিল, ঠিক যেন ঝড়ের মধ্যে পতিত সামুদ্রিক জাহাজ। কিন্তু আকাশ ছিল অন্য সব সময়ের মতনই শান্ত আর নীরব। এটা ছিল তাদের পাইলট যিনি বাষ্পনলগুলোর মধ্য দিয়ে বেপরোয়াভাবে সবেগে বাষ্প নির্গমন করছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় যানটি বারংবার গড়াচ্ছিল এবং ডিগবাজি খাচ্ছিল। এই ঘটনার পরে বোঝা যাচ্ছিল, অনিবার্য ঘটনাটি ঘটেই যাচ্ছে। পৃথিবীর যানটির যবনিকা ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছিল, আর যানটির কোনো সরাসরি আঘাত প্রতিরোধ করবার মতো অবস্থাও শেষ হয়ে যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যদিকে কলোনেল উইন্ডহ্যাম অ্যালুমিনিয়ামের ক্যানের ভেতরে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করছিলেন। তার মনে এই চিন্তাটাই ভেসে আসছিল যে, তিনি একজন বৃদ্ধ এবং তার জীবনের পুরোটাই সিলিশিয়ায় কাটিয়েছেন। কখনই তিনি কোনো যুদ্ধ দেখেননি। কিন্তু এখন তার চারপাশে যুদ্ধের ডামাডোল। এখন তিনি বৃদ্ধ, মোটা এবং খোঁড়া। তার নিয়ন্ত্রণে এখন কেউই নেই।

ঐ ক্লোরো দৈত্যগুলো খুব তাড়াতাড়িই অবতরণ করতে যাচ্ছিল। এটাই তাদের যুদ্ধনীতি, তারা হয়ত আকাশযানটির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং এতে তাদের দুর্ঘটনাও অনেক বেশি হতে পারে। কিন্তু যে কোনো মূল্যে তারা পৃথিবীর যানটি চাচ্ছিল। উইন্ডহ্যাম যাত্রীদের কথা বিবেচনা করলেন। এক মুহূর্তের জন্য তিনি ভাবলেন, যদি তারা সশস্ত্র হয় এবং আমি নেতৃত্ব দিতে পারি–

তিনি চিন্তার ব্যাপারটি বাদ দিলেন। পোর্টার ছিল স্পষ্টতই প্রচণ্ড আতংকগ্রস্ত, তরুণ লেব্ল্যাংকের অবস্থা ছিল কিছুটা ভালো। তিনি কিছুতেই পোলরওয়েট ভ্রাতৃদ্বয়কে কিছু বলতে পারতেন না, শুধুমাত্র এক কোনায় ঠাসাঠাসি করে বসে তারা একে অন্যের সাথে কথা বলছিলেন। মুলেন এর ব্যাপারটি পুরোপুরি ভিন্ন, ঋজু হয়ে বসে ছিলেন তিনি। তার চোখে মুখে কোনো ভয় বা আবেগ ছাপ ফেলতে পারেনি। কিন্তু সন্দেহাতীতভাবেই মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা মানুষটি, যে জীবনে কোনো ধরনের অস্ত্রই হাতে ধরেননি, তিনি কিছুই করতে পারতেন না ।

এবং সেখানে ছিলেন স্টুয়ার্ট। তার সাথে ছিলেন কিঞ্চিত শীতল হাসি আর তার বলা যে কোনো কথার মধ্যেই সম্পৃক্ত ছিল উচ্চমানের ব্যঙ্গোক্তি। উইন্ডহ্যাম তার পাশে স্টুয়ার্টের দিকে তাকালেন। স্টুয়ার্ট সেখানে বসে হাত দুটি তার বালুকাময় চুলে বুলোচ্ছিলেন। যাই হোক কৃত্রিম হাত দুটি নিয়ে তিনি ছিলেন পুরোপুরি অকেজো।

অন্য জাহাজটি উইন্ডহ্যামের জাহাজের সংস্পর্শে আসলে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বারান্দা থেকে যুদ্ধের শব্দ ভেসে এল। পোলরকেট ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠলেন এবং সবেগে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। অন্য ভাইটি বললেন, 'অ্যারিস্টিড ! দাঁড়াও !' এবং তিনিও তাড়াতাড়ি অপরজনকে অনুসরণ করলেন।

www.BanglaBook.org

খুব তাড়াতাড়িই ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল। অ্যারিস্টাইড ছিলেন দরজার বাইরে, বারান্দায় ; প্রচণ্ড নির্বোধ, ভয়ে তিনি সজোরে দৌড়াচ্ছিলেন। একটি কার্বোনাইজার থেকে সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শিখাহীন আলোক ও উত্তাপ্ত নিঃসৃত হচ্ছিল। এবং এর চারপাশে এমনকি কোনো চিৎকারও ছিল না। উইন্ডহ্যাম দরজা থেকে প্রচণ্ড ভয়ে সেই কৃষ্ণবর্ণের গাছের গুঁড়িটির কাছে ফিরে আসলেন যেখান থেকে তিনি পালাচ্ছিলেন। অদ্ভুত– একটি দীর্ঘ সৈনিক জীবন কাটানো সত্ত্বেও তিনি এর পূর্বে কাউকেই তীব্র সহিংসতায় খুন হতে দেখেননি।

সম্মিলিতভাবে দলটির অবশিষ্ট অংশের সবাইকেই কক্ষটিতে অন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয়েছিল।

যুদ্ধের শব্দ থেমে গেল।

স্টুয়ার্ট বলল, 'এখন এটাই ঘটবে।' তারা দুজন নাবিককে এটার ভেতরে রেখে যাবে এবং এটা দখল করবেন। আমাদেরকে তারা তাদের কোনো একটা গ্রহে নিয়ে যাবে। খুবই সহজ হিসাব, আমরা যুদ্ধবন্দি।'

'শুধুমাত্র দুজন ক্লোরো এটার মধ্যে অবস্থান করবে ?' বিস্ময়ের সাথে উইন্ডহ্যাম জিজ্ঞাসা করলেন।

স্টুয়ার্ট বলল, 'এটাই তাদের প্রথা,' করনেল, আপনি কেন এটা জিজ্ঞাসা করলেন ? আপনি কি দুঃসাহসিক কোনো আক্রমণের মাধ্যমে জাহাজটি পুনরুদ্ধারের কথা ভাবছেন ?'

উইন্ডহ্যামের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'এমনিতেই জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম,' বাদ দাও। সে জানত, উইন্ডহ্যাম তার ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব বলে তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই খুঁড়িয়ে চলা একজন বৃদ্ধ।'

স্টুয়ার্ট শুরু থেকেই বলে আসছিল যে ক্লোরোরা যথেষ্ট ভদ্র। এবং এখানে স্টুয়ার্ট সম্ভবত ঠিকই ছিল। তিনি ক্লোরোদের মধ্যে বাস করতেন এবং তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতেন। বন্দিদশার চব্বিশ ঘণ্টা পার হলো এবং হাতের আঙুলগুলো ভাজ করতে করতে তিনি আবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর দেখতে লাগল হাতের কুঞ্চিত নরম ভাঁজগুলো তৈরি হচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

এরপর সবার মধ্যে যে অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া হলো তা স্টুয়ার্ট বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করতে লাগল।

উইন্ডি ব্লাডারসহ ওখানকার সবারই মনে হচ্ছিল যে গায়ে ক্ষুদ্র সুচ এসে বিঁধছে। তাদের হাতগুলো ছিল নিস্তব্ধ, অনেকটা তাদের দেহগুলোর মতন।

বিশেষত সেখানে ছিলেন এ. উ। ক. উ. তাকে ডাকলেন এবং স্টুয়ার্ট এতে ইচ্ছুক ছিল। একজন অবসরপ্রাপ্ত করনেল, যিনি প্রায় চল্লিশ বছর আগে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটি মিলিশিয়া চালিয়েছেন। কোনো ক্ষমতা না থাকলে তাকে নিশ্চয়ই আবার ডেকে আনা হতো না। এমনকি যখন পৃথিবী তার প্রথম আন্তঃগ্রহ যুদ্ধের মুখে।'

'শত্রুদের সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা বলা বাদ দাও স্টুয়ার্ট।'

'এটা তুমি ভেবো না যে, আমি তোমার আচরণ পছন্দ করছি।'

মনে হচ্ছিল উইন্ডহ্যাম তার ছেঁটে ফেলা গোঁফ থেকে কথাগুলো বলছেন। মিলিটারি কায়দার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার মাথা ছিল সম্পূর্ণ কামানো। কিন্তু মাঠের শস্য ছেঁটে ফেললে যে অংশ থেকে যায় ঠিক সেরকম ধূসর অংশ তার মাথার কেন্দ্রস্থলে দেখা যাচ্ছিল। তার খলখলে গালগুলো ছিল নিচের দিকে ঝুলে পড়া। এরপর তার গভীর নাকে লাল তীক্ষ্ণ দাগ তাকে একটি অদ্ভুত আকৃতি দিচ্ছিল। যদিও এর পেছনে অনেকটাই দায়ী সকালবেলা তার হঠাৎ করে এবং তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা।

স্টুয়ার্ট বলে উঠল, 'মূর্খ, একটু বর্তমান পরিস্থিতিটা উল্টে দেখুন। ধরা যাক, একটি পৃথিবীর যুদ্ধজাহাজ একটি ক্লোরো জাহাজ দখল করে নিল। যেসব ক্লোরো যাত্রীরা ভেতরে ছিল তাদের ক্ষেত্রে কী ঘটত বলে আপনি মনে করেন।'

উইন্ডহ্যাম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'আমি মনে করি পৃথিবীর সেনারা অবশ্যই আন্তঃগ্রহ যুদ্ধের সব নিয়ম মেনে চলতেন। শুধুমাত্র এটাই ব্যতিক্রম যে সেখানে কিছুই নেই। যদি আমরা আমাদের নাবিকদল তাদের কোনো একটি জাহাজের উপরে অবতরণ করাই, তাহলে আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি মনে করেন যে শুধুমাত্র ক্লোরোদের জন্য আমরা ক্লোরিন পরিবেশে বাস করার অসুবিধা পোহাতাম। তাদেরকে তাদের যুদ্ধকালীন অধিকার দিন। তাদেরকে সবচেয়ে আরামদায়ক ঘরগুলো ব্যবহার করতে দিন। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

বেন পোর্টার বলল, 'ওই ঈশ্বরের দোহাই, চুপ কর। যদি আমি তোমার ইত্যাদি, ইত্যাদি আর একবার শুনতে পাই তবে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব।'

স্টুয়ার্ট বলল, 'দুঃখিত !' সে আসলে দুঃখিত ছিল না।

পোর্টার এ ব্যাপারে খুব কম দায়ী ছিল। তার সরু মুখমণ্ডল এবং পাখির ঠোঁটের মতো নাক ঘামে চকচক করছিল। সে তার গালে অনবরত দাঁত দিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করছিল শেষ পর্যন্ত। হঠাৎ করেই ছটফট করা শুরু করল। এরপর ক্ষত স্থানটিতে সে তার জিহ্বা ধরে রাখল, এতে তাকে আরো বেশি বন্য দেখাচ্ছিল।

স্টুয়ার্ট তাদেরকে প্রলোভন দেখাতে দেখাতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল। উইন্ডহ্যাম ছিল খুবই নমনীয় লক্ষ্য এবং পোর্টার দ্বারা মোচড়ানো ছাড়া আর কিছুই সম্ভব ছিল না। বাকিরা পুরোপুরি নীরব। ডিমেনট্রাওস পোলিওরকেটস ছিল সম্পূর্ণ নীরব নিজস্ব দুঃখের জগতে। সে প্রায় গত রাত্রির আগে থেকে ঘুমায়নি। কমপক্ষে যখন স্টুয়ার্ট তার জায়গা পরিবর্তন করার জন্য জাগছিল, তখন থেকে সে নিজেও বিশ্রামহীন। সেখানে সামনের খাটিয়া থেকে পোলিওরকেটসের মৃদু বিড়বিড় কথা শোনা যাচ্ছিল। সে অনেক কথাই বলছিল। কিন্তু বারবার শুধু একটি কথা বলার সময়ই সে সশব্দে বিলাপ করছিল, 'ওহ, আমার ভাই।'

সে তখন নিঃশব্দে তার খাটিয়ায় বসে ছিল। তার সমস্ত কালো দাড়ি না কামানো মুখমণ্ডলে– লাল চোখে সে অন্য কয়েদিদের দিকে তাকাচ্ছিল। যখন স্টুয়ার্ট দেখছিল তখন তার মুখমণ্ডল শক্ত হাত দিয়ে ঢাকছিল যাতে করে শুধুমাত্র তার কোঁকড়ানো চুল দেখা যায়।

সে আগে ভদ্রভাবে দুলছিল, কিন্তু এখন যখন সবাই জাগ্রত, তখন সে কোনো শব্দ করল না। ব্লন্ড লেব্র্যাংক একটি চিঠি পড়তে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারবারই সে ব্যর্থ হচ্ছিল। সে ছিল ছয়জনের মধ্যে

www.BanglaBook.org

সবচেয়ে ছোট, কেবল কলেজ থেকে বের হয়েছে, বিয়ে করতে পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছে। স্টুয়ার্ট তাকে সকালে নিঃশব্দে কাঁদতে দেখেছিল, তার লাল ফ্যাকাসে মুখ আরো লালচে হয়ে গিয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে এটা ছিল প্রচণ্ড হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ঐ মেয়েটির নীল চোখ আর ভরাট ঠোঁটের সৌন্দর্যে সে ছিল পুরোপুরি মুগ্ধ। স্টুয়ার্ট পুরোপুরি বিস্মিত ছিল যে কীভাবে এই ধরনের মেয়ে ওর স্ত্রী হবার জন্য শপথ করেছিল। স্টুয়ার্ট ঐ মেয়ের ছবি দেখেছিল। কে ওর সাথে ছিল না ? স্টুয়ার্টের এটাই মনে হয়। তার ছিল বৈচিত্র্যহীন সৌন্দর্য যেটা তার ছবিগুলোকে এক করে দিচ্ছিল। তবে এটা স্টুয়ার্টের মনে হচ্ছিল যে, যদি সে মেয়ে হতো তবে অবশ্যই সে আরেকটু পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন কাউকে বাছাই করত।

শুধু র‍্যান্ডলফ মুলেনই বাদ থাকলেন। আসলে স্টুয়ার্টের কাছে কোনো ধারণাই ছিল না যে তাকে নিয়ে কী করা যায়। সে ছিল ছয়জনের মধ্যে একমাত্র যে আকটুরিয়ান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সময় ছিল। স্টুয়ার্ট নিজে শুধুমাত্র জ্যোতির্বিদ্যা প্রকৌশল সম্পর্কে বিভাগীয় প্রকৌশল ইন্সটিটিউটে বক্তৃতা দেয়ার সময়কালীন সময়ে সেখানে অবস্থান করছিল। করনেল উইন্ডহ্যাম একটি মিথ্যে করে সাজানো/বানানো ভ্রমণে এসেছিলেন। পোর্টার পৃথিবীতে তার খামারের জন্য জমাট বাঁধা/ঘন এলিয়েনদের তরকারি কেনার চেষ্টা করছিল। পোলরকেট ভ্রাতৃদ্বয় নিজেরা আর্কচুরাসে বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছিল এবং দুটো মৌসুম পরে এ কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। যেকোনো উপায়ে তারা কিছু লাভ করেছিল এবং পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছিল।

র‍্যান্ডলফ মুলেন আর্কচুরিয়ান প্রথা/পদ্ধতির মধ্যে ১৭ বছর অবস্থান করছিলেন। কিন্তু অভিযাত্রীরা কীভাবে এত তাড়াতাড়ি একে অপরের সম্পর্কে জেনে ফেলেছিল ? কিন্তু এখন পর্যন্ত স্টুয়ার্ট যা জানে তা হচ্ছে তিনি জাহাজের ভিতরকার অবস্থা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি ছিলেন নিশ্চিতভাবেই ভদ্র। সব সময় অন্যকে বলার সুযোগ দিয়ে নিজে একদিক থেকে চুপ করে থাকেন। কিন্তু তার সমস্ত কথাবার্তাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধন্যবাদ এবং ক্ষমা করবেন এ দুটো বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন পর্যন্ত অন্য যে তথ্যটি পাওয়া গিয়েছিল তা হচ্ছে এটা ছিল সতেরো বছরে তার প্রথম পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা। তিনি ছিলেন একজন ছোটখাটো মানুষ, খুবই প্রসিদ্ধ এবং বিরক্তিকরও বটে। ঐ সকালে তিনি নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, দাড়ি কামিয়ে, গোসল করে এবং পোশাক পরে পরিপাটি করে রেখেছিলেন। তিনি এখন ক্লোরোদের বন্দি, এ ঘটনা তার বছরের পর বছরের অভ্যাস বদলাতে পারেনি। এটা মানতে হবে, তার নিজেকে জাহির করার কোনো ইচ্ছা ছিল না এবং তিনি অন্যদের মতো নোংরা যত্নহীন ছিলেন না। সব কিছু মেনে নেবার ভঙ্গিতে তিনি সেখানে বসেছিলেন, অতিরিক্ত সংরক্ষণশীল হাত দুটো তার কোলের উপরে ছিল। তার উপরের ঠোঁটের গোঁফের রেখা, নিশ্চিতভাবেই তার প্রধানত্ব নিশ্চিত করে। তাকে দেখাচ্ছিল অনেকটা পুস্তক রক্ষকের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের মতন। এবং তার সবটাই অনেকটা অদ্ভুত। স্টুয়ার্ট তার সম্পর্কে ঠিক এটাই ভাবছিল। পরিচিতি বইয়ে সে তার সম্পর্কে দেখেছিল র‍্যান্ডলফ ফ্লুয়েলেন মুলেন, পেশা-পুস্তকরক্ষক, প্রাইম কাগজ ঘর, ২৭ টবিয়াস এভিনিউ, নিউ ওয়ারশ, আরকটুরাস।

'জনাব স্টুয়ার্ট ?'

স্টুয়ার্ট তাকাল। এটা ছিল লেব্ল্যাংক। নিচের ঠোঁট কিছুটা কাঁপছিল। স্টুয়ার্ট ভাবতে চেষ্টা করল কীভাবে এরকম একজন ভদ্রলোক হতে পারে। সে বলল, 'কী ব্যাপার, লেব্ল্যাংক ?'

'বলো আমাকে, তারা কখন আমাদের ছেড়ে দেবে ?'

'এটা আমি কীভাবে জানব ?'

প্রত্যেকেই বলে যে তুমি ক্লোরো গ্রহে ছিলে, এবং একটু আগেই তুমি বলেছ ওরা ভদ্রলোক।

'ভালো, কিন্তু ভদ্রলোকেরাও জয়ের জন্য যুদ্ধ করে। মনে হয় আমরা কিছু সময়ের জন্য আটকে থাকব।' 'কিন্তু এটা বছরও হতে পারে। মার্গারেট অপেক্ষা করছে। সে মনে করবে আমি মরে গেছি।'

'আমি মনে করি তারা অবশ্যই একটি বার্তা পাঠিয়ে দেবে যে ওরা আমাদেরকে ক্লোরোগ্রহে আটকে রেখেছে।' পোর্টারের রাগত কণ্ঠস্বর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ করেই শোনা গেল,' এদিকে তাকাও, যদি তুমি তাদের সম্পর্কে এত কিছুই জান তবে বলো, তারা আমাদের নিয়ে কী করবে, তারা আমাদের কী খাওয়াবে। তারা কীভাবে আমাদের জন্য অক্সিজেন দেবে। আমি বলছি তারা আমাদেরকে মেরে ফেলবে এবং আমি আরো যেটা বলতে চাই আমার স্ত্রীও আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'কিন্তু আক্রান্ত হবার আগের দিন স্টুয়ার্ট তাকে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলতে দেখেছিল। কিন্তু তাকে খুব একটা খুশি মনে হয়নি। পোর্টারের আঙুলগুলো হঠাৎ স্টুয়ার্টের জামার হাতা টেনে ধরল। এরপরই স্টুয়ার্ট তীব্র বিতৃষ্ণায় পোর্টারের কাছ থেকে সরে গেল। সে পোর্টারের কুৎসিত হাত সহ্য করতে পারছিল না। এটা তাকে রাগে এতটাই বেপরোয়া করে তুলল যে সে পোর্টারের বীভৎস হাত আর তার সুন্দর সুগঠিত হাতের তুলনা করে উপহাস করতে শুরু করল।

স্টুয়ার্ট বলল, 'তারা আমাদেরকে মারবে না। যদি তারা মেরে ফেলতে চাইত তবে অনেক আগেই তারা তা করতে পারত। তুমি জানো যে, আমরাও ক্লোরোদের আটক করেছিলাম, কিন্তু এটা একটা খুব সাধারণ ব্যাপার যে তুমি তোমার কয়েদিদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহারই করবে। যদি তোমার বিপরীত পক্ষ ভদ্র হয়। তারা তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করবে। তাদের খাবার হয়ত খুব একটা ভালো হবে না। কিন্তু তারা আমাদের চেয়ে ভালো বিজ্ঞানী, এখানেই তারা সেরা, তারা জানে আমাদের ঠিক কী কী খাবার এবং কতটা ক্যালরি দরকার। আমরা যাতে বাঁচতে পারি সে ব্যাপারে তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে।'

উইন্ডহ্যাম গর্জে উঠলেন, 'স্টুয়ার্ট, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ঐ সবুজদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি যেভাবে একজন পৃথিবীর মানুষ হয়ে সবুজদের ভালো দিকগুলো সম্পর্কে বলছিলে তাতে আমার নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছিল। এসব বন্ধ কর, কোথায় তোমার প্রভুভক্তি।'

'আমার ভক্তি যেখানে থাকা উচিত সেখানেই আছে। এটা দেখতে যেমনই লাগুক না কেন। আমার সততা এবং ভদ্রতা তার সাথেই আছে। স্টুয়ার্ট তার ঘাড় উঁচিয়ে বলল, 'এগুলো দেখেছ, ক্লোরোরা

www.BanglaBook.org

এগুলো বানিয়ে দিয়েছে। আমি তাদের গ্রহে ছয়মাস ছিলাম। কন্ডিশনিং মেশিনে আমার হাত দুটো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তারা যে অক্সিজেন সরবরাহ করছে তা পরিমাণে অল্প। যদিও তা সেরকম ছিল না। আমি নিজে তা ঠিক করে নিতে চেয়েছি। এটাই আমার দোষ ছিল। অন্য সংস্কৃতির মেশিন নিয়ে তুমি কখনই নিজেকে বিশ্বাস করতে পার না। যতক্ষণে ক্লোরোদের মধ্যে কেউ তাদের নিজেদের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে আমার কাছে আসল, ততক্ষণে আমার হাত দুটো বাঁচানোর জন্য অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।

'আমার জন্য আর্টিপ্লাসম তৈরি করে তারা অপারেশন করেছিল। তোমরা বোঝ এর মানে কী ? এর মানে এমন এক বস্তুর নকশা করা যা অক্সিজেন সমৃদ্ধ পরিবেশে কাজ করতে পারে। এর মানে তাদের সার্জনদের অ্যাটমোসফিয়ার স্যুট পরে একটি জটিল অপারেশন করতে হয়েছিল। আর এখন আমি আমার হাত ফিরে পেয়েছি।'

সে কর্কশভাবে হেসে উঠল। তার দুর্বল হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে বলল, 'হাত।'

উইন্ডহ্যাম বললেন, 'তাই বলে তুমি পৃথিবীর প্রতি তোমার বিশ্বস্ত তা বিক্রি করে দেবে।'

'বিশ্বস্ততা বিক্রি ! তুমি কি পাগল হয়েছ ? বছরের পর বছর ধরে আমি এজন্য ক্লোরোদের ঘৃণা করেছি। এসব ঘটার আগে আমি ট্রান্সগ্যালাক্টিক স্পেসলাইনের একজন দক্ষ পাইলট ছিলাম। এখন ? টেবিলের কাজ অথবা অনিয়মিত ভাষণ। আমার এটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে যে দোষ আমার ছিল আর ক্লোরোরা যা করেছে ভালোই করেছে। তাদের একটি আদর্শবিধি আছে এবং তা আমাদের মতোই ভালো। তাদের নিজেদের দোষের জন্য কোনো যুদ্ধ বাধেনি, আমরাই এ জন্য দায়ী। আর যখন এটা শেষ হবে–'

পোলরকেট উঠে দাঁড়াল। আঙুলগুলো গুটিয়ে নিয়ে চকচকে চোখে বলল, 'তোমার কথা আমার ভালো লাগছে না।'

'কেন নয় ?'

'কারণ তুমি ঐ সবুজ মাথাওয়ালা জারজ সন্তানদের ভালো বলছ। ক্লোরোরা তোমার কাছে ভালো, এহ। আমার ভাইয়ের জন্য তারা ভালো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল না। তারা তাকে মেরে ফেলেছে। সবুজদের গুপ্তচর হিসেবে তোমাকেও আমার হত্যা করা উচিত।'

এবং সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্টুয়ার্ট ক্ষিপ্ত কৃষককে থামানোর কোনো সময়ই পেল না। সে ছিটকে পড়ল। সে এক হাতে তার একটি হাত ধরে কাঁধ দিয়ে তার গলা বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল। তার আর্টপ্লাসমিক হাত সরে গেল। পোলরকেট হ্যাঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করল।

উইন্ডহ্যাম অসংলগ্ন আচরণ করছিলেন। লেব্ল্যাংক চাপা গলায় বলছিল, 'বন্ধ কর, বন্ধ কর !' কিন্তু মুলেন পেছন থেকে কৃষকের ঘাড় জড়িয়ে ধরল এবং সর্বশক্তি দিয়ে টানতে লাগল। সে খুব বেশি কার্যকর ছিল না। পোলরকেটকে দেখে মনে হচ্ছিল সে তার পেছনের ক্ষুদ্র মানুষটিকে গ্রাহ্যই করছে না। মুলেনের পা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল। এর ফলে সে ডানে বামে দুলছিল। কিন্তু সে তার হাতের বাঁধন শক্ত করে ধরে রাখল। যাতে করে পোলরকেটের কিছুটা হলেও অসুবিধা হচ্ছিল। এই সুযোগে স্টুয়ার্ট ছুটে গিয়ে উইন্ডহ্যামের অ্যালুমিনিয়াম ক্যান নিয়ে নিল।

সে বলল, 'দূরে থাক পোলরকেট।'

সে হাঁপাচ্ছিল এবং আরেকটি আক্রমণের জন্য ভীত ছিল। ফাঁপা অ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডারটি ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট ভারি কিন্তু এটা নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার দুর্বল হাতের চাইতে কার্যকরী ছিল। মুলেন হাতের বাধন ঢিলা করলো এবং সতর্কতার সাথে সে ঘুরছিল। তার শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়ে আসছিল আর পোশাক প্রায় পুরোপুরি ছিড়ে গিয়েছিল।

এক মুহূর্তের জন্য পোলরকেট নড়ল না। সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথা কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল। তারপর সে বলল, 'এটা কোনো কাজেই আসছে না।'

'আমি অবশ্যই ক্লোরোদের হত্যা করব। স্টুয়ার্ট তোমার জিহ্বার প্রতি লক্ষ রেখো। যদি তুমি এভাবেই কথা বলতে থাক, তাহলে অবশ্যই আঘাতপ্রাপ্ত হবে। সত্যিই এটা হবে।'

www.BanglaBook.org

স্টুয়ার্ট হাত দিয়ে কপাল মুছল এবং ক্যানটি উইন্ডহ্যামের কাছে ফিরিয়ে দিল। তিনি এটা তার বাঁ হাতে নিয়ে নিলেন। ডান হাতে রুমাল নিয়ে তিনি অনবরত তার টাক মাথা মুছতে লাগলেন।

উইন্ডহ্যাম বললেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের অবশ্যই এসব পরিহার করা উচিত। এটা আমাদের সম্মান ক্ষুণ্ন করবে। আমাদের শত্রুদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত। আমরা পৃথিবীর মানুষ। আর আমরা যেরকম আমাদের সেরকম আচরণ করা উচিত। আমরা মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক প্রজাতি। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমাদের নিজেদেরকে ছোট করা উচিত হবে না।'

স্টুয়ার্ট বলল, 'হ্যাঁ, করনেল, বাকি কথাগুলো আমরা আগামীকাল শুনব।'

সে মুলেনের দিকে তাকাল, 'আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

সে এ ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিল। কিন্তু তার এটা করা উচিত ছিল। ক্ষুদ্র হিসাবরক্ষক তাকে পুরোপুরি অবাক করে দিয়েছিল।

কিন্তু মুলেন ফিসফিস করে শুকনো কণ্ঠে বলল, 'জনাব স্টুয়ার্ট, আমাকে ধন্যবাদ দিয়ো না। এটা করা যৌক্তিক ছিল, যদি আমরা এভাবেই আবদ্ধ অবস্থায় থাকি, তাহলে আমাদের তোমাকে একজন অনুবাদক হিসেবে দরকার হবে, সম্ভবত তুমি ক্লোরোদের বুঝতে পার।'

স্টুয়ার্ট কিছুটা কঠিন হলো। সে ভাবল, এটা ছিল খুব বেশি হিসাবরক্ষকের মতো চিন্তাভাবনা, খুব বেশি যৌক্তিক, খুব বেশি শুকনো জুস। বর্তমান ঝুঁকি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। দেনা-পাওনার হিসাব খুব সুন্দরভাবে সমতা করা হয়েছিল। সে মুলেনের কাছ থেকে কিছু কথা বের করতে চাচ্ছিল যাতে করে তার প্রতিরোধ ভেঙে যায়– ভালো, কী হতে ? সততা, নিস্বার্থ ভদ্রতা ?

স্টুয়ার্ট নিজের মনে হাসছিল। ভালো, সরাসরি এবং আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তে সে মানুষের মধ্যে আদর্শ আশা করছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোলরকেট অলসভাবে বসেছিল। তার দুঃখ এবং ক্রোধ, তার ভেতরে এসিডের মতো কাজ করছিল কিন্তু কারো কাছে কোনো সান্ত্বনা ছিল না। যদি সে স্টুয়ার্ট হতো, বড় বড় কথা বলা, সাদা-হাতের স্টুয়ার্ট, তাহলে সবার সাথে অনেক অনেক কথা বলত এবং হয়ত ভালো বোধ করত। তার নিজের অর্ধাংশ মৃত। এ অবস্থায় তাকে একা বসে থাকতে হচ্ছে, কোথাও তার ভাই ছিল না। অ্যারিস্টাইড ছিল না।

এটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গিয়েছিল। যদি সে ফিরে যেত এবং তার হাতে এক সেকেন্ড বেশি সময় থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই সে অ্যারিস্টাইডকে ধরে ফেলতে পারত, তাকে রক্ষা করতে পারত।

এখন ক্লোরোদের সে সবচাইতে বেশি ঘৃণা করে। দুমাস আগে সে ক্লোরোদের সম্পর্কে কিছুই জানত না। আর এখন সে তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করছে। যদি তাদের কয়েকটাকে সে মারতে পারত তবে হয়ত মরে গিয়েও শান্তি পেত।

সে বলল, 'কোনো কিছু লক্ষ না করে, এ যুদ্ধ শুরু করার কী দরকার ছিল, এহ ?'

সে ভীত ছিল, স্টুয়ার্ট হয়ত প্রত্যুত্তর দেবে। সে স্টুয়ার্টের কণ্ঠস্বর ঘৃণা করত। কিন্তু উইন্ডহ্যাম কথা বলে উঠলেন, টাকমাথার প্রবীণ ব্যক্তিটি।

উইন্ডহ্যাম বললেন, 'এর প্রধান কারণ ছিল, ওয়ানডোট জগতে খনিজ উত্তোলনের জন্য অনুমতির ব্যাপারে কিছু অমীমাংসা। ক্লোরোরা পৃথিবীর সম্পদ লুকিয়ে নিয়ে নিচ্ছিল।'

'এটা উভয়েরই দোষ, করনেল।'

পোলরকেট সেদিকে তাকাল। ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসছিল। স্টুয়ার্ট খুব বেশি সময় চুপ করে থাকতে পারত না। সে আবার বলতে শুরু করল। পঙ্গু হাতের, বিজ্ঞ, ক্লোরোভক্ত ব্যক্তিটি। স্টুয়ার্ট বলতে লাগল, যুদ্ধ করার কি কোনো কারণ ছিল করনেল। আমরা আরেকজনের পৃথিবী ব্যবহার করতে পারি না। তাদের ক্লোরিনযুক্ত পৃথিবী আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয়, যেমনটা আমাদের অক্সিজেনযুক্ত পৃথিবী তাদের জন্য। ক্লোরিন আমাদের জন্য ক্ষতিকর যেমন অক্সিজেন তাদের জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনভাবেই চিরস্থায়ী শত্রুতা বজায় রাখতে পারি না। আমাদের দুই প্রজাতি কখনই এক হবে না, বায়ুশূন্য গ্রহ থেকে লোহা উত্তোলনের জন্য যুদ্ধের কি কোনো প্রয়োজন আছে, যখন মহাবিশ্বে এরকম লক্ষ গ্রহ আছে।'

উইন্ডহ্যাম বললেন, 'এটা গ্রহের সম্মানের প্রশ্ন।'

'গ্রহের বর্জ্য। এটা এরকম ভয়ানক যুদ্ধের কারণ হতে পারে না। বহিঃস্থাপনাগুলোতেই কেবল এ যুদ্ধ হতে পারে। অনেকগুলো কারণেই এটা ঘটেছে এবং আলোচনার মাধ্যমে এ ঘটনার মীমাংসা হওয়ার দরকার ছিল। ক্লোরো এবং আমরা কিছু লাভ করতে পারিনি।

পোলরকেট ক্রমেই বুঝতে পারল সে স্টুয়ার্টের সাথে একমত হচ্ছে। পৃথিবী বা ক্লোবো কোথা থেকে লৌহ পাবে তার অথবা অ্যারিস্টাইডের তাতে কীই বা যায় আসে।

এটা কি অ্যারিস্টাইডের মৃত্যুর কোনো যৌক্তিক কারণ হতে পারে ?

ছোট্ট সতর্কীকরণ সংকেত বেজে উঠল। পোলরকেট ধীরে ধীরে উঠে বসল। দরজায় কেবল একটি জিনিসই আসতে পারে। সে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ছিল উত্তেজিত। তার হাত শক্ত হয়ে আসছিল।

স্টুয়ার্ট তার কাছে ছুটে আসল। পোলরকেট এটা দেখল এবং নিজের মনেই হাসছিল। 'ক্লোরোদের আসতে দাও, আর স্টুয়ার্ট, অন্য সবাইকে সাথে নিয়েও তোমরা তাকে রুখতে পারবে না।'

অপেক্ষা কর, অ্যারিস্টাইড, আর একটু সময়। এরপর কিছুটা হলেও প্রতিশোধ ওদের ফিরিয়ে দেয়া হবে।

দরজা খুলে গেল এবং একটি অবয়ব ভেতরে প্রবেশ করল। পুরোপুরি এক প্রস্থ কাটা ঘাসের সারির মতো আকারবিহীন। মহাকাশ পরিভ্রমণের পোশাকের মধ্যে খুব হাস্যকরভাবে অবস্থান করছিল।

একটু অদ্ভুত এবং অপ্রাকৃত কিন্তু খুব একটা খারাপ কণ্ঠস্বর নয় ওর। এটা বলতে শুরু করল, 'পৃথিবীর মানুষ, এখানে কিছু সংশয় আছে যেটা আমি এবং আমার সাথিরা–'

পোলরকেট অবশ্যম্ভাবী এটা খুব খারাপভাবে নিল। একটা গর্জনের সাথে সে আক্রমণ করে বসল। এটা ছিল নির্ভেজাল গতিশীল আক্রমণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্ধকার মাথা ছিল নিচু, স্থূলকায় অস্ত্রগুলো ওটার জড়পিণ্ডের মতো আঙুলগুলো থেকে ঝলসে উঠল, সে ক্রোধে নির্বাক হয়ে গেল। এ ঘটনায় বাধা দেবার আগেই স্টুয়ার্ট একটি খাটিয়ায় বেঁধে দ্রুত পাক খেয়ে পড়ে গেল। ক্লোরোটির সম্ভবত অকারণ খুব বেশি উদ্যম দেখায় না। এ অবস্থায় পোলরকেট একটু বিরতি নিতে পারত অথবা এক পাশে সরে অবস্থান নিতে পারত। কিন্তু সে তা করল না। খুব তাড়াতাড়ি একটি অস্ত্র উঠে এল ক্লোরোর হাতে এবং বিকিরণের একটি লাল রেখা এ পৃথিবীর মানুষটিকে আঘাত করল। পোলরকেট স্তম্ভিতের মতো পড়ে গেল। তার শরীর একটি বক্র অবস্থা নিল। এক পা উত্তোলিত এবং সে দ্রুত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে হোঁচট খেয়ে একপাশে পড়ে গেল এবং সেখানেই পড়ে রইল। চোখগুলো সজীব আর ক্রোধে বন্য।

ক্লোরোটি বলল, 'সে পুরোপুরি আহত হয়নি। এই সহিংসতা সে নিজেই নিয়ে এসেছে।' সে আবার বলা শুরু করল, 'পৃথিবীর মানুষ, এখানে কিছু সংশয় আছে যেটা আমি এবং আবার সাথিরা এই ঘরে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। এখন আপনাদের কি কিছু দরকার আছে যা দিয়ে আমরা আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারি। স্টুয়ার্ট রাগতভাবে তার হাঁটুর সেবা করতে করতে বলল, 'কোনো দরকার নেই, ধন্যবাদ।' দৃঢ়চিত্তে উইন্ডহ্যাম বললেন, 'এদিকে তাকাও। আমরা চাই আমাদের ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করা হোক।' ক্লোরোর ছোট্ট পতঙ্গের মতো মস্ত বৃদ্ধ, মোটা মানুষটির দিকে ঘুরে গেল। এটা কারো কাছেই খুব একটা সুখকর ছিল না। এটা ছিল অনেকটা মানুষের উচ্চতার। কিন্তু এর উপরে ছিল সরু ঘাড় এবং মাথা। এর সাথে ছিল হাতির শুঁড়ের মতো নাক। এটার ছিল সামনে ত্রিকোনাকার প্রবর্ধন এবং প্রতি দিকে দুটি ফোলা চোখ। সেখানে ক্লোরোদের কোনো মস্তিষ্ক ছিল না যেখানে সাধারণত মানুষের মস্তিষ্ক থাকে। ক্লোরোদের মস্তিষ্ক থাকে ওদের পেটে। ওদের স্পেসস্যুটগুলোও এভাবেই তৈরি, ফোলা ফোলা দুচোখের জায়গায় দুটি কাচের অর্ধবৃত্ত, এটার ভেতরে ক্লোরিনযুক্ত আবহাওয়া থাকায়, এটা পুরোপুরি সবুজ মনে হয়।

www.BanglaBook.org

একটি চোখ এবার উইন্ডহ্যামের দিকে ঘুরে গেল। এটা তার জন্য অস্বস্তিকর হলেও তিনি বলে উঠলেন, 'আমাদের কয়েদ করে রাখার কোনো অধিকার তোমাদের নেই, এছাড়া আমরা সামরিক বাহিনীর লোক নই।' ক্লোরোটির কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ কৃত্রিম শোনাচ্ছিল। এটা আসছিল ওর বুকে লাগানো ক্রোমিয়াম জালের মধ্য দিয়ে। কণ্ঠস্বরের বাক্সটি নিপুণতার সাথে নাড়াচাড়া করছিল ওর গা বেয়ে জড়িয়ে উঠেছে এমন আকর্ষিগুলোর মধ্যে একটি বা দুটি। এগুলো উদ্ভূত হয়েছিল ওটার শরীরের উপরের অংশ থেকে এবং পোশাক দিয়ে ঐ জায়গাটি ঢাকা ছিল।

কণ্ঠ বলে উঠল, 'তুমি কি প্রকৃতই এটা বলছ, পৃথিবীর মানুষ ? আমি নিশ্চিত তুমি যুদ্ধের ব্যাপারে শুনেছ এবং যুদ্ধের কয়েদিদের জন্য কী নিয়ম সে ব্যাপারে জান।' এটা দেখে মনে হয়, এটা চোখের অবস্থান পরিবর্তন করে মস্তিষ্ক থেকে আকস্মিক লম্ফ বা টানের মাধ্যমে। এটা প্রথম কোনো একটি দিয়ে অন্য বস্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, পরে অন্যগুলো দিয়ে। স্টুয়ার্ট এটা বুঝতে পারল যে এটার প্রতিটি চোখ ওর উদরস্থ মস্তিষ্ককে আলাদা আলাদা তথ্য দিচ্ছে। যার ফলে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য ওটাকে সবকিছু সম্মিলিত করতে হচ্ছে।

উইন্ডহ্যামের কিছুই বলার ছিল না। আসলে, কারোরই কিছু বলার ছিল না। ক্লোরোটিকে তার চারটি প্রধান হাত পা, মোটামুটিভাবে জোড়ায় জোড়ায় হাত এবং পা নিয়ে পোশাকের মধ্যে অনেকটা মানুষের মতো দেখায়। যদি তুমি এর বুকের উপরের অংশ না দেখ তবে বুঝতে পারবে না এটাকে কেমন দেখায়।

তারা দেখল এটা ঘুরল এবং চলে গেল।

পোর্টার কাশতে কাশতে বলল, 'ওহ্, ঈশ্বর, প্রচণ্ড ক্লোরিনের গন্ধ। যদি তারা কিছু না করে তবে আমরা সবাই ফুসফুস দূষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করব।' স্টুয়ার্ট বলে উঠল, চুপ কর। এখানে একটি মশা মারার জন্য প্রয়োজনীয় ক্লোরিনও বাতাসে নেই। আর যেটুকু আছে সেটুকুও দু'মিনিটের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, একটু ক্লোরিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার জন্য ভালোই। এটা তোমার ঠাণ্ডা ভাইরাসগুলো মেরে ফেলবে।'

উইন্ডহ্যামও কাশতে কাশতে বললেন, 'স্টুয়ার্ট, আমার মনে হয় তুমি তোমার ক্লোরো বন্ধুদের আমাদেরকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে কিছু বলতে পারতে। এখন তোমাকে অনেক দৃঢ় দেখাচ্ছে, ওদের অবস্থানের সময় তোমাকে তো দুর্বল দেখাচ্ছিল।'

'আপনি তো শুনেছেন, করনেল, যে ঐ অবয়বটি কী বলে গেল। আমার যুদ্ধবন্দি এবং কয়েদিদের মুক্তি এক্ষেত্রে সাধারণত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং, আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।'

লেব্ল্যাংক যে ক্লোরো'র আগমনের সময় ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল আবার জেগে উঠল এবং শৌচাগারে গেল। ওখানে বমনের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

একটি অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছিল যখন স্টুয়ার্ট ঐ শব্দ ভুলে থাকার জন্য অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করছিল। মুলেন একটি ছোট্ট বাক্স খুঁজছিল যেটা তার বালিশের নিচ থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

সে বলল, 'সম্ভবত জনাব লেব্ল্যাংকের বিশ্রাম নেবার আগে একটি কড়া সিডেটিভ নেয়া উচিত। আমার কয়েকটা আছে। তাকে একটি দিতে পারলে আমি খুব খুশি হব।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তার উদারতা ফাঁস হয়ে পড়ল।' এটা না নিলে তিনি হয়ত বাকি সময়টা আমাদের জাগিয়ে রাখবেন।'

স্টুয়ার্ট শুকনো কণ্ঠে বলল, 'খুবই যৌক্তিক। তুমি এখানে জনাব ল্যান্সলটকে কিছু দিতে পারো। আধ ডজন হলে খুব ভালো হয়।' পোলরকেট এখনো যেখানে হাত পা ছড়িয়ে কদর্যভাবে শুয়ে ছিল স্টুয়ার্ট সেখানে পৌঁছে গেল এবং জানু পেতে বসল। 'এখন কি একটু ভালো বোধ করছ?'

উইন্ডহ্যাম বললেন, 'অভুক্ত, ক্ষুধার্ত শয়তান এভাবে কথা বলে স্টুয়ার্ট।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভালো, তুমি যদি তার ব্যাপারে এতটাই চিন্তিত হতে তবে তুমি এবং পোর্টার তাকে খাটিয়ায় উঠিয়ে রাখলে না কেন ?'

সে তাদেরকে এরকম করতে সাহায্য করেছে। তখন, পোলরকেটের বাহু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ক্লোরোদের স্নায়ুঅস্ত্র সম্পর্কে স্টুয়ার্ট এটা থেকে জানতে পেরেছিল। আর মানুষটি অজস্র সুচ অনবরত ফোঁটার মতো তীব্র মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করবে।

স্টুয়ার্ট বলল, 'তার জন্য খুব একটা সহানুভূতি দেখাতে যেয়ো না। তার জন্যই আমরা মরতে বসেছিলাম। তো কিসের জন্য আমরা এটা করব ?'

এরপর সে পোলরকেটের জীবিত জড় দেহটিকে একটু ধাক্কা দিল এবং তার খাটিয়ার একপাশে বসল। সে বলল, 'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, পোলরকেট ?' পোলরকেটের চোখে ক্ষণিক আলো দেখা গিয়েছিল। সে নিষ্ফলভাবে একটি হাত উপরে তোলার চেষ্টা করল এবং ব্যর্থ হলো।

'ঠিক আছে, এখন শোনো। এরকম কিছু আর কখনো কোরো না। পরের বার আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। যদি তুমি একজন ক্লোরো হতে আর সে মানুষ হতো, তো এতক্ষণে আমরা সবাই মারা পড়তাম। সুতরাং একটি জিনিস তোমার মস্তিষ্কে ভালো মতো ঢুকাও। তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে আমরা দুঃখিত এবং এটা একটা লজ্জাজনক ঘটনা, কিন্তু এটা ছিল তার নিজের ভুল।'

পোলরকেট ওঠার চেষ্টা করল কিন্তু স্টুয়ার্ট তাকে পেছনে ফেলে দিল।

'না, তুমি শুনতে থাক,' সে বলল, 'সম্ভবত এটাই একমাত্র সময় যখন আমি যা বলব সেটা তোমাকে শুনতে হবে। তোমার ভাইয়ের এই যাত্রীদের কক্ষ ত্যাগ করার কোনো অধিকারই ছিল না। তার যাবার জন্য কোনো জায়গাও ছিল না। সে আমাদের নিজেদের লোক হিসেবেই ছিল। আমরা এটা এখনো নিশ্চিত নই যে কোনো ক্লোরো অস্ত্র তাকে হত্যা করেছে। এটা আমাদের মধ্যকার কারো থেকে হতে পারে।'

'ওহ, আমি বলি, স্টুয়ার্ট,' উইন্ডহ্যাম বললেন।

www.BanglaBook.org

স্টুয়ার্ট তার দিকে ঘুরল। 'আপনি কি এটা প্রমাণ করতে পারেন যে এরকম কিছু ঘটেনি ? আপনি কি পুরোটা দেখেছেন ? আপনি কি বলতে পারেন মৃতদেহ থেকে কী নির্গত হচ্ছিল– পৃথিবীর শক্তি নাকি ক্লোরোদের শক্তি ?'

পোলরকেট খেকী কুকুরের অস্পষ্ট গর্জনের মতো বলে উঠল, 'সবুজ বেজন্মার দল।'

'আমি ?' স্টুয়ার্ট বলল, 'আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝি পোলরকেট। তোমার মনে হচ্ছে, যখন তোমার পক্ষাঘাত সেরে যাবে তখন তুমি অনায়াসে আমাকে রুদ্ধ করবে। ভালো, তবে তুমি যদি তা কর তাহলে তা সম্ভবত সবার জন্য একই কথা হবে।'

সে উঠল, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। এই সময়ে সে সবার জন্যই যুদ্ধ করছিল। 'আমি যেভাবে জানি তোমরা কেউই ক্লোরোদের সেভাবে জান না। শারীরিক যে পার্থক্য তোমরা দেখছ সেটা আসলে অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রধান পার্থক্য মানসিক প্রকৃতিতে। যৌনতার প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা তারা বোঝে না। তাদের জন্য এটা শ্বাস গ্রহণ করার মতোই একটি জৈবিক চাহিদা। তারা এটার উপরে কোনো গুরুত্বই দেয় না। কিন্তু তারা সামাজিক দলগুলোকে গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি, তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে আমাদের কীটপ্রজাতির অনেক মিল ছিল। তারা ধারণা করে এসেছে যে, পৃথিবীর মানুষদেরকে তারা সব সময় একটি সামাজিক দল হিসেবে দেখবে।

'তার মানে এটাই তাদের কাছে সবকিছু। একটা ঠিক কী বোঝায় তা কিছুটা অবোধ্য। কোনো পৃথিবীর মানুষই বুঝবে না। কিন্তু এর ফলে বোঝা যাচ্ছে যে তারা কখনই দল ভাঙে না, যেমন আমরা কখনই একটি শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে আলাদা করতে পারি না। এর একটি কারণ হচ্ছে তারা আমাদের ছোট মনে করছে এবং তারা মনে করছে যে আমাদের একজনকে মেরে ফেলার কারণে আমরা ভেঙে পড়েছি। একারণে তারা নিজেদের দোষী মনে করছে।

www.BanglaBook.org

এবং এটাই সবাইকে মনে রাখতে হবে। আমাদেরকে কিছুটা সময়ের জন্য একতাবদ্ধ থাকতে হবে।

'আমার এই ব্যাপারটি ভালো লাগছে না। আমি সহযোগিতার জন্য আপনাদের কাউকেই চাইনি, আমাকে মনে হয় আপনারা কেউই চাইবেন না। কিন্তু ক্লোরোরা কখনো বুঝতে পারবে না যে শুধুমাত্র দুর্ঘটনাবশত আমরা একত্রে থাকতে বাধ্য হয়েছি।

'তার মানে, কোনোভাবে এখন আমাদের একত্রে থাকতে হবে। এর মানে শুধু কথায় কথায় রাজি হলেই চলবে না। তুমি কি ভাব যদি ক্লোরোরা এসে পড়ত আর আমাকে এবং পোলরকেটকে মারামারি করতে দেখত, তবে কী ঘটত আমরা কেউ তা জানি না। তুমি কি ভাব, যদি একজন মা তার সন্তানদের একে অপরকে হত্যা করতে চাইছে এমন অবস্থায় দেখত ?

'তখনই শেষ। তারা আমাদের সবাইকে দানব ভেবে একে একে হত্যা করত, বুঝেছ ? পোলরকেট তুমি বুঝেছ ? আসলেই তুমি বুঝেছ ? গালাগালি করতে হয় কর কিন্তু একে অপরের গায়ে হাত তুলো না। এমন তোমরা যদি কিছু মনে না কর আমি ক্লোরোদের দেয়া কৃত্রিম হাতগুলো পুনঃসংযোজন করব।'

ক্লড লেব্ল্যাংকের জন্য এর চেয়ে খারাপ কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। সে খুবই অসুস্থ, অনেক ব্যাপারেই সে অসুস্থ। কিন্তু পৃথিবী ছাড়ার জন্যই সে সবচেয়ে অসুস্থ। পৃথিবীর কলেজে যাওয়া ছিল দারুণ একটি ব্যাপার। তা ছিল রোমাঞ্চকর। এবং এটা তার মার কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কলেজের এক মাসের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর এ মুক্তি তার কাছে ভালোই লেগেছিল।

এবং গরমের ছুটিতে সে অন্য ক্লডে পরিণত হয়েছিল। সেই লাজুক ভালো ছাত্রটি একজন নভোচারী, সে এজন্য বেড়াই গর্বিত হয়েছিল। সে এক এমন মানুষে পরিণত হয়েছিল যে তারায় তারায় ঘুরে বেড়াবে, অন্য পৃথিবীর রীতি এবং পরিবেশে ঘুরে ঘুরে কাটাবে। মার্গারেটের সাথে থাকার সাহস সে সেখান থেকেই পেয়েছিল। তার বিপদগুলোর মধ্য দিয়ে সে ভালোবেসেছিল তাকে।

www.BanglaBook.org

যদিও এটা তার প্রথম ছিল এবং এতে সে একেবারেই ভালো করেনি। সে এটা জানে এবং এজন্য সে লজ্জিত। বারবারই সে ভাবে যে কেন সে স্টুয়ার্টের মতো হবে না।

খাবার সময়ের অজুহাতে সে জনাব স্টুয়ার্টের সাথে কথা বলেছিল।

স্টুয়ার্ট তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি কেমন বোধ করছ ?'

লেব্ল্যাংক লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। সে খুব সহজেই লজ্জিত হতো। এটা সে যতই ঢাকার চেষ্টা করত ততই তার অবস্থা খারাপ হতো। সে বলল, 'অনেকটা ভালো, ধন্যবাদ। আমরা এখন খাচ্ছি। আমি ভেবেছি তোমাকে তোমার রেশন এনে দেব কি না।'

স্টুয়ার্ট ক্যানটি নিল। এটাই আদর্শ মহাকাশে ব্যবহৃত খাদ্য। সম্পূর্ণ কৃত্রিম, ঘন, পুষ্টিকর এবং অতৃপ্তিকর। খোলার সাথে সাথে তা আপনা আপনি গরম হয়ে যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা অবস্থায়ও খাওয়া যায়। কাটাচামচের সাহায্যে এটা খুলতে হয়। রেশনের একটি কাঠিন্য আছে যে জন্য আঙুল কখনো ময়লা হয় না।

স্টুয়ার্ট বলল, 'তুমি আমার কথাটি শুনেছ ?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি আপনাকে জানাতে চাই এ ব্যাপারে আমি আপনার সাথে আছি।'

'হ্যাঁ ভালো, এখন খেতে যাও।'

'আমি কি এখানে খেতে পারি ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

পরের কয়েক মুহূর্ত তারা নিঃশব্দে খেতে লাগল। তারপর লেব্ল্যাংক হঠাৎ বলে উঠল,' তুমি কি তোমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, জনাব স্টুয়ার্ট ? এরকম হলে তা খুবই আশ্চর্যজনক।'

'নিশ্চিত, আমার ব্যাপারে ? ধন্যবাদ অন্তত তুমি তো নিশ্চিত।'

লেব্ল্যাংক নির্দেশনা অনুসরণ করল এবং আশ্চর্য হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'জনাব মুলেন, সেই ছোট্ট মানুষটি। আরে না !'

'তুমি কি ভাব না সে নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত ?'

লেব্ল্যাংক মাথা ঝাঁকাল। সে হঠাৎ করে স্টুয়ার্টের দিকে তাকাল, যদি সে তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি দেখতে পায়। 'সে ছিল সম্পূর্ণ

www.BanglaBook.org

ঠাণ্ডা ; তার মধ্যে কোনো অনুভূতিই দেখা যাচ্ছিল না ; সে ছিল একটি ছোট্ট যন্ত্রের মতো ; কিন্তু এ ব্যাপারটি আমার কাছে বিরক্তিকর ; তুমি আলাদা, জনাব স্টুয়ার্ট ; তোমার ভেতরে সবই আছে এবং তুমি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পার। এরকম হতে পারলে ভালো লাগত।'

কথা শুনে অনেকটা আকৃষ্ট হয়ে মুলেন সেখানে হাজির হলো, যদিও সে জানত না তার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। তার রেশনের ক্যানটা সে ছুঁয়েও দেখেনি। ক্যান থেকে তখনো ধোঁয়া উড়ছিল যখন সে তাদের বিপরীতে বসল। সে খসখসে স্বরে বলল, 'আর কতক্ষণ ? জনাব স্টুয়ার্ট এ যাত্রা আর কতক্ষণ লাগবে।'

'বলতে পারছি না মুলেন। তারা নিঃসন্দেহে প্রচলিত পথ ব্যবহার করবে না। তারা অনেক বেশি হাইপারস্পেস লাফ দেবে। আমি এতটুকুও আশ্চর্য হব না যদি এক সপ্তাহ লাগে। কিন্তু তুমি এটা জিজ্ঞেস করলে কেন ? আমার মনে হয় এর পেছনে অবশ্যই বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

'কেন ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' সে অনেকটা ব্যঙ্গ করে বলল, 'এটাই ভালো হয় যদি রেশন আরো কমানো হয়।'

'এক মাসের জন্য আমাদের যথেষ্ট খাবার ও পানীয় আছে। আমি প্রথমেই এটা পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'ও তাই ! সেক্ষেত্রে আমি আমার ক্যানটা শেষ করতে পারি।' এবং সে যত্নের সাথে রুমাল এবং চামচ ব্যবহার করে চুমুকে চুমুকে ক্যানটি শেষ করল।

দুই ঘণ্টা পরে পোলরকেট কোনো রকমভাবে উঠে দাঁড়াল, মনে হচ্ছিল তার পক্ষাঘাতের রেশ এখনো কাটেনি, সে স্টুয়ার্টের কাছে আসার চেষ্টা না করে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'তুমি, গন্ধযুক্ত সবুজদের গুপ্তচর, সাবধানে থেকো।'

'একটু আগে আমি কী বলেছি শুনেছ পোলরকেট ?'

'শুনেছি। কিন্তু আমি এও শুনেছি অ্যারিস্টাইডের নামে তুমি কী বলেছ। আমি তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাই না। কারণ তুমি ঝোলাভরতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাতাসের মতো ; কিন্তু একদিন বাতাস ভরাতে ভরাতে তুমি ফেটে যাবে।'

'আমি অপেক্ষা করব' স্টুয়ার্ট বলল ;

উইন্ডহ্যাম তার লাঠিতে ভর দিয়ে বললেন, 'এখন, এখন। আমরা সবাই পৃথিবীর মানুষ। মনে রেখো এটাকে তোমরা অনুপ্রেরণা হিসেবে নাও। ক্লোরোদের সামনে কখনো হাল ছেড়ে দিয়ো না। আমাদের এখন জাতিভেদ ভুলে যেতে হবে। ভিন গ্রহবাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা পৃথিবীবাসী।'

স্টুয়ার্টের মতামত অপ্রকাশিত থেকে গেল।

উইন্ডহ্যামের ঠিক পেছনেই ছিল পোর্টার। সে টাক মাথা করনেলের সাথে এক ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছিল। সে বলে উঠল, 'এত চালাকি করে বসে থাকার কোনো দরকার নেই স্টুয়ার্ট। তুমি করনেলের কথা শুনেছ। আমরা এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছি।'

সে মুখ মুছে চুলগুলো পেছনে সরিয়ে ফেলল। তার ডান গালের টোলের জন্য তাকে সুন্দর লাগল।

'ঠিক আছে করনেল, আপনি কী ভাবছেন ?' বলল স্টুয়ার্ট।

উইন্ডহ্যাম বললেন, 'আমার মনে হয় সবাইকে এক করা দরকার।'

'ঠিক আছে, সবাইকে ডাকুন।'

লেব্ল্যাংক তাড়াতাড়ি চলে গেল। আগ্রহের সঙ্গে মুলেন হাজির হলো।

স্টুয়ার্ট বলল, 'আপনি একেই চান।' সে পোলরকেটের দিকে মাথা ঝাঁকাল।

'কেন ? হ্যাঁ, জনাব পোলরকেট আমরা কি আপনাকে পাব ?

'আহ্, আমাকে একা থাকতে দাও।'

'ঠিক আছে, তাকে একা থাকতে দাও, আমি তাকে চাই না।' বলল স্টুয়ার্ট।

'না না,' উইন্ডহ্যাম বলল, 'এটা সকল পৃথিবীবাসীর ব্যাপার।'

'পোলরকেট তোমাকে অবশ্যই আমাদের দরকার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোলরকেট তার খাটিয়ার এক অংশ গুটিয়ে বলল, 'আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি।'

উইন্ডহ্যাম স্টুয়ার্টকে বললেন, 'ক্লোরোরা কি এ ঘরেও আড়ি পেতেছে ?'

স্টুয়ার্ট বলল, 'না, কেন তারা তা করবে ?'

'তুমি কি নিশ্চিত ?'

'অবশ্যই আমি নিশ্চিত। পোলরকেট যখন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন তারা বোঝেনি। জাহাজটি যখন নড়েছে তখনই তারা বুঝতে পারল।'

'হয়ত তারা বুঝাতে চাচ্ছে আমাদের রুমে আড়ি পাতা নেই।'

'শোনো কর্নেল, আমি কোনো ক্লোরোকে কখনো পরিকল্পিত মিথ্যে বলতে শুনিনি।'

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে পোলরকেট শান্ত স্বরে বলল, 'মনে হচ্ছে এ কথার বাক্সটা ক্লোরোদের ভালোবাসে।'

উইন্ডহ্যাম তাড়াতাড়ি বলল, 'ওসব আবার শুরু কোরো না। দেখ স্টুয়ার্ট, পোর্টার আর আমি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি। এবং আমরা ঠিক করেছি, পৃথিবীতে ফেরত যাবার জন্য একটি উপায় আমাদের করতে হবে।'

'উপায় ভাবতে পারছি না। মনে হচ্ছে এটা ভুল। আমি অন্য কোনো উপায় ভাবতে পারছি না।'

'কোনো না কোনো ভাবে আমরা সুবজদের কাছ থেকে জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারব।' উইন্ডহ্যাম বললেন। 'তাদের অবশ্যই কোনো দুর্বলতা আছে। আমাদের তা ব্যবহার করতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই জান আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি।'

'বলুন কারনেল, আপনি কি পৃথিবীর কথা ভাবছেন নাকি নিজের কথা ভাবছেন।'

তিনি ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'আমি নিজের জীবনের কথাও ভাবছি এবং পৃথিবীর কথাও ভাবছি। আমার মনে হয় সবাই তাই ভাবছে।'

পোর্টার সাথে সাথে বলল, 'অবশ্যই তাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেব্ল্যাংক উৎসাহী হলো আর পোলরকেট ক্রুদ্ধ। মুলেনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো না

স্টুয়ার্ট বলল, 'অবশ্যই আমরা জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নেব। তারা সশস্ত্র, আমরা নই। কিন্তু তোমরা জান, কেন ক্লোরোরা জাহাজটির দখল অক্ষত অবস্থায় নিয়েছে। এর কারণ জাহাজটি তাদের দরকার। তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে ভালো রসায়নবিদ কিন্তু মহাকাশ বিজ্ঞানে তারা পিছিয়ে। আমাদের বড়, ভালো এবং অনেক জাহাজ আছে। যদি সামরিক শিক্ষা আমাদের নাবিকদের থাকত তবে প্রথমেই তারা জাহাজ উড়িয়ে দিত, যখনই মনে হচ্ছিল ক্লোরোরা দখল করে নেবে।'

লেব্ল্যাংক আঁতকে উঠল, 'তাহলে সবাই মারা যেত।'

'কেন নয় ? কর্নেল একটু আগে বলেছেন, পৃথিবীর পরে আমরা আমাদের জীবনেক গুরুত্ব দেই। বেঁচে থেকেই বা আমরা কী করতে পারছি ? কিছুই না। ক্লোরোদের হাতে এই জাহাজ পড়লে কী ক্ষতি হবে ? হয়ত বিশাল কিছু হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কেন ?' মুলেন জিজ্ঞেস করল। 'আমাদের লোকেরা জাহাজটি উড়িয়ে দিতে অস্বীকার করছিল। তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল।

'হ্যাঁ, ছিল, এটা পৃথিবীর সামরিক বাহিনীর কঠোর নীতি, নিজের ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয় এমন কাজ তারা কখনোই করবে না। আমরা নিজেদের উড়িয়ে দিলে বিশ জন ভীত মানুষ এবং ৭ জন বেসামরিক লোক মারা যেত। কিন্তু শত্রুপক্ষের কোনো ক্ষতি হতো না। তাই যা ঘটেছে তা হলো আমরা তাদের দখল নিতে দিয়েছি এবং আড়াই জনকে হত্যা করেছি। আমি নিশ্চিত আমরা অন্তত এই পরিমাণ হত্যা করতে পেরেছি।'

'কথা, কথা, কথা।' ঘাড় নাড়াল পোলরকেট।

স্টুয়ার্ট বলল, 'এটার একটি গূঢ় রহস্য আছে। আমরা জাহাজটি ক্লোরোদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম না। আমরা তাদের বেশিক্ষণ ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলাম। ততক্ষণে আমাদের প্রত্যেকে ইঞ্জিনটি বিকল করার জন্য যথেষ্ট সময় পাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী ?' পোর্টার চিৎকার করে উঠল এবং উইন্ডহ্যাম তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন।

স্টুয়ার্ট আবার বলল, 'ইঞ্জিন বিকল করার এর ফলে জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আমরা তাই চেয়েছিলাম। তাই না।'

লেব্ল্যাংকের ঠোঁট সাদা হয়ে গেল, 'আমার মনে হয় না এভাবে কোনো কাজ হবে।'

'চেষ্টা না করলে আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারব না। চেষ্টা করতে দোষ কী ?'

'আমাদের জীবন।' চিৎকার করে উঠল পোর্টার। 'তুমি একজন অবিবেচক, পাগল, বোধবুদ্ধিহীন। স্টুয়ার্ট বলল, 'আমি যদি পাগল হই তাহলে আমি অবশ্যই অবিবেচক হব। কিন্তু এটা শুধু মনে রেখ যদি আমরা আমাদের জীবন হারাই যা অবশ্যম্ভাবী, তবে পৃথিবীর মূল্যে তা কিছুই নয়। তাছাড়া আমরা যদি জাহাজটি ধ্বংস করে দেই তবে এটা হবে পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক। কোনো দেশপ্রেমিকই এতে দ্বিধা করবে না। পৃথিবীর আগে নিজের জীবনকে কেউই মূল্য দেবে না।' সে নিঃশব্দে চারদিকে তাকাল। 'অবশ্যই আপনি এরকম করবেন না করনেল উইন্ডহ্যাম।'

উইন্ডহ্যাম কাশতে কাশতে বললেন, 'আমার প্রিয় মানুষেরা, এটা প্রশ্ন নয়। অবশ্যই পৃথিবীর এই জাহাজকে বাঁচানোর কোনো উপায় আছে আমাদের উপায় ছাড়াই।'

'ঠিক আছে, আপনিই তাহলে উপায় বলুন ?'

'আমাদের সবাইকে ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে হবে। মাত্র দুজন ক্লোরো জাহাজে আছে। যদি আমাদের মধ্যে কেউ চুপচাপ তাদের অনুসরণ করে এবং–'

'কীভাবে ? জাহাজের বাকি অংশ ক্লোরিন গ্যাসে ভরতি। আমাদের স্পেসস্যুট পরতে হবে। মাধ্যাকর্ষণ তাদের অংশে ক্লোরো পরিমাপে উত্তীর্ণ। যেই সেখানে যাবে সে ধীর এবং ভারি হয়ে যাবে। সে কখনই তাদের উপর নজরদারি করতে পারবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে এভাবে হবে না।' পোর্টার বলল, 'শুনুন উইন্ডহ্যাম, জাহাজে কোনো ধ্বংসলীলা হবে না। আমার জীবন আমার কাছে অনেক দামি। আমাদের মধ্যে কেউ এরকম করলে আমি অবশ্যই ক্লোরোদের ডাকব।'

স্টুয়ার্ট বলল, 'ভালো, এই আমাদের প্রথম নায়ক।'

লেব্ল্যাংক বলল, 'আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই–

মুলেন বাধা দিয়ে বলল, 'আমি মনে করি জাহাজটি ধ্বংস করার সম্ভাবনা আমাদের খুবই ভালো যদি না–'

'দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নায়ক। তোমার কী অবস্থা পোলরকেট, তোমার কি দুটো ক্লোরোকে হত্যা করার সম্ভাবনা আছে ?'

'আমি তাদের খালি হাতে হত্যা করতে চাই।' দুহাত ঘষতে ঘষতে বলল পোলরকেট। 'তাদের গ্রহে আমি আরো এক ডজন হত্যা করব।' 'এখানকার জন্য এটা খুব ভালো এবং নিরাপদ শপথ। আপনি কী চান কারনেল ? আপনি কি আমার সাথে সম্মানজনক মৃত্যুকে চান না ?'

'তোমার ব্যবহার খুবই অবিশ্বাসী এবং শালীনতা বিবর্জিত স্টুয়ার্ট। এটা পরিষ্কার যে অন্য সবাই যদি অমত পোষণ করে তবে তোমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।'

'যদি আমি এটা নিজে করি, আহ।'

'তুমি এটা করতে পারবে না, তুমি কি আমার কথা শুনেছ ?' পোর্টার হটাৎ বলে উঠলো।

' অবশ্যই ঠিক ,আমি করব না।' স্টুমার্ট একমত পোষণ করলো। ' আমি নায়ক হতে চাই না।আমি সাধারণ একজন দেশপ্রেমিক হতে চাই। যদি আমাকে কেউ নেয় তবে আমি যেকোনো গ্রহে যেতে পারি। এবং যুদ্ধ থেকে ছিটকে পড়তে পারি।'

মুলেন চিন্তা করে বলল, 'অবশ্যই, এখানে একটি উপায় আছে যাতে ক্লোরোদের অবাক করে দেয়া যায়।' পোলরকেট ছাড়া আর সবাই কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল। সে তার কালো নখ আর খাটো আঙুল দিয়ে নির্দেশ করছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে বলল, 'জনাব পুস্তকরক্ষক ! জনাব পুস্তকরক্ষক ও একজন ঐ সবুজদের গুপ্তচর, স্টুয়ার্টের মতো ফাঁকা বুলি আওড়ানো ব্যক্তি। ঠিক আছে, জনাব পুস্তকরক্ষক। এগিয়ে যান। বড় বড় কথাও বলতে থাকুন। আপনার কথাগুলো শূন্য ব্যারেলের মতো চালিয়ে দিন।'

সে স্টুয়ার্টের দিকে তাকাল পোলরকেট এবং কর্কশভাবে বলল, 'শূন্য ব্যারেল ! পঙ্গু হাত আর শূন্য ব্যারেল। শুধু কথা ছাড়া কোনো কাজ নেই।'

পোলরকেটের কথা শেষ হবার আগ পর্যন্ত কেউই মুলেনের নিচু কণ্ঠস্বরে কর্ণপাত করল না। কিন্তু এরপর সে সরাসরি স্টুয়ার্টের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমরা সম্ভবত বাইরে থেকেও তাদের কাছে পৌঁছতে পারি। এই কক্ষটি হচ্ছে একটি সি-সুট, আমি নিশ্চিত।'

লেব্ল্যাংক জিজ্ঞাসা করল, 'সি-সুট কী ?'

'ভালো'– মুলেন বলতে শুরু করল এবং হঠাৎ থেমে গেল। স্টুয়ার্ট তামাশা করে বলল, 'এটা একটা পরিবর্তিত শব্দ, এটার সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে– ক্যাজুয়ালটি সুইট।'

'এটা আসলে বলার মতো কিছু না। কিন্তু এগুলো যে কোনো জাহাজের প্রধান কক্ষে থাকে। এগুলো হচ্ছে ছোট আবদ্ধ ঘর। অনেকটা জাহাজের মধ্যে কবর দেয়া।' অনেক আবেগ নিয়ে ক্যাপ্টেনসহ অন্য সবার সামনে কথা বলাটা পোলরকেট পছন্দ করছিল না। লেব্ল্যাংকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এগুলো কি জাহাজ থেকে বের হবার জন্য ব্যবহার করা হয় ?'

'কেন নয় ? কোনো সন্দেহ ? চালিয়ে যাও মুলেন।' ছোট মানুষটি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। যে বলতে লাগল, 'কেউ বাইরে থেকে বায়ুনলের মাধ্যমে জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে– ভাগ্য সাথে থাকলে এটা করা যেতে পারে।'

স্টুয়ার্ট কৌতূহল ভরে তার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তুমি কীভাবে এটা বের করলে আর কীভাবে তুমি বায়ুনল সম্পর্কে জান ?' মুলেন কেশে উঠল। 'তুমি এটা বলছ কারণ আমি কাগজের ব্যবসায় ছিলাম, তাই নয় কি ? ভালো–' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবেগহীন কণ্ঠে বলতে শুরু করল– 'আমার প্রতিষ্ঠান সুন্দর কাগজের বাক্স এবং কন্টেইনার তৈরি করে। আমরা স্পেসশিপের জন্য কয়েক বছর আগে চকলেটের বাক্স তৈরি করেছিলাম। এটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল– যাতে একটি সুতা টানলে কন্টিনারটি ছিদ্র হবে এবং সংকুচিত বাষ্প বায়ুনলের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে। এবং কক্ষটিতে বাক্সটি বের হয়ে আসে। এর ফলে চকলেটগুলো জড়িয়ে যায়। এটা বিক্রি হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ ছিল শিশুরা খেলনা জাহাজটি নিয়ে খেলতে পারত এবং চকলেটও পেত। এটা নিয়ে তারা কাড়াকাড়িও করতে পারে।

'কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়েছিল। এতে জাহাজটি ভেঙে যেত এবং মাঝে মধ্যে ছিটকে গিয়ে অন্য বাচ্চাদের চোখে আঘাত করত। ঠিক এই কারণেই বাচ্চারা শুধুমাত্র চকলেটের জন্য এটা কিনত না। এটা পুরোপুরি আমাদের ব্যর্থতা। আমরা হাজার হাজার ক্রেতা হারিয়েছিলাম। এত কিছুর পরও যখন বাক্সগুলো তৈরি করা হচ্ছিল তখন পুরো প্রতিষ্ঠান এর উপরে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এটা শুধু একটা খেলা ছিল। কিন্তু আমাদের যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির ব্যাপারে খুবই খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। ঐ অল্প সময়েই আমরা বায়ুনলের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলাম। জাহাজ তৈরির ব্যাপারে আমি কিছু বই পড়েছিলাম। শুধু আমার নিজের জন্য।'

স্টুয়ার্ট কিছুটা ঘুরিয়ে কথা বলা শুরু করল। 'সে বলল, 'এটা অনেকটা চলচ্চিত্রের মতো পরিকল্পনা। কিন্তু এটা কাজ করতে পারে যদি আমরা একজন নায়ককে হারাতে পারি। আমরা কি পারব ?'

পোর্টার কিছুটা ঘৃণার সাথে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করতে চাও ? তুমি তোমার সস্তা পাগলামি দিয়ে আমাদের নিয়ে উপহাস করছ। তোমাকে তো আমি কোনো কাজ করতে দেখি না।'

'এর কারণ হচ্ছে, আমি নায়ক নই, পোর্টার। আমি মানি, আমার লক্ষ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং বায়ুনলগুলোর কাছে গেলে কোনোভাবেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তোমরা বাকিরা তো মহৎ দেশপ্রেমিক। করনেলও এরকমই বলেছিলেন। আপনি কী করবেন করনেল ? আপনি এখানকার সবচেয়ে বয়স্ক নায়ক।'

www.BanglaBook.org

উইন্ডহ্যাম বলে উঠলেন, 'যদি আমি তরুণ হতাম তবে আমি অবশ্যই এটা করে দেখাতাম এবং যদি তোমার হাত থাকত তবে আমিও মজা নিতাম। খুব শান্তভাবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিতাম।'

'এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন আমার কিছু করারও নেই।'

'তোমরা খুব ভালো করেই জান যে আমার জীবনের সেই সময় যখন আমার পা ছিল–' সে তার হাত হাঁটুর উপরে বুলোচ্ছিল– 'যাই হোক আমি এখন কোনো ধরনের কাজ করার মতো অবস্থায় নেই, অন্ততপক্ষে যতটা আমার করা উচিত।'

'আহ্, হ্যাঁ' স্টুয়ার্ট বলল, 'এবং আমি আমার পঙ্গু হাত নিয়ে পুরোপুরি অক্ষম, অন্ততপক্ষে পোলরকেট যেমন বলে। এসব আমাদের বাঁচিয়েছিল। কিন্তু বাকিদের কী কী দুর্ভাগ্যজনক সমস্যা আছে?'

'শোনো,' পোর্টার কেঁদে উঠল, 'আমি এই সব ব্যাপারে জানতে চাই। কীভাবে একজন বায়ুনলে প্রবেশ করতে পারে। যদি আমাদের কেউ ভেতরে প্রবেশ করে তাহলে কীভাবে ক্লোরোরা তাকে ব্যবহার করবে?'

'কেন, পোর্টার, এটা অনেকটা খেলায় জেতার সম্ভাবনার মতো। এখানেই প্রকৃত উত্তেজনা পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু সে খোলসের মধ্যে চিংড়ির মতো সেদ্ধ হয়ে যেতে পারে।'

'মোটামুটি ভালো কিন্তু ভুল চিন্তা। বাষ্প খুব বেশি সময় ধরে থাকবে না। হয়ত এক বা দুই সেকেন্ড হতে পারে। এতটুকু সময় টিকে থাকা সম্ভব। কিন্তু বাষ্প প্রতি মিনিটে একশো মাইল বেগে বের হয়ে আসবে। এর ফলে বাষ্প তোমাকে উত্তপ্ত করার আগেই তুমি জাহাজ থেকে উড়ে যাবে। বস্তুত, তুমি এরপর জাহাজ থেকে কয়েক মাইল দূরে অবতরণ করবে এবং তুমি তখন ক্লোরোদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। অবশ্যই তুমি আর জাহাজে ফিরে আসতে পারবে না।'

পোর্টার অনবরত ঘামছিল, 'স্টুয়ার্ট, তুমি কি এক মিনিটের জন্য আমাকে ভয় দেখানো বন্ধ করবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি বন্ধ করব না। তাহলে কি তুমি যাবে ? তুমি কি চিন্তা করেছ মহাকাশে তোমাকে কী ধরনের অসহায় অবস্থায় পড়তে হবে ?

'তুমি একা, সত্যিকার অর্থেই সম্পূর্ণ একা। স্টিম জেট সম্ভবত খুব তাড়াতাড়িই তোমাকে ছেড়ে যাবে। তুমি সেটা অনুভব করবে না। তোমার নিজেকে গতিহীন মনে হবে। কিন্তু সমস্ত তারাগুলো তোমার আশপাশে ঘুরতে থাকবে যাতে আকাশে তারাগুলোকে ডোরাকাটা দাগের মতো মনে হবে। তারা কখনো থামবে না। কখনো শ্লথ হবে না। এরপর তোমার হিটার/উত্তাপক চলে যাবে অথবা অক্সিজেন শেষ হবে। এবং তুমি খুব ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করবে। তখন তুমি চিন্তা করার অনেক সময় পাবে। অথবা তোমার তাড়া থাকলে তুমি পোশাক খুলে ফেলতে পার। কিন্তু এটা খুব একটা সুখকর হবে না। আমি এরকম কিছু নভোচারী দেখেছি যাদের পোশাক দুর্ঘটনাবশত ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং এটা ছিল ভয়ংকর। কিন্তু তোমার মৃত্যু অনেক তাড়াতাড়ি হবে। তারপর–'

পোর্টার ঘুরল এবং চলে গেল।

স্টুয়ার্ট হালকা স্বরে বলল, 'আরেকটি ব্যর্থতা, এখানে নায়ক হবার জন্য অনেক সুযোগ আছে, কিন্তু কেউই সেটা নিতে চাইছে না।'

পোলরকেট বলতে শুরু করল এবং তার কর্কশ স্বর কথাগুলোকে আরো রুক্ষ করে তুলেছিল, 'তুমি কথাই বলতে থাক। প্রধান বক্তা। আর তুমি তোমার শূন্য পিপা বাজাতে থাক। খুব তাড়াতাড়ি আমি তোমার দাঁত ফেলে দেব। এখানে একজন আছে যে এটা করতে রাজি হবে, কী, জনাব পোর্টার ?'

পোর্টারের ভঙ্গি দেখেই স্টুয়ার্ট সবটা বুঝে ফেলেছিল, কিন্তু সে কিছুই বলল না।

স্টুয়ার্ট বলল, 'তোমার কী অবস্থা, পোলরকেট ? তুমিই সেই ব্যক্তি যার সাহস আছে। সাহায্যের জন্য তুমি কি আমাকে চাও ?'

'যখন দরকার হবে তখন আমি বলব।'

'তুমি কী করবে, লেব্ল্যাংক ?'

তরুণ লেব্ল্যাংক কিছুটা পিছিয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি কি মার্গারেটের কাছেও ফিরে যেতে চাও না ?'

কিন্তু লেব্র্যাংক শুধু করমর্দন করল।

'মুলেন ?'

'হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব।'

'তুমি কী করবে ?'

'আমি বলছি, আমি চেষ্টা করব। আর এটা আমারই পরিকল্পনা।'

স্টুয়ার্ট নির্বাক হয়ে গেল। 'তুমি সত্যিই করবে ? কীভাবে ?'

মুলেন একটু মুখ কুঁচকে বলল, 'কারণ অন্য কেউই করবে না।'

'কিন্তু এটা করার জন্য তোমার কোনো কারণ নেই।'

মুলেন শ্রাগ করল।

স্টুয়ার্টের পেছনে হঠাৎ একটি ক্যান পড়ে গেল। উইন্ডহ্যাম পেছনে তাকাল।

সে বলল, 'তুমি কি সত্যিই যেতে চাও, মুলেন ?'

'হ্যাঁ, করনেল।'

'আমাকে তোমার সাথে করমর্দন করতে দাও। আমি তোমাকে পছন্দ করি। তুমি সত্যিই একজন– একজন পৃথিবীর মানুষ। এটা কর এবং জেত, আমি তোমার ব্যাপারে দেখব।'

মুলের অপ্রস্তুতভাবে তার হাত অন্যদের কাছ থেকে সরিয়ে নিল।

এবং স্টুয়ার্ট সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। বস্তুত সে পুরোপুরি অদ্ভুত অবস্থায় ছিল, এরকম অবস্থায় সে আর কখনই ছিল না।

তার কিছুই ছিল না।

সবার চিন্তার ধারা হঠাৎ বদলে গেল। হতাশা এবং বিষণ্ণতা কিছুটা হলেও বেড়ে গেল। অন্য ধরনের উত্তেজনা সবার মধ্যে ভর করল।

এমনকি পোলরকেটও স্পেসস্যুট ধরে হালকা নাড়াচাড়া করতে লাগল আর খুব সংক্ষিপ্ত এবং কর্কশভাবে কিছু বলতে লাগল। যেগুলো সে পছন্দ করে।

মুলেনের প্রচুর সমস্যা হচ্ছিল। স্যুটটি ছিল খুবই নমনীয়, এমনকি পরিবর্তনশীল জোড়াগুলোকে ন্যূনতম শক্ত করে বাঁধা হচ্ছিল। সে শুধুমাত্র হেলমেট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তার ঘাড় নাড়াল।

www.BanglaBook.org

স্টুয়ার্ট হেলমেটটি ধরে রাখল এটি ছিল ভারি এবং তার কৃত্রিম হাত এটাকে ঠিকভাবে ধরতে পারছিল না। সে বলল, 'যদি তোমার নাক চুলকায় তবে নাকটি ছেঁটে ফেলাই ভালো হবে। এটা তোমার শেষ সুযোগ।'

'হয়ত, চিরকালের জন্য।' সে এটা বলল না কিন্তু চিন্তা করল।

মুলেন নির্বিকারচিত্তে বলল, 'সম্ভবত আমার একটা অবশিষ্ট অক্সিজেন সিলিন্ডার পেলে খুবই ভালো হতো।'

'যথেষ্ট ভালো।'

'সাথে হ্রাসকারী ঢাকনি।'

স্টুয়ার্ট বলল, 'আমি বুঝতে পারছি তুমি কী চিন্তা করছ। যদি তুমি জাহাজ থেকে পড়ে যাও তবে সিলিন্ডারটিকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকারী মোটর হিসেবে ব্যবহার করতে পার এবং এভাবে তুমি নিজেকে পেছন দিকে নিয়ে যেতে পারবে।'

তারা শিরস্ত্রাণ এবং বকলস মুলেনের কোমরে লাগিয়ে দিল। পোলরকেটস এবং লেব্র্যাংক তাকে খোলা সি-টিউবে নামিয়ে দিল। এর ভিতরে ছিল অশুভ অন্ধকার। ভিতরের ধাতব পাতগুলো প্রচণ্ড কালো। স্টুয়ার্ট চিন্তা করল এখানে কিছু টক গন্ধ থাকতে পারে। কিন্তু এটা ছিল কল্পনা। যখন মুলেন নলের মধ্যভাগে ছিল তখন সে উঠা বন্ধ করে দিল। সে ভিতরের পাতে সামান্য আঘাত করল।

'তুমি কি আমাকে শুনতে পারছ?'

এর মধ্যে একটু নিচু জায়গা ছিল।

'বাতাস ঠিকভাবে আসছে? কোনো সমস্যা নেই তো?'

মুলেন তার সশস্ত্র হাত একটু উপরে তুলল। 'মনে রেখ ওখানে রেডিও ব্যবহার করবে না। ক্লোরোরা এর সংকেত পেয়ে যেতে পারে।' অনাগ্রহে সে এগিয়ে যেতে লাগল। পোলরকেটের পেশিবহুল হাত মুলেনকে নিচে নামিয়ে দিতে লাগল। যতক্ষণ পর্যন্ত তার পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। ভিতরের দরজাটি এবার নির্মম সমাপ্তিতে বন্ধ করে দেয়া হলো। এটা মনে করা হলো যে, যদি বাধা দেয়া হয় তাহলে সিলিকন গ্যাসকেট বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দের সৃষ্টি করে।

www.BanglaBook.org

তারা ভারি পদক্ষেপে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। স্টুয়ার্ট টোগল সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন হতে বাইরের দরজাটি নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সুইচ চাপল। এবং বায়ুচাপ মাপার যন্ত্র শূন্য নির্দেশ করল। একটি ছোট্ট আলো জ্বলে উঠে বাইরের দরজাটি যে খোলা হয়েছে তা নির্দেশ করতে লাগল। এরপর পরই আলো অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজাও সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল এবং বায়ুচাপ মাপার যন্ত্র ধীরে ধীরে আবার ১৫ পাউন্ড নির্দেশ করতে লাগল। তারা ভিতরের দরজাটি খুলল এবং নলের ভিতরটা শূন্য দেখতে পেল। পোলরকেট প্রথমে কথা বলে উঠল। সে বলল, 'ক্ষুদ্র অগ্নিপুত্র, সে চলে গেল। সে অবাক বিস্ময়ে অন্যদের দিকে তাকাল। একটি ক্ষুদ্র মানুষ, অথচ তার এত সাহস !' স্টুয়ার্ট বলল।

'দেখ, আমাদের এখানে তৈরি থাকা উচিত। এখানে এরকম একটা সম্ভাবনা আছে যে, ক্লোরোরা দরজাগুলো যে খোলা ও বন্ধ হয়েছে তা বুঝতে পারল। যদি সেরকম হয় তবে তারা তদন্ত করতে আসবে এবং আমাদেরকে তার মোকাবেলা করতে হবে।

'কীভাবে ?' উইন্ডহ্যাম জিজ্ঞেস করল।

'তারা মুলেনকে কোথায় দেখতে পাবে না। আমরা তাদের বলব যে, সে সামনের দিকে আছে। ক্লোরোরা জানে যে পৃথিবীর মানুষদের কিছু আদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার প্রবেশ পছন্দ করে না। তারা তাকে খোঁজার চেষ্টা করবে না। যদি আমরা তাদের দূরে রাখতে পারি।'

'যদি তারা অপেক্ষা করে অথবা এখানে খোঁজে ?'

পোর্টার জিজ্ঞেস করল।

স্টুয়ার্ট শ্রাগ করল। 'আমরা আশা করতে পারি যে তারা এটা করবে না। আর শোন পোলরকেট, ওরা যখন আসবে তখন কোনো গোলমাল করবে না।'

পোলরকেট মেনে নিল। 'মুলেন সেখানে থাকা অবস্থায় ? তুমি আমাকে কী ভাব ?' কোনো বিদ্বেষ ভাব ছাড়াই সে স্টুয়ার্টের উদ্দেশে এই কথাগুলো বলল। এরপরে পোলরকেট তার নিজের কোঁকরা চুলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তুমি জান আমি তাকে দেখে হেসেছিলাম। অমনি তাকে বৃদ্ধ মহিলা মনে করছিলাম। এটা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে।'

স্টুয়ার্ট গলা খাঁকারি দিল। সে বলল, 'দেখ, আমিও এমন অনেক কথা বলেছিলাম যেগুলো হয়ত মজার ছিল না। এখন মনে হচ্ছে যদি আমি তাকে নিয়ে মজা করে থাকি তবে আমি দুঃখিত।' সে ঘুরে দাঁড়াল এবং তার খাটিয়ার দিকে হেঁটে গেল। সে তার পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। এবং জামার হাতায় স্পর্শ অনুভব করল। ঘুরে তাকিয়ে সে দেখল, লেব্ল্যাংক। তরুণ লেব্ল্যাংক নরম স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় জনাব মুলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ।'

'ভালো, সে শিশু নয়।'

'আমার মনে হয় তার বয়স ৪৫-৫০ বছর।'

লেব্ল্যাংক বলল, 'জনাব স্টুয়ার্ট তুমি কি মনে কর তার পরিবর্তে আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল ? আমি এখানে সবচেয়ে তরুণ। আমার জায়গায় একজন বৃদ্ধ চলে গেল এটা আমার ভালো লাগছে না। নিজেকে আমার শয়তান মনে হচ্ছে।'

'আমি জানি যদি সে মারা যায় তবে তা আরো খারাপ হবে।'

'কিন্তু সে স্বেচ্ছায় গিয়েছে। আমরা তাকে যেতে বলিনি। বলেছি কি ?'

'দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা কোরো না লেব্ল্যাংক। এভাবে তুমি কখনোই ভালো থাকবে না। সে কোনো শক্ত কারণ ছাড়াই এ যুক্তি নিয়েছে।' এবং স্টুয়ার্ট চুপ করে বসে ভাবছিল। স্টুয়ার্ট তার পায়ের নিচে বাধা অনুভব করল এবং তার পাশের দেয়াল দ্রুত সরে যাচ্ছিল। যে জানত এটা ছিল দমকা বাতাস যা তাকে বয়ে যাচ্ছে। সে তার হাত এবং পা দিয়ে নিজেকে স্থির রাখতে উন্মত্তভাবে দেয়াল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। মানুষের শব জাহাজ হতে ফেলে দেয়া উচিত। কিন্তু এ মুহূর্তে সে মৃতদেহ নয়। তার পা অনবরত ঘষা খাচ্ছিল এবং সে বারবার আছড়ে পড়ছিল। সে চুম্বকে পরিণত হওয়া জুতা বারবার জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল এবং তার শরীরের বাকি অংশ

www.BanglaBook.org

অনেকটা বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল। সে খুব বিপজ্জনকভাবে জাহাজের চূড়ায় দুলছিল। সে তার অবস্থান পরিবর্তন করল এবং নিচের দিকে তাকাল। এক পা পিছনে এসে সে জাহাজের খোলের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিল।

অবাস্তব একটি অনুভূতি তাকে অভিভূত করল। নিশ্চিতভাবে জাহাজের বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটি এফ মুলেন ছিল না। খুব কম মানুষ বলতে পারে যে তারা এসব দেখেছে, এমনকি যারা নিয়মিত আকাশে ভ্রমণ করে তারাও।

খুব ধীরে ধীরে তার মনে পড়ল সে বিপদে আছে। জাহাজের কাঠামোর উপর এক পা দিয়ে মুলেন গর্তের মধ্যে উঁকি মারল এবং সে এতে খুব সহজে বেঁকে যাচ্ছিল। খুব সতর্কতার সাথে যে নড়াচড়া করার চেষ্টা করল। সে দেখতে পেল তার চলাফেরা খুব অনিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রণ করা বেশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তার বাঁ দিকের পেশি বেশ খারাপভাবে মুচড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই ভাঙেনি। এরপর সে নিজের মধ্যে ফিরে এল এবং দেখতে পেল তার হাতের আলোগুলো জ্বলছে। সে এটা ভেবে ভীতু হয়ে পড়ল যে, ক্লোরোরা তার হাতে আলোর নড়াচড়া দেখলেও দেখতে পারে। তার পোশাকের মধ্যভাগে সে একটি সুইচ চাপল। মুলেন এটা কখনোই আশা করেনি যে, একটি জাহাজে দাঁড়িয়ে এটার কাঠামো দেখতে পাবে না, সেখানে ছিল অন্ধকার, উপরে নিচে শুধুই অন্ধকার। শুধু তারাদের আনাগোনা ছিল ছোট্ট উজ্জ্বল বিন্দুর মতো, আর কিছুই ছিল না। তার গায়ের নিচে এমনকি তারাও ছিল না–এমনকি তার পাও দেখা যাচ্ছিল না।

সে একটু শরীর বাঁকিয়ে তারাগুলো দেখতে লাগল, তারাগুলো খুব আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল অথবা তারাদের দল দাঁড়িয়েই ছিল কিন্তু জাহাজ চলছিল। কিন্তু তার চোখ এটা বিশ্বাস করছিল না, তারা চলমান। সে জাহাজের সামনে এবং পিছনে তাকাচ্ছিল, নতুন নতুন তারারা আসছিল। এবং যাচ্ছিল। একটি কালো সরলরেখা। জাহাজটি তখন তারাহীন একটি অঞ্চলে অবস্থান করছিল।

www.BanglaBook.org

কোনো তারা নেই ? কেন, একটি ছিল প্রায় তার পায়ের কাছাকাছি। সে প্রায় এটা ছুঁয়ে ফেলেছিল কিন্তু পরে মুলেন বুঝতে পারল যে, এটা শুধুমাত্র ধাতব জাহাজের গায়ে একটি প্রতিফলন মাত্র।

তারা প্রতি ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করছিল, তারাগুলোও অতিক্রম করছিল, কিন্তু এতে কিছুই বোঝা যায় না। তার কাছে সেখানে ছিল শুধু অন্ধকার আর নীরবতা এবং তারাদের শ্লথ ঘূর্ণি। তার চোখ সেই ঘূর্ণি অনুসরণ করছিল–

এবং তার শিরস্ত্রাণ জাহাজের কাঠামোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঘণ্টার মতো বেজে উঠল। মুলেন তার মোটা অনুভূতিহীন সিলিকেট গ্লাভস নিয়ে যথেষ্ট ভীতু ছিল। তার পর এখনো দৃঢ়ভাবে চুম্বকের মতো জাহাজের গায়ে লেগে ছিল। কিন্তু তার শরীরের বাকি অংশ বেঁকে প্রায় সমকোণে অবস্থান করছিল। জাহাজের বাইরে কোনো অভিকর্ষ ছিল না। যদি সে পিছনে বেঁকে যায় তাহলে তার শরীর টেনে তোলার জন্য সেখানে কিছুই থাকবে না। যেভাবে সে তার শরীরকে রাখবে সেখানে যে অবস্থায় থাকবে, জাহাজের কাঠামোর উপর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে তার শরীর কিছুটা উপরে উঠে গেল এবং সে সামনে ঝুঁকে পড়ল। ঠিকভাবে উপুড় হয়ে বসার আগ পর্যন্ত সে ধীরে ধীরে দুহাত দিয়ে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করতে লাগল। তারপরে খুব ধীরে ধীরে সোজা হতে লাগল।

সে পুরোপুরি সোজা হয়ে গিয়েছিল এবং অল্প অল্প মাথা ঘুরাচ্ছিল এবং কিছুটা অজ্ঞানবোধ হচ্ছিল, সে চারদিকে তাকাল। 'হে সৃষ্টিকর্তা কোথায়, বায়ুনলগুলো কোথায় ?' সে এগুলো দেখতে পারছিল না, সেগুলো কালো অন্ধকারে মিশে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সে তার হাতে, আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল। সেখানে কোথাও কোনো বিম ছিল না, শুধুমাত্র উপবৃত্তাকার কিছু তীক্ষ্ণ বিন্দু নীল ইস্পাতের উপর দেখা যাচ্ছিল, সেখান থেকে প্রতিফলিত আলো তার কাছেই ফিরে আসছিল। একটি ছায়া দেখা যাচ্ছিল, অনেকটা ছবির মতো, আকাশের মতোই অন্ধকার। আলোকিত অংশটুকু ছিল পুরোপুরি উজ্জ্বল।

www.BanglaBook.org

সে তার হাত ঘুরাল এবং তার শরীর বিপরীত দিকে ঘুরে গেল, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া। একটি মসৃণ নলাকার বায়ুনল মুলেন দেখতে পেল।

সে এটার দিকে যেতে চেষ্টা করল, তার পা দৃঢ়ভাবে জাহাজের সাথে লেগে ছিল। সে ওটা টানল এবং কিছুটা উপরে উঠে গেল। খুব তাড়াতাড়ি এটা ঘুরছিল, তিন ইঞ্চি উপরে সে উঠল এবং নিজেকে তার মোটামুটি মুক্ত মনে হচ্ছিল, এরপর সে ছয় ইঞ্চি উপরে উঠে গেল এবং মনে হচ্ছিল এটা উড়ে যেতে পারে। সে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেল এবং এটাকে নিচে নামাল। যখন তার জুতা জাহাজের কাঠামোর মাত্র দুই ইঞ্চি দূরে ছিল তখনই নিয়ন্ত্রণ হারাল, সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে জাহাজের খোলকে আঘাত করল। তার স্পেসস্যুট এই কম্পন তার কানে পৌছে দিল।

মুলেন এবার পুরোপুরি ভীতু হয়ে গিয়েছিল, যে ডিহাইড্রেটরটি মুলেনের পোশাকের ভিতরটা শুকনো রাখছিল, সেটা তার কপাল ও হাতের লোমকূপ থেকে বের হওয়া ঘাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না।

সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর সে আবার পা বাড়াতে চেষ্টা করল। সর্বশক্তি দিয়ে ওটাকে ধরে সে সমান্তরালভাবে কয়েক ইঞ্চি সামনে আগাল। সমান্তরালভাবে আগাতে খুব একটা শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না, কিন্তু চৌম্বকশক্তির সাথে লম্বভাবে আগাতে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। তাকে তার পা দুটিকে মচকে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আস্তে আস্তে পা ফেলতে হচ্ছিল।

সে সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ! প্রতিটি প্রদক্ষেপ ছিল প্রচণ্ড যন্ত্রণার, তার হাঁটুর টেনডনগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল এবং এর হাঁটুর পাশে ছুরিও লুকানো ছিল।

মুলেন শরীরের ঘাম শুকানোর জন্য একটু থামল। তার হাতের লণ্ঠন জ্বলে উঠল এবং বায়ুনল ছিল ঠিক তার সামনে।

৯০° বিরতিতে এরকম চারটি জিনিস জাহাজের আছে। এগুলো জাহাজের যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রণ করে। এসব যন্ত্রগুলো সজোরে সামনে পিছনে চালানো হয় যাতে জাহাজটি তার গতিবেগের পরিবর্তন করতে পারে। অতি পারমাণবিক শক্তি যেটা জাহাজটিকে স্পেসজাম্প দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাহায্য করে। কখনো কখনো জাহাজের দিক পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। তখন এই বায়ুনলগুলো কাজে আসে। পৃথক পৃথকভাবে এগুলো জাহাজকে সামনে পিছনে নিতে সাহায্য করে

এই যন্ত্র অনেক শতাব্দী ধরে ছিল অনুন্নত। কিন্তু সেটা উন্নত করা খুব সহজ ছিল। পানির উপাদানগুলোকে একটি বদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করা হয়। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে, এত তাপ দেয়া হয় যে এটি ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপাদন করা হয়। এবং পরবর্তীতে এর সাথে আয়ন মিশানো হয়। যদি কখনো ভাঙনটি আদৌ সম্ভব হয় তবে এটা কাজ করে। তাই এটা নিয়ে পরীক্ষার কিছু নেই। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি কপাট খুলে যায় এবং বাষ্প প্রচণ্ড জোরে এর মধ্য থেকে বের হয়ে আসে। এবং জাহাজটি নিশ্চিতভাবে বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। এবং এই গতিপরিবর্তন জাহাজটির নিজের অভিকর্ষ সাপেক্ষে ঘটে। যখন একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ও তার বিপরীতে আরো একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তখন জাহাজটির দিক পরিবর্তন ঘটে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজটি তার নির্দিষ্ট পথে চলতে পারে ও দিক পরিবর্তন করতে পারে।

মুলেন নিজেকে টেনে টেনে বায়ুনলের প্রান্তে নিয়ে গেল। সে নিজের ছবি দেখতে পেল একটি ছোট্ট বিন্দু অবয়বটির শেষ প্রান্ত হতে সাজানো ডিম্বাকৃতি গঠনের মধ্য হতে প্রতি ঘণ্টায় ২০ হাজার মাইল বেগে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু জাহাজের কাঠামোর উপরে মুলেনকে ফেলে দেবার মতো কোনো বায়ু প্রবাহ ছিল না। এবং তার চৌম্বকৃত জুতা তাকে সজোরে আটকে রাখছিল। আলোগুলো জ্বালিয়ে সে নলের ভিতর উঁকি দিল। এবং জাহাজটি দ্রুত বেগে নিচের দিকে পড়তে লাগল। সাথে সাথে তার অবস্থান পরিবর্তিত হলো। সে নিজেকে স্থির রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে কোনো উঁচু নিচু জায়গা ছিল না যাতে তাকেও নিচু বা উঁচু হতে হয়। নলটির মধ্যে একজন মানুষ অবস্থান করার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল যাতে একটাকে কিছুটা হলেও হয়ত পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। তার ঠিক বিপরীতে সে সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ দেখতে পেল। মুলেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কারণ, কিছু জাহাজে এ

www.BanglaBook.org

ধরনের সিঁড়ি থাকে না। সে যাত্রা শুরু করল। মুলেনের চলার সাথে সাথে জাহাজটি পিছনে যাচ্ছিল এবং তার নিচের কাঠামো কিছুটা বেঁকে যাচ্ছিল। সিঁড়িটি খুঁজে পাবার জন্য সে নলের প্রান্তে গিয়ে হাতটি উপরে তুলল এবং সেখানে প্রবেশ করল। তার পাকস্থলির গাঁট যন্ত্রণায় প্রচণ্ডবেগে কাঁপছিল। যদি এখন জাহাজটির দিক পরিবর্তন ক্লোরোরা করতে চায়, যদি বায়ু প্রবল বেগে বের হয়ে আসে মুলেন তা কখনো জানতে পারবে না। তৎক্ষণাৎ সে হয়ত সিঁড়ির ধাপ ধরবে পরবর্তী ব্যাপারগুলো অনুধাবন করবে। কিন্তু এরপরই সে থাকবে মহাকাশে সম্পূর্ণ একা। অন্ধকারের মধ্যে জাহাজটি চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে। সম্ভবত সেখানে ছোট্ট কিছু বরফখণ্ড থাকবে যেগুলো তার সাথে ভেসে চলবে। তার হাতের আলোয় জ্বলজ্বল করবে এবং ধীর গতিতে তার চারদিকে ঘুরবে। সূর্যের চারপাশে অতি ক্ষুদ্র গ্রহের মতো তার চারদিকে বরফখণ্ড ঘুরবে। তার শরীর থেকে ঘাম চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল এবং সে তৃষ্ণাও অনুভব করছিল। সেইসব ব্যাপার সে তার মাথা থেকে বের করে দিল। যতক্ষণ না পর্যন্ত সে এই জায়গা থেকে বের হতে পারছে কোনো পানীয় গ্রহণ করা চলবে না। যদি কখনো সম্ভব হয়। একটার পর একটা সিঁড়ির ধাপ আসছিল। সেখানে কতগুলো ধাপ আছে ? তার হাত পিছলে যাচ্ছিল। এবং অনিশ্চিতভাবে ধাপগুলো পার হচ্ছিল। খুবই অনিশ্চিতভাবে ক্ষুদ্র আলোয় তাকে কাজগুলো করতে হচ্ছিল। বরফ ? কেন নয় ? বাষ্প হচ্ছে প্রচণ্ড রকম গরম। এবং এটা যদি খুব অল্প সময়ের জন্য কোনো ধাতুকে স্পর্শ করে তাহলে তার তাপমাত্রার খুব বেশি পরিবর্তন হবে না। কিছু বরফ ঊর্ধ্বপতিত হয়ে খুব সহজেই এ বায়ুশূন্য স্থানে জমে যেতে পারে। বাষ্পের এই প্রচণ্ড গতি বায়ুনল এবং পানির পাত্রকে সংঘর্ষের হাত থেকে বাঁচায়। তার হাত দুটো অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শেষ সীমায় পৌঁছে গেল। আবার সে তার হাতের আলোটি জ্বালাল। সে হামাগুড়ি দিয়ে দুর্বলভাবে চলতে চলতে নলের শেষপ্রান্তে এসে পড়ল। এটাকে মৃত অকার্যকর দেখাচ্ছিল। কিন্তু এটা মাইক্রো সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে যা করতে পারে তা–

এটা জাহাজের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল এবং এখান থেকে জাহাজের বাইরের দিকে যেমন যাওয়া যায় তেমনি প্রবেশও করা যায়।

www.BanglaBook.org

স্প্রিংগুলো প্রথমবার সজোরে বাষ্প নির্গমনের পূর্বে জাহাজটির জড়তা কাটাতে সাহায্য করে। মোট শক্তি ঠিক রেখে বাষ্প নির্গমনের গতি কমানোর জন্য প্রথমে বাষ্প একটি অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানো হয়। কিন্তু এর পরেই এগুলো ছড়িয়ে দেয়া হয় যাতে করে এটা জাহাজের জন্য অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ হয়। মুলেন নিজেকে সজোরে সিঁড়ির সাথে আঁকড়ে ধরল। বাইরের দরজার উপর সজোরে ধাক্কা দিল যাতে করে কিছুটা হলেও খুলে যায়। এটা ছিল কঠিন। তার কোনো পরিবর্তনই হলো না। সে শুধুমাত্র স্ক্রুগুলো খুঁজে পেল। মুলেন এগুলোকে মোচড়ানোর প্রবল চেষ্টা চালাল। স্ক্রুগুলো মুচড়ে যেতে শুরু করল। মুলেন ছোট কন্ট্রোল সুইচ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করল যাতে স্প্রিংগুলো নিচে পড়ে যায়। সে জাহাজ সম্পর্কে যে সব বই পড়েছিল তা খুব ভালোভাবেই তার মনে ছিল।

সে এখন আরেকটি আবদ্ধ জায়গায় এসে পড়ল, যেটা একজন মানুষ অবস্থান করার জন্য যথেষ্ট বড় এবং মেরামতের জন্যও সুবিধাজনক। যদি এখন বাষ্প সজোরে বের হয়ে আসে তবে এটা তাকে সজোরে অভ্যন্তরীণ লকের উপরে আছড়ে ফেলবে এবং নিঃসন্দেহে তাকে মণ্ডে পরিণত করবে। এত তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু হবে যে সে কিছুই অনুভব করতে পারবে না।

ধীরে ধীরে মুলেন তার অক্সিজেনবাহী সিলিন্ডার খুলে ফেলল। এখন আর মাত্র একটি অভ্যন্তরীণ লক মুলেনকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পৃথক রেখেছে। এই লক শুধুমাত্র বাইরের দিকে খুলে যায় যাতে করে যখন বাষ্প বিস্ফোরণ ঘটবে তখন লকটি আরো শক্তভাবে আটকে থাকবে। এবং এটা যথেষ্ট শক্ত আর মসৃণ। সত্যিকার অর্থেই বাইরে থেকে এটি খোলার কোনো উপায় ছিল না।

সে নিজেকে লকের উপরে উঠিয়ে দিল। পরীর বাঁকিয়ে তখন সে ঐ আবদ্ধ জায়গায় একটু বাঁকানো ভেতরের অংশে বল প্রয়োগ করছিল। সে শ্বাস গ্রহণ করতে পারছিল না। অক্সিজেন সিলিন্ডারটি অদ্ভুতভাবে দুলছিল। সে অক্সিজেনবাহী সিলিন্ডারের হোস সোজা করে ধরল এবং অনবরত লকটির গায়ে আঘাত করতে লাগল। প্রতিবারই ধব ধব করে আঘাতের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। পুনরায়–, পুনরায়–

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ ঘটনার পর ক্লোরোরা হয়ত তার ব্যাপারে টের পেয়ে যাবে। তারা তদন্ত করতেও আসতে পারে।

যদি তারা এরকম করে তবে মুলেনের কিছুই বলার থাকবে না। সাধারণভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় তারা প্রথমেই এখানে বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করবে যাতে বাইরের লক বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এখনো বাইরের লকটি তার শেষ প্রান্ত হতে অনেক দূরে। নিষ্ফলভাবে বাতাস সেখানে এসে পড়ে আর মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়।

মুলেন আঘাত চালিয়ে যেতে লাগল। ক্লোরোরা কি বায়ু পরিমাপক যন্ত্রটির দিকে লক্ষ করবে। যদি টের পায় তাহলে কি তারা, তাদের যেটা করা উচিত সেটাই করবে ?

পোর্টার বলল, 'সে চলে গেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা হলো।'

'আমি জানি', 'স্টুয়ার্ট বলল।

তারা সবাই ছিল বিশ্রামহীন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাদের সকল অনুভূতি রুদ্ধশ্বাসে জাহাজের খোলে খেলা করছিল।

পোর্টার বিরক্ত হচ্ছিল। তার জীবনদর্শন খুব সহজ। নিজের ব্যাপারে খেয়াল রাখো কারণ অন্য কেউই তোমার ব্যাপারে খেয়াল করবে না। কিন্তু এখানকার ব্যাপারগুলো তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল।

সে বলল, 'তোমাদের কি মনে হয়, সে ধরা পড়েছে ?'

সংক্ষেপে স্টুয়ার্ট বলল, 'যদি তারা তা করত, তবে নিঃসন্দেহে আমরা শুনতে পারতাম'

পোর্টার অদ্ভুত একটি বেদনা অনুভব করছিল। অন্য সবার তার সাথে কথা বলার কোনো আগ্রহই নেই। সে এটা বুঝতে পারছিল যে, সে তার সম্মান আদায় করতে পারেনি। হঠাৎ তার আত্মগ্লানি দূর করার জন্য সে একটি যুক্তি খুঁজে পেল। অন্যরাও ভীত হয়। সবারই ভীত হবার অধিকার আছে। কেউই মরতে চায় না। এমনকি অ্যারিস্টাইড,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোলরকেটের পরিণতিও বরণ করতে চায় না. সে লেব্ল্যাংকের মতো কাঁদছিলও না। সে–

কিন্তু মুলেন নির্বিবাদে জাহাজের খোলে চলে গেল।

'শোন, সে এটা কেন করল ?' পোর্টার কেঁদে উঠল।

সবাই তার দিকে তাকাল এবং কেউই কিছু বুঝতে পারছিল না, যে ব্যাপারটা তার মাথায় এসেছিল সেটিই তাকে প্রচণ্ড বিরক্ত করে দিচ্ছিল। 'আমি জানতে চাই মুলেন কেন তার জীবনের ঝুঁকি নিতে গেল।'

উইন্ডহ্যাম বললেন, 'মানুষটি প্রকৃত দেশ প্রেমিক–'

'না, এটা নয়।' পোলরকেটকে দেখে মনে হচ্ছিল সে মূর্ছা যাবে। 'ঐ মানুষটির মুখে কোনো অনুভূতি ছিল না। অবশ্যই এর পেছনে কারণ আছে এবং আমি সেই কারণ জানতে চাই। কারণ–'

সে বাক্যটি শেষ করল না। সে কি জোর গলায় বলতে পারত যে সব কারণ মধ্যবয়সী পুস্তকরক্ষকের ক্ষেত্রে খাটে সেগুলো কি অন্য সবার ক্ষেতেও খাটবে ?

পোলরকেটস বলল, 'সে ছিল একজন সাহসী মানুষ।'

পোর্টার দাঁড়িয়ে গেল। সে বলতে শুরু করল, 'শোনো, সে হয়ত সেখানে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যাই হোক– সে হয়ত একা এটা শেষ করতে পারবে না, আমি– আমি স্বেচ্ছায় সেখানে যাব।'

এটা বলার পরপর সে স্টুয়ার্টের তীব্র ব্যঙ্গাত্মক প্রত্যুত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। স্টুয়ার্ট অনেকটা অবাক হয়েই তার দিকে তাকাল, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকানোর সাহস পোর্টারের ছিল না।

স্টুয়ার্ট ভদ্রভাবে বলল, 'তাকে আরো আধঘণ্টা সময় দাও।'

পোর্টার চমকে উঠল। স্টুয়ার্টের কণ্ঠে কোনো অবজ্ঞা ছিল না। সে এবং অন্য সবাই ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ।

সে বলল, 'এবং তারপর–'

'এবং তারপর যারা স্বইচ্ছায় যাবে তাদের জীবন হয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ অথবা পুরোপুরি গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। পোর্টারের সাথে আর কে কে যাবে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা সবাই হাত উপরে তুলল। স্টুয়ার্টও হাত উপরে তুলল।

কিন্তু পোর্টার খুশি হলো কেননা সেই প্রথম যেতে চেয়েছিল। উদ্বিগ্নভাবে সে পরবর্তী আধঘণ্টা পার করতে লাগল।

পরবর্তী ঘটনাটি মুলেনকে অবাক করে দিল। বাইরের লক খুলে গেল এবং লম্বা, সরু, সাপের মতো একটি ক্লোরোর মাথাহীন ঘাড় ভেতরে প্রবেশ করল। প্রচণ্ড বাতাসের সাথে লড়তে সে অক্ষম।

মোটামুটি কোনো বাধা ছাড়াই মুলেনের সিলিন্ডার উড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম শুরু করল। নিজেকে টেনে সে বায়ুনলের উপরে নিয়ে গেল। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা না থামা পর্যন্ত সে সেখানেই অপেক্ষা করল। এটা বলবান ক্লোরোটিকে ধরাশায়ী করে ফেলল। গুলেন লকটি মোচড়ানো শুরু করল যেটা বায়ু প্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সিলিন্ডার দিয়ে সে একের পর এক আঘাত করতে লাগল।

ক্লোরোটির মাথা, চোখ আঘাতে আঘাতে থেঁতলে দিল। ঘাড় থেকে বের হওয়া সবুজ রক্ত ঘরটিকে প্রায় পূর্ণ করে ফেলেছিল।

এই দৃশ্য দেখে মুলেনের বমি এসে গেল।

চোখগুলো নিস্তেজ হয়ে যেতেই মুলেন পেছন ফিরল এবং এক হাতে একটি চাকা দ্রুতবেগে ঘুরাতে আরম্ভ করল। স্ক্রু শেষে স্প্রিংগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। এটা অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্বাভাবিক করে এবং পাম্পগুলো আবার কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

মুলেন হামাগুড়ি দিয়ে প্রধান কক্ষটিতে প্রবেশ করল। এটা ছিল শূন্য।

যখনই সে উঠতে গেল তখনই কিন্তু বাধার সম্মুখীন হলো। অভিকর্ষহীন স্থান আর অভিকর্ষযুক্ত স্থানের মধ্যকার যে পার্থক্য, তা মুলেনকে বিস্মিত করে ফেলল। এটা ছিল কোরিয়ান অভিকর্ষ। এর মানে হচ্ছে এই পরিবেশে তার শরীর বাড়তি ৫০ গুণ ওজন অনুভব করবে। যাই হোক, তবু মুলেনের পোশাক তো আর ধাতব মেঝের সাথে আটকে থাকবে না। জাহাজের মধ্যে মেঝে এবং দেয়ালগুলো অ্যালুমিনিয়ামের সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে ধীরে ধীরে ঘুরল। ঘাড়হীন ক্লোরোটি মেঝেতে পড়েছিল এবং ওটার শরীরের কিছু সংকুচিত মাংসপেশি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, এক সময় ওটা জীবিত প্রাণী ছিল। সে খুব অবজ্ঞা ভরে ওটার উপর দিয়ে চলে গেল এবং বায়ুনল নিয়ন্ত্রণকারী লক বন্ধ করে দিল।

কক্ষটির মধ্যে বিষণ্ন অবস্থা বিরাজ করছিল। আর আলোগুলো ছিল হলুদাভ সবুজ। নিঃসন্দেহে এটা ক্লোরো পরিবেশ।

মুলেন কিছুটা বিস্মিত এবং গর্বিত বোধ করছিল। ক্লোরোদের অবশ্যই কোনো না কোনো উপায় আছে যাতে করে তারা ক্লোরিনের বিজারণ ক্ষমতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এমনকি দেয়ালে পৃথিবীর যে মানচিত্র দেখা যাচ্ছিল, চকচকে প্লাস্টিকে মোড়া, সেটিও অক্ষত ছিল।

এক কোনায় সে হঠাৎ কিছুটা গতিবিধি লক্ষ করল। ভারি পোশাক নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ঘুরে দাঁড়াল এবং চিৎকার করে উঠল। যে ক্লোরোটিকে সে মৃত মনে করেছিল সেটি আবার জেগে উঠেছে।

এটার ঘাড় নিস্তেজভাবে ঝুলে ছিল, যেন অনেকটা অর্ধতরল টিস্যু মিশ্রণ। কিন্তু হাতগুলো এটি অন্ধের মতো ছুড়ছিল। এটির বুকে সাপের জিহ্বার মতো অসংখ্যা শুঁড় নড়াচড়া করছিল।

নিশ্চিতভাবে এটি অন্ধ। আর এটির ঘাড়ের উপর যে পরিমাণ আঘাত করা হয়েছিল নিঃসন্দেহে এতে সব অনুভূতি গ্রহণকারী অঙ্গগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এবং কিছুটা শ্বাসরোধ এটিকে পুরো এলোমেলো করে দিয়েছিল। কিন্তু এটির উদরস্থ মস্তিষ্ক ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটি বেঁচে ছিল।

সে কিছুটা পেছনে সরে গেল। যদিও মুলেন জানত ক্লোরোটি বধির, তবুও সে অদ্ভুতভাবে পা টিপে টিপে আগাচ্ছিল। এটি অন্ধের মতো চলছিল। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ক্লোরোটি পড়ে গেল এবং আবার চলতে শুরু করল।

ঐ মুহূর্তে বেপরোয়াভাবে মুলেন একটি অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কিছুই পেল না। কিন্তু ক্লোরোটির হোলস্টারে অস্ত্র আছে। সে কেন এটা তাড়াতাড়ি নিয়ে নেয়নি ? বোকার হদ্দ !

www.BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণকারী কক্ষে যাবার দরজা খুলে গেল। এতে কোনো শব্দ হলো না। মুলেন কেঁপে উঠল।

অন্য ক্লোরোটি ভেতরে প্রবেশ করল। এটি দরজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওটার ঘাড় ছিল কিছুটা সামনের দিকে বাঁকানো আর আকর্ষিগুলো ছিল স্থির। এটির ভয়ংকর চোখগুলো প্রথমে মুলেন এবং পরবর্তী সময় ওটার অর্ধমৃত সঙ্গীর দিকে তাকাল।

এবং তারপরই এটির হাত দ্রুত পাশে চলে গেল।

মুলেন, খুব তাড়াতাড়ি সরে গেল এবং অক্সিজেন সিলিন্ডারের নল হাতে উঠিয়ে নিল যেটা সে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে প্রবেশের সময় নিয়ে ঢুকেছিল। সে নলের মুখ খুলে দিল। একটুও চাপ না কমিয়ে সে প্রবলবেগে অক্সিজেন নির্গমন করছিল। এবং মুলেন অনেকটা টলতে টলতে এটা করছিল।

সে অক্সিজেনের প্রবাহ দেখতে পাচ্ছিল। সবুজ ক্লোরিনের ভেতরে ফ্যাকাসে অক্সিজেন অবস্থান করছিল। এক হাত হোলস্টারে রেখে ক্লোরোটি স্থির হয়ে পড়েছিল।

ক্লোরোটি হাত উপরে তুলল। এটির মাথায় একটি পাখির ঠোঁটের মতো সুচালো অংশ শব্দ করছিল এবং খুলে যাচ্ছিল। ক্লোরোটি পড়ে গেল। কিছু সময় মোচড়ানোর পর এটি একদম স্থির হয়ে গেল। এরপর মুলেন অক্সিজেনযুক্ত বাষ্প সজোরে ক্লোরোটির গায়ে নিক্ষেপ করছিল যেন যে আগুন নিভাচ্ছে। এবং এর পরে সে তার পা দিয়ে ক্লোরোটির ঘাড়ের কেন্দ্রস্থল থেঁতলে দিল এবং মেঝেতে ফেলে দিল।

সে ঘুরে তাকাল। এটি ছিল এলোমেলোভাবে শুয়ে থাকা শক্ত মৃতদেহ।

সমস্ত কক্ষ অক্সিজেনের কারণে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, এবং বহু ক্লোরো মারার জন্য এটা যথেষ্ট ছিল। তবে সিলিন্ডার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

মুলেন মৃত ক্লোরোদের পার হয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল এবং প্রধান করিডোর ধরে কয়েদিদের কক্ষের দিকে রওনা হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিক্রিয়া এরকমই হওয়ার কথা ছিল। সে অন্ধ অসংলগ্ন ভয়ে ফোঁপাচ্ছিল।

স্টুয়ার্ট ছিল ক্লান্ত। কৃত্রিম হাত আর সবকিছু নিয়ে সে আবার এই জাহাজের কর্তৃত্ব পেল। পৃথিবীর দুটি হালকা ক্রুসার আসছে। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সে একাই জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করছে। ক্লোরিনেট করার যন্ত্রগুলো সে ফেলে দিল এবং পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনল। নির্দেশনা অনুযায়ী, সতর্কতার সাথে সে জাহাজটি চালাচ্ছিল।

তো যখন নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দরজা খুলে গেল সে কিছুটা বিরক্তিবোধ করছিল। সে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর সে ঘুরল এবং দেখতে পেল মুলেন ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টুয়ার্ট বলে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই, এখানে ফিরে এসো মুলেন।'

মুলেন বলল, 'আমি ঘুমিয়ে ক্লান্ত, এমনকি কখনো ভাবিনি যে কিছু আগেও আমি একেবারে ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম।

'তুমি কেমন বোধ করছ ?'

'আমি ঠিক আছি। বিশেষত আমার নিজের দিক থেকে।' অনিচ্ছার সাথে সে চারদিকে তাকাল।

'ক্লোরোদের কথা ভেবো না।' স্টুয়ার্ট বলল, 'আমরা শয়তানদের শেষ করে দিয়েছি।' সে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি তাদের জন্য দুঃখিত। তুমি জান, ওদের কাছে ওরা মানুষ, আর আমরা এলিয়েন। তুমি বুঝতে পারবে, আমি যদি ওদের হত্যা না করতাম ওরা তোমাকে হত্যা করত।'

'আমি বুঝি।'

স্টুয়ার্ট ক্ষুদ্র মানুষটির দিকে এক ঝলক তাকাল। যে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্টুয়ার্ট বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, মুলেন। আমি তোমার ব্যাপারে এতটা আশা করিনি।'

'এটা তোমার স্বাধীনতা', মুলেন শুকনো আর আবেগহীন গলায় বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, ব্যাপারটা এরকম নয়, কাউকে অবজ্ঞা করার অধিকার কারো থাকে না।' দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর এই ক্ষমতা অর্জন করতে হয়।'

'তুমি কি এ বিষয়ে ভাবছ ?''

'হ্যাঁ, সারাদিন। হয়ত আমি বোঝাতে পারছি না।'

'এগুলোই সেই হাত।' 'নিজের হাত দুটি মুলেনের সামনে রেখে সে বলে যেতে লাগল। 'সাধারণত প্রত্যেকেরই তার নিজের হাত থাকে। আমি এজন্য সবাইকে ঘৃণা করতাম। সব সময় আমি তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতাম আর তাদের ছোট করে দেখতাম, একই সাথে তাদের দোষগুলো আর বোকামিগুলো ধরিয়ে দিতাম। আমি নিজেকে প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতাম যাতে করে তারা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে।'

মুলেন সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'তোমার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।'

'দরকার আছে।'

স্টুয়ার্ট সেই মুহূর্তে যা কিছু ভাবছিল সবকিছুই বলে যাচ্ছিল। 'বছরের পর বছর আমি মানুষের মধ্যে কোনো সততা পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। ঠিক তখনই, স্বেচ্ছায় তুমি সি-স্যুটে প্রবেশ করলে।'

মুলেন বলল, 'তুমি বেশ ভালোই বলেছ যে আমি বাস্তব এবং স্বার্থান্বেষী কোনো কারণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। একজন কার্যকর ব্যক্তি হিসেবে তোমাকে আমি পাশে পাইনি।'

'আমি এটা করতে চাইছিলাম না। আমি জানি কোনো কারণ ছাড়া তুমি কিছু করবে না। তখন তোমার কাজ আমাদের অন্যদের উপর প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তী সময় এ ঘটনা বুদ্ধিমান মানুষদের বোকা আর উন্মাদে পরিণত করেছিল। কোনো জাদুর মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটেনি। তারা সবাই ছিল সুবোধ। এদের বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা দরকার ছিল, আর তুমি সেটা দিয়েছ। সম্ভবত, আমার জীবনের বাকি সময়ের জন্য।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুলেন কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তার হাত জামার হাতা ঠিক করতে লাগল, যেগুলো আদৌ ভাঁজ করা ছিল না। তার আঙুলগুলো মানচিত্রের উপর স্থির হয়ে ছিল।

সে বলে উঠল, 'আমি ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে জন্ম নিয়েছিলাম। এই সেই জায়গা। আমি প্রথমেই সেখানে যাব। তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলে ?'

'টরোন্টো', বলল স্টুয়ার্ট।

'এটা ঠিক এখানে। মানচিত্রে জায়গা দুটি খুব বেশি দূরে নয়। আসলেই কি দূরে ?'

স্টুয়ার্ট বলল, 'তুমি কি আমাকে কিছু বিষয়ে বলবে ?'

'যদি আমি পারি তাহলে।'

'তুমি কেন সেখানে গিয়েছিল ?'

মুলেনের মুখমণ্ডল কিছুটা কুঞ্চিত হলো। সে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'আমার সি-স্যুটে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সবার অনুপ্রেরণা নষ্ট করে দেবে ?'

'তুমি এ ব্যাপারটাকে কৌতূহল হিসেবে দেখতে পারো। আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিশেষ কারণ ছিল। পোর্টার মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছিল, লেব্ল্যাংক তার প্রেমিকার কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছিল। পোলরকেট চাচ্ছিল ক্রোরোদের মেরে ফেলতে, আর উইন্ডহ্যাম ছিলেন দেশপ্রেমিক। আমার দিক থেকে আমি নিজেকে বড় মাপের পরিকল্পনাবিদ মনে করি। আমি ভয় পাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকেরই স্পেসস্যুট পরে সি-স্যুটে যাবার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু সেখানে যেতে তোমাকে কি উদ্বুদ্ধ করেছিল সব মানুষেরা ?'

'তুমি এ কথা কেন বললে, 'সব মানুষেরা ?'

'বিরক্তি বোধ কোরো না। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার মধ্যে কোনো অনুভূতি নেই।'

'আমি ?' মুলেনের স্বর পরিবর্তিত হলো না। তার স্বর ছিল নরম এবং স্বাভাবিক, যতক্ষণ পর্যন্ত তার গলায় কিছুটা কাঠিন্য না এল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জনাব স্টুয়ার্ট, প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা, প্রাকৃতিকভাবে এটা আসেনি। একটি ক্ষুদ্র মানুষের কোনো অনুভূতি থাকতে পারে না। আমার মতো কোনো মানুষ যদি কিছু চায় তবে এর চেয়ে মারাত্মক আর কী হতে পারে ? আমি মাত্র সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা এবং আমার ওজন ১০২ পাউন্ড। যদি তুমি সঠিকভাবে জানতে চাও। আমি এটাকে বলি, আধ ইঞ্চি এবং দুই পাউন্ড।

'আমি কি সম্মানিত হতে পারি ? গর্বিত ? এই উচ্চতা নিয়ে শুধুমাত্র হাসি ছাড়া আমার আর কীই বা করার আছে। কোথায় আমি এমন একজন মহিলার দেখা পাব, যে একটু মুচকি হেসে আমাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেবে না। সত্যিকার অর্থেই আমাকে বাহ্যিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হয়েছে।

'তুমি অক্ষমতা/বিকলতা নিয়ে কথা বলেছিলে। স্বাভাবিকভাবে কেউই তোমার হাতের দিকে তাকাবে না। কিন্তু যদি তারা জানে এটা ভিন্ন, তাহলে মানুষের সাথে দেখা করার সময় তুমি কখনই হাতের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইবে না। তুমি কি মনে কর, আমি কি আমার উচ্চতা লুকোতে পারব ? এটাই প্রথম নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু এ ব্যাপারটি আমার ক্ষেত্রে সবাই লক্ষ করবে।'

স্টুয়ার্ট ছিল লজ্জিত। সে অন্য কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছিল যা তার করা উচিত হয়নি। সে বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'কেন ?'

'আমিই তোমাকে এসব কথা বলতে বাধ্য করেছি। আমার নিজের কথা ভাবা উচিত ছিল যে তুমি–যে তুমি–'

'আমি কী ? নিজেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, আমার শরীর ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু মন অনেক বড়।

'আমি ব্যাপারটি হাস্যকরভাবে উপস্থাপন করিনি।

'কেন নয় ? এটা বোকার মতো চিন্তাভাবনা ; এমন কোনো কারণ এটি ছিল না যার কারণে আমি সি-স্যুটে গিয়েছিলাম। যদি এটাই সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারণ হয় তাহলে আমি কি সফল হতে পারতাম। তারা কি আমাকে এখন পৃথিবীতে নিয়ে যাবে এবং টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে উপস্থাপন করবে–ছোট্ট করে তাঁবু খাটানো হবে, অবশ্যই আমার মুখমণ্ডল ধারণ করার জন্য, অথবা আমাকে একটি চেয়ারে বসানো হবে এবং আমার জন্য মেডেলের ব্যবস্থা থাকবে।'

'তারা এগুলোই করবে।'

'এতে আমার কি ভালো হবে ? তারা বলবে, গি এবং সে একজন ক্ষুদ্র মানুষ। তারপরে কী ? যাদের সাথে দেখা হবে তাদের সবাইকে কি আমার বলা উচিত হবে, তোমরা জান, আমিই সেই ব্যক্তি যে গত মাসে অবিশ্বাস্য বীরত্বের এটি ঘটনা ঘটিয়েছে। জনাব স্টুয়ার্ট, মেডেলগুলো কেমন হবে। তুমি কি মনে কর এটা আমার ওজন ষাট পাউন্ড এবং উচ্চতা আট ইঞ্চি বাড়িয়ে দেবে।'

স্টুয়ার্ট বলল, 'বাদ দাও, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।'

মুলেন একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আরো তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করল, একটু নিয়ন্ত্রিত উত্তাপ তার কণ্ঠে ছিল, যেটা তার কথাগুলোকে ইষদুষ্ণ করে তুলছিল। 'এমন সব দিন ছিল যখন আমি ভাবতাম, আমি তাদেরকে দেখিয়ে দেব। রহস্যময় "তাদের" বলতে আমি বুঝিয়েছি সমগ্র পৃথিবী। আমি পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছিলাম এবং নিজের পৃথিবী তৈরি করে নিয়েছিলাম। আমি হয়ত নতুন এমনকি আরো ক্ষুদ্র নেপোলিয়ান হতে পারব। আর্কচুরাসে আমি যে সব কাজ করেছি সেগুলো কি পৃথিবীতে আমি করতে পারতাম না ? কক্ষনো না। আমি বইয়ের হিসাব রাখতাম। জনাব স্টুয়ার্ট আমিও পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করেছি, আমারও অহংকার ছিল।'

'তো তুমি কেন এটা করেছিলে ?'

'আমি আটাশ বছর বয়েসে পৃথিবী ছেড়ে আর্কচুরাসে চলে যাই। আমি সেখানেই ছিলাম। এই ভ্রমণ ছিল আমার প্রথম ছুটি। এই এত বছরে পৃথিবীর দিকে আমার প্রথম যাত্রা। আমি পৃথিবীতে ছয় মাসের জন্য থাকতে যাচ্ছিলাম। যদি ক্লোরোরা আমাদের দখল করে এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবদ্ধ করে রাখত, তবে তারা কিছুতেই আমার পৃথিবী ভ্রমণ বন্ধ করতে পারত না। আমি যে ঝুঁকি নিয়েছি এটা কোনো ব্যাপার না; অবশ্যই তাদেরকে আমার প্রতিরোধ করতে হতো। এর পেছনে নারীর ভালোবাসা ছিল না, ভয়, ঘৃণা বা কোনো ধরনের আদর্শ ছিল না; ওসবের চেয়ে এটি ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ।'

সে থামল এবং দেয়ালের মানচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল যেন সে আলিঙ্গন করছে।

মুলেন শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'স্টুয়ার্ট, তুমি কি কখনই ঘরে ফেরার জন্য উদগ্রীব হওনি?'

অনুবাদ : সৌরভ ডাকুয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG